ইমরান-কণার গানে নিউইয়র্কে সুরের মূর্ছনা
পৃষ্ঠা ১১

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 8 October 2026, 10th Year, Issue 499, 40 Pages

সাহিত্যে এ বছর নোবেল পেলেন কবি অ্যান কারসন
পৃষ্ঠা ২২

বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর ২০২৬, ২৩ আশ্বিন ১৪৩৩, ২৭ রবিউস সানি ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯৯, পৃষ্ঠা ৪০

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন

ক্ষমতার দাঁড়িপাল্লা কি সত্যিই হেলছে?

৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ‘ওয়াশিংটনের ক্ষমতার ভারসাম্যে কোনো বদল আসবে কি না’ প্রশ্ন এটা নয়; প্রশ্নটা হলো সেই বদল কতটা?

বিশেষ প্রতিনিধি

নির্বাচনের দিন এখনো চার সপ্তাহ দূরে। অথচ আমেরিকার ব্যালটবাক্স আর ডাকঘরের খামে ভোট জমতে শুরু করেছে অনেক আগেই। সোমবার পর্যন্ত জানা গেছে, ইতিমধ্যে দশ লাখেরও বেশি ব্যালট পড়ে গেছে। বিভিন্ন জরীপ মডেলের হিসাবে ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদ ফিরে পাওয়ার ‘চমৎকার অবস্থানে’ আছে। সিনেটেও তারা এগিয়ে।

জরীপের পূর্বাভাসে প্রতিনিধি পরিষদ ডেমোক্র্যাটদের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা ৭৬ শতাংশ। সিনেটের ক্ষেত্রে ৫৬ শতাংশ। অর্থাৎ ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে প্রশ্নটা আর

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

- জরীপের পূর্বাভাসে প্রতিনিধি পরিষদ ডেমোক্র্যাটদের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা ৭৬%।
- সিনেটের ক্ষেত্রে যা হতে পারে ৫৬%।
- সর্বশেষ জরীপে ট্রাম্পের প্রতি ট্রাম্পের প্রতি জনসমর্থন নেমেছে ৩৯ শতাংশে।

মিশিগান কী আমেরিকার রাজনীতি বদলে দেবে?

নিজস্ব প্রতিবেদক

মিশিগানকে শুধু ‘মটর সিটি’ বললে রাজ্যটির প্রতি কিছুটা অবিচারই করা হয়। ফোর্ড, জিএম আর ডেট্রয়েটের নাম নিলে ঠিকই অটোমোবাইলের জন্মভূমির ইতিহাস মনে পড়ে। কিন্তু পাঁচটি বিশাল হ্রদের নীল জলরেখায় চারদিক থেকে ঘেরা এই রাজ্য তার চেয়েও বড় এক গল্প বলে থাকে। একটু সাহিত্য করে বললে, এটি গ্রেট লেকের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা এক আলাদা আমেরিকা। যেখানে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ট্রাম্প থেকে দূরত্ব বাড়াচ্ছেন অনেক রিপাবলিকান প্রার্থী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনী আসনগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ রিপাবলিকান প্রার্থী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে নীতিগত বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন অথবা তার সঙ্গে নিজেদের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি আড়াল করেছেন। এমনকি তারা ট্রাম্পের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক পর্যালোচনায় এ তথ্য উঠে এসেছে। ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ায় কংগ্রেসে দলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা হুমকির মুখে পড়তে পারে। এমন আশঙ্কায় প্রার্থীদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট থেকে দূরত্ব তৈরির এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

ভোটের রেকর্ড, প্রকাশ্য বক্তব্য ও নির্বাচনী প্রচারণার উপকরণ পর্যালোচনা করে রয়টার্স দেখেছে, ৩রা নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে কংগ্রেসের ৬২টি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনের মধ্যে ৪১টিতে রিপাবলিকান প্রার্থীরা ট্রাম্পের কাছ থেকে কোনো না কোনোভাবে দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করছেন। তবে অধিকাংশ প্রার্থী ট্রাম্পের সামগ্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচিকে প্রত্যাখ্যান না করে নির্দিষ্ট কিছু ইস্যুতে তার সমালোচনা করেছেন অথবা ভিন্ন

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

ক্রিস্টা পাইক: মৃত্যুদণ্ডের শেষ মুহূর্তে যে নিঃশ্বাস থামেনি

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

কখনো কখনো মৃত্যুর আয়োজন এত নিখুঁত হয় যে, সেখানে জীবনের জন্য কোনো জায়গা থাকার কথা নয়। সময় নির্ধারিত, কক্ষ প্রস্তুত, সাক্ষী উপস্থিত, ওষুধ প্রস্তুত, আদালতের শেষ দরজাটিও বন্ধ। তারপরও কোথা থেকে যেন একটি নিঃশ্বাস এসে সব হিসাব এলোমেলো করে দেয়।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬। টেনেসির নাশভিলের রিভারবেন্ড ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি ইনস্টিটিউশন। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামছে। পঞ্চাশ বছরের ক্রিস্টা পাইককে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আয়োজন চলছে। প্রায় তিন দশক ধরে তিনি মৃত্যুসেলে। সেই দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে রাষ্ট্র এবার তাঁর জীবন শেষ করতে এসেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। গার্নিতে বাঁধা পাইক মৃত্যুকক্ষের ভেতর থেকে জানিয়েছিলেন, তাঁর বাহুতে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে, একটি জায়গা দপদপ করছে। তারপর শুরু হলো ইনজেকশন। পর্দা নামল। কিছুক্ষণ পর উঠল। আবার নামল। পর্দার

ওপাশ থেকে ভেসে আসতে লাগল নিঃশ্বাসের শব্দ। ঘুমের মতো শব্দ। নাক ডাকার মতো শব্দ। কখনো শরীর নড়ছে।

অর্থাৎ—যাঁকে হত্যা করার জন্য রাষ্ট্রের এত আয়োজন, তিনি তখনও বেঁচে আছেন।

সাক্ষীদের বের করে দেওয়া হলো। জরুরি যানবাহন ছুটে এলো। পরে তাঁর আইনজীবীরা আদালতে জানালেন, দুই ডোজ পেন্টোবারবিটাল দেওয়ার পরও পাইকের শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন ছিল। তাঁকে কারাগার থেকে হাসপাতালে নেওয়া হলো।

ঘটনাটির শুরু অবশ্য ৩০

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS
LAW GROUP
24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS
CALL NOW
718.997.9797
আমরা বাংলা কথা বলি

- CAR ACCIDENTS
- CONSTRUCTION ACCIDENTS
- TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars
RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney

Office Locations:
Forest Hills · Valley Stream

INJURED
আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনস্যুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনস্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, অ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

(আমরা বাংলায় কথা বলি)

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আসিফ মুর্তজা

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
"সমৃদ্ধি, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিষদ"
কুনু-ফিরোজ
পরিষদ
সিনিয়র সহ সভাপতি
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
AJMOL HUSSAIN KUNU, PRESIDENT
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
FIROZ AHMED, GENERAL SECRETARY
মেশিনের প্রথম সারিত কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
A2
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
সভাপতি
ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক
প্রেসিডেন্ট
স্মার্ট ষ্টাফিং সার্ভিসেস ইনক
সেক্রেটারী
রোটারী ক্লাব অব বাংলাদেশী আমেরিকান
উপদেষ্টা
কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি
সাবেক সভাপতি
দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
আজীবন সদস্য
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নিউইয়র্ক
প্রতিষ্ঠাতা
বায়তুল মামুর জামে মসজিদ ও রহা হেফজুখানা
আজীবন সদস্য
বাতুল আতিক মুসলিম সেন্টার, উডসাইড
উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদ
মসজিদ আবু হুরায়রা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
DULAL BEHEDO
SENIOR VICE PRESIDENT
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ সভাপতি
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
A3
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE VOTE FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA

SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

MAA FOUNDATION
Maa
USA

সম্পাদকীয়

বিমানবন্দরে নিয়ন্ত্রণ নেই, রাজনীতিতেও, আর কত?

বাংলাদেশের বিমানবন্দর নিয়ে আবারও আলোচনা। এবার আলোচনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একজন রাজনীতিবিদের আচরণও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও, মন্তব্য আর প্রতিক্রিয়ায় সরগরম নেট দুনিয়া। একদিকে বিমানবন্দরের অব্যবস্থাপনা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ। অন্যদিকে একজন রাজনীতিবিদ সরকারি একজন কর্মকর্তাকে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার। দুটি ঘটনার ভেতর দিয়ে একই প্রশ্ন যেন বারবার ফিরে আসে—নিয়ন্ত্রণ কোথায়?

বিমানবন্দর নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা রাষ্ট্রের। আর রাজনীতিতে থাকা একজন মানুষের নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণে রাখার দায় তাঁর নিজের। কিন্তু বাংলাদেশে আজকাল মনে হয়, নিয়ন্ত্রণহীনতাও যেন আমাদের স্বাভাবিক জীবনের অংশ হয়ে গেছে।

বিমানবন্দর নিয়ে আমি গত চার দশক ধরে লিখে আসছি। সময় বদলেছে, সরকার বদলেছে, বিমানবন্দরের নাম ও অবকাঠামো বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে। কিন্তু অভিযোগের অনেকগুলো যেন বদলায়নি। যাত্রী হয়রানি। অব্যবস্থাপনা। দীর্ঘ অপেক্ষা। সেবার ঘাটতি। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ নিয়ে অভিযোগ। অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন।

আর প্রতিবারই আসে নতুন প্রতিশ্রুতি—ব্যবস্থা নেওয়া হবে, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হবে, যাত্রীসেবা উন্নত করা হবে।

কিছুদিন তৎপরতা দেখা যায়। তারপর সব শান্ত। আমরাও শান্ত। শেষ পর্যন্ত আমরাই গা সওয়া করে ফেলি।

এটাই হয়তো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। অনেক কিছু আমাদের কাছে এতবার ঘটেছে যে, নতুন করে ঘটলেও আর নতুন লাগে না। অনিয়ম দেখে অবাক হই না। ক্ষমতার দাপট দেখে অবাক হই না। সরকারি দপ্তরে ভোগান্তি দেখে অবাক হই না। প্রভাবশালী কেউ নিয়মের বাইরে যেতে চাইলে সেটিও খুব একটা বিস্মিত করে না। আমরা প্রতিবাদ করি। লিখি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করি। তারপর পরবর্তী ঘটনায় চলে যাই। এভাবেই একসময় অস্বাভাবিক জিনিস স্বাভাবিক হয়ে যায়।

সাম্প্রতিক ঘটনায় একজন রাজনীতিবিদকে সরকারি কর্মকর্তাকে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরপর তাঁর জামিন বা পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া আদালতের বিষয়। অভিযোগের সত্যতা, অপরাধের ধরন এবং আইনি পরিণতি নির্ধারণ করবে আইন ও আদালত। কিন্তু ঘটনাটি যে প্রশ্নগুলো সামনে এনেছে, সেগুলো শুধু আদালতের জন্য নয়।

রাজনীতি ও প্রশাসনের সম্পর্ক কী হবে? একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি কি সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে মতবিরোধে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুসরণ করবেন, নাকি ব্যক্তিগত প্রভাব ও উত্তেজনার আশ্রয় নেবেন? একজন সরকারি কর্মকর্তা কি রাজনৈতিক চাপের বাইরে থেকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে সেই অভিযোগের তদন্ত ও প্রতিকারের জন্য কি যথেষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা আছে? এই প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেলে মূল সমস্যাটি থেকেই যাবে। এখানেই বিমানবন্দরের প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ।

ধরা যাক, বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনা নিয়ে মানুষের অভিযোগ আছে। তাহলে অভিযোগকারীর রাজনৈতিক পরিচয় কী, সেটি বড় কথা নয়। অভিযোগ সত্য কি না, সেটিই প্রশ্ন। অভিযোগ সত্য হলে ব্যবস্থা নিতে হবে। অভিযোগ সত্য না হলে সেটিও পরিষ্কার করতে হবে।

চার দশক ধরে লিখতে লিখতে একটি বিষয় বুঝেছি। বাংলাদেশে সমস্যা খুব কমই কমে যায়। আমরা বরং সমস্যার সঙ্গে বসবাস করতে শিখে যাই। একসময় যেটিকে অন্যায় মনে হয়, পরে সেটি বিরক্তিকর মনে হয়। তারপর সেটিও আর বিরক্ত করে না। শেষ পর্যন্ত সেটিই হয়ে যায়—গা সওয়া। একটি রাষ্ট্রের জন্য গা সওয়া হয়ে যাওয়া সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা। মানুষ যখন অন্যায়কে অন্যায় বলার শক্তি হারায়, তখন প্রতিষ্ঠানগুলোও জবাবদিহির প্রয়োজন অনুভব করে না।

চার দশক ধরে একই প্রশ্ন লিখতে লিখতে এখন মনে হয়—আর কত লিখব? এবার উত্তর দেওয়ার পালা প্রতিষ্ঠানগুলোর।

আর আমাদেরও। আমরা কি সবকিছুতেই গা সওয়া করে যাব? নাকি কোথাও দাঁড়িয়ে বলব—এবার যথেষ্ট?

‘ফার্মের মুরগি’ বনাম আত্মনির্ভরশীলতা

শিল্পী রহমান

আমরা তখন স্কুলে পড়ি; একবার আমাদের পাড়ার একজনের বাড়িতে চুরি হয়েছিল। পরদিন সকালে পাড়াজুড়ে উত্তেজনাময় গল্প। চোর নাকি রাত ৩টার পর এসেছিল, অথচ বাড়ির কেউ কিছুই টের পায়নি। বড়রা বলাবলি করছিলেন, বাড়ির সবাই নাকি ‘মরণঘুমে’ ছিল। পুরো বাড়ি খালি করে সবকিছু নিয়ে গেছে, অথচ কেউ কোনো আওয়াজ শোনেনি।

পরে জেনেছিলাম, চোর ক্লোরোফর্ম বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করে সবাইকে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত করে তারপর চুরি করেছিল। চোর আর ডাকাতের মধ্যেও একটা পার্থক্য ছিল। চোর রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে চুরি করত। আর ডাকাত ছিল প্রকাশ্য– দিনের বেলাতেও মানুষের কাছ থেকে জিনিস কেড়ে নিতে পারত। অস্ত্র ব্যবহার করত মূলত ভয় দেখানোর জন্য। তখনও অপরাধ ছিল, কিন্তু সেই অপরাধের একটা সীমারেখা ছিল।

এখন ১০ টাকা নিয়ে বচসা হলে বা না বলে ভাত খেলে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। চকলেট বা অন্য কিছুর লোভ দেখিয়ে শিশুকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ শেষে হত্যা করা হয়। সম্প্রতি অপ্রতিমের হত্যাকাণ্ডের কথা আমরা জেনেছি।

অপ্রতিমের কথা লিখতে আমি দেরি করে ফেলেছি। এরপর আরও একজনের অকালমৃত্যু হলো। এমন অনেক অপরাধের কথা লিখে শেষ করতে পারি না; আরেকটা অপরাধের খবর চলে আসে।

আমরা সন্তানদের ‘ফার্মের মুরগি’ বলে তিরস্কার করেছি। এটা নিয়ে অনেক হইচইও হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি তাদের নিরাপদ একটা সমাজ দিতে পেরেছি? সত্তর-আশির দশকে একা একা হেঁটে স্কুলে গিয়েছি আমরা; রিকশায় করে একাই কলেজে গিয়েছি। কোথায় আছি, কেমন আছি, কখন ফিরব– এসব জানার কোনো প্রযুক্তি ছিল না তখন। তারপরও বাবা-মা নিশ্চিন্ত থাকতেন। কারণ একটা বিশ্বাস ছিল– সন্তান ফিরে আসবে।

সামনের দোকানের চাচা, পাড়ার বড় ভাই বা আপা অথবা কোনো মুরুব্বি এলাকার সন্তানদের দেখে রাখবেন; প্রতিবেশী প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াবেন– একটা অলিখিত দায়িত্ববোধ ছিল সবার মনে। এখন তা নেই। মানুষ দূরে দাঁড়িয়ে ভিডিও করলেও ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহায্য করতে আসে না। পাড়ার বড় ভাইদের তো অপ্রতিমকে নিরাপদে রাখার কথা ছিল। দুঃখজনক– রক্ষকই ভক্ষক হয়ে গেছে।

আমি সন্তানদের সারাক্ষণ কোলের মধ্যে আগলে রেখে বড় করার পক্ষপাতী নই। আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেক সন্তানকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে; ভালো-মন্দ বিচারের বুদ্ধি থাকতে হবে। পৃথিবীকে চিনতে হবে; নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে। ফার্মের মুরগি বানানোর ঘোর বিরোধী আমি। কিন্তু যখন তুচ্ছ ঘটনায় মানুষ খুন হয়ে যায়, তখন কোন ভরসায় বাবা-মা তার সন্তানকে একা ছাড়বেন? সেই নিরাপত্তা তো দিতে হবে!

এসব ঘটনা শোনার পর কোনো বাবা-মা যদি সন্তানকে চোখের আড়াল করতে ভয় পান, তাদের কি

> বলা হয়, একটা সন্তানকে বড় করতে পুরো একটা গ্রাম লাগে। আমাদের সেই গ্রামটা আবার তৈরি করতে হবে। মা-বাবা একা পারবেন না। স্কুল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রও একা পারবে না। আমাদের সবাইকে মিলে এমন এক সমাজ তৈরি করতে হবে, যেখানে শিশুরা ভয় নয়; নিরাপত্তা নিয়ে বড় হবে। যেখানে রাগ বা হিংসার চেয়ে বিবেক শক্তিশালী হবে; যেখানে মানুষের জীবনের মূল্য থাকবে।

দোষ দেওয়া যায়? কিংবা তাদের কি সত্যিই ‘ফার্মের মুরগি’ বলে তিরস্কার করা যায়? যায় না। আমরা তাদের স্বাধীনতা দিতে চাই; মুক্ত মাঠে ছেড়ে দিতে চাই; ধুলোবালিতে খেলে বড় হবে ওরা– এমন স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি। তার আগে তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি চাই।

আমার কাছে এই সংকটের পেছনে মাদক, বিশেষ করে ইয়াবার বিস্তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হয়। কারণ ইয়াবা মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। অনিয়ন্ত্রিত রাগ এবং অনিয়ন্ত্রিত যৌন চাহিদার কারণে দেশজুড়ে ধর্ষণ ও খুনের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। একটি সুস্থ সমাজ পেতে হলে এটা বন্ধ করতে হবে। এর সঙ্গে আরও অনেক সামাজিক কারণ জড়িয়ে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। যেমন– পারিবারিক শিক্ষা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সহিংসতার সংস্কৃতি, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অপরাধের ন্যায়বিচার ও প্রতিরোধের দুর্বলতা– সবকিছু নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে। শুধু কথা বললেই হবে না; প্রতিকার চাই!

কারণ আমরা এমন একটি দেশ চাই না, যেখানে সন্তানকে বড় করার অর্থ হবে তাকে সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখা। আমরা এমন একটা দেশ চাই, যেখানে একটা শিশু বিকেলে খেলতে বের হলে মা বারবার ফোন করে বলবেন না, ‘কোথায় আছিস? কখন ফিরবি?’

যেখানে স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলে বাবা-মায়ের বুক ধড়ফড় করবে না। যেখানে প্রতিবেশী মানে শুধু পাশের বাড়ির মানুষ নয়। প্রয়োজনে ভিডিও করা বাদ দিয়ে নিজ সন্তানের মতো অন্যের সন্তানকেও আগলে রাখা একজন মানুষ।

বলা হয়, একটা সন্তানকে বড় করতে পুরো একটা গ্রাম লাগে। আমাদের সেই গ্রামটা আবার তৈরি করতে হবে। মা-বাবা একা পারবেন না। স্কুল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রও একা পারবে না। আমাদের সবাইকে মিলে এমন এক সমাজ তৈরি করতে হবে, যেখানে শিশুরা ভয় নয়; নিরাপত্তা নিয়ে বড় হবে। যেখানে রাগ বা হিংসার চেয়ে বিবেক শক্তিশালী হবে; যেখানে মানুষের জীবনের মূল্য থাকবে। যেখানে অপরাধী হওয়ার আগে মানুষ একবার হলেও ভাববে– ‘ও-ও তো কারও সন্তান’ অথবা ‘এই অপরাধ করলে আমার শাস্তি হবে’। আমরা আমাদের সন্তানদের পৃথিবী থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই না। আমরা চাই তারা পৃথিবীকে নির্ভয়ে চিনুক; একা স্কুলে যাক; বন্ধুদের সঙ্গে বিকেলে মাঠে খেলুক; নিজের মতো বড় হোক।

সন্তানের নিরাপত্তা কোনো বিলাসিতা নয়। এটা কোনো দল, শ্রেণি, ধর্ম বা জাতির বিষয় নয়। কোনো পরিবারের একার দায়িত্বও নয়। এটা আমাদের সবার দায়িত্ব। আসুন, আমরা আবার সেই সমাজ তৈরি করি, যেখানে একটি সন্তানকে বড় করতে সত্যিই পুরো গ্রাম পাশে থাকে। সন্তানের নিরাপত্তাই হোক দেশের নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি।

কাউন্সেলর, অস্ট্রেলিয়া

ব্রডশিট কথন ও বিচারিক অপকর্মের আলাপ এবং ফ্যাসিজমের রূপকার

কাকন রেজা

বিগত পলাতক সরকার। হ্যাঁ, পলাতকই তো। যে সরকারের পুরো মন্ত্রীসভা, সংসদ সব পালিয়ে যায়, তাকে তো পলাতক সরকারই বলতে হয়। সেই সরকার তার টিকে থাকার ভিত গড়েছে বিচার বিভাগের মাধ্যমে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলসহ নানান কালাকানুনের মধ্যে দিয়ে দেড় দশক রাজত্ব করেছে। বলতে পারেন ত্রাসের রাজত্ব। এই ত্রাস সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী বিচার বিভাগ খোদ।

মিডিয়া এজেন্সি ‘ব্রডশিট’ একটা ভালো তথ্য দিয়েছে কীভাবে বাংলাদেশে বিচারিক বদমাইশি শুরু হয়েছিল তা নিয়ে। সরাসরি ‘ব্রডশিট’ থেকে তুলে দিই। ‘ব্রডশিট’ বলছে,

‘১৯৭৪ সালের শুরুতে হাইকোর্টে একটা হেবিয়াস কর্পাস মামলা উঠেছিল। আঠারো বছরের শাহজাহান শরীফকে জাতীয় রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে গেছে, তারপর তার আর খোঁজ নাই, পরিবার আদালতে এসেছে।

বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য পর্যবেক্ষণ দিলেন, রক্ষীবাহিনী যেভাবে চলছে তাতে সংবিধানের প্রক্রিয়ার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নাই।

শেখ মুজিবের সরকার এই পর্যবেক্ষণের জবাব দিল আইন বদলে। রক্ষীবাহিনী আদেশে ৮ক ও ১৬ক ধারা যোগ হলো, বাহিনীর কোনো সদস্যের সরল বিশ্বাসে করা কোনো কাজের জন্য কোনো মামলা চলবে না। এই দায়মুক্তি কার্যকর করা হলো পিছিয়ে, ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে, যেদিন বাহিনী গঠিত হয়েছিল। মানে দুই বছরে বাহিনী যা করেছে, সবই আইনের চোখে মাফ।’

বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ কোনো কাজে দেয়নি। বরং আইন বদলে ফেলা হয়েছে। অথচ বিচার বিভাগ নিজেদের সংবিধানের রক্ষক দাবি করে। বদলের ফেলা আইন সংবিধানের মূল স্পিরিটের পক্ষে না বিপক্ষে তা বলা কার দায়িত্ব? এই যে রক্ষক এবং আইন বদলে ফেলে দেয়ার মধ্যে যে দ্বৈরথ রয়েছে, তা অনেকেরই বোধগম্য নয়। পঁচাত্তর পরবর্তী ইনডেমনিটি নিয়ে কথা বলা হয়। বলা হয় না, রক্ষীবাহিনীর সকল অপকর্মকে দায়মুক্তি তথা ইনডেমনিটি দিয়েছিল পঁচাত্তর পূর্ববর্তী সরকার। স্বাধীন বাংলাদেশের দায়মুক্তির শুরু তখন থেকেই। সেকথা কারো মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় না। ‘ব্রডশিট’ এই ব্যাপারটি মনে করিয়ে দিয়েছে। ধন্যবাদ ‘ব্রডশিট’কে। বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে যারা প্রকাশ্যে সরকারপন্থী, যারা ফ্রন্টফুটে আছে, তারা বিষয়গুলো হয়তো জানেই না। আর জানলেও অজ্ঞাত কারণে লজিক্যালি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। আর যারা জানে তাদের সিংহভাগই পলাতকপন্থী। তারা উল্টো এসব অপকর্মকে সিলগালা করে দিতে সচেষ্ট, যাতে কেউ জানতে না পারে। যখনই এ বিষয়গুলো জোরালো ভাবে সামনে চলে আসে, তখন পলাতকপন্থীরা অন্য আরেকটা ইস্যু সামনে আনে। যাতে মূল ইস্যু ঢেকে যায়। অথচ এই আলাপগুলো হওয়া জরুরি। এগুলো হলো একটি কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠনের অন্তরায়। এসব সমস্যাকে চিহ্নিত করে সমাধানের আলাপই হলো কল্যাণ-রাষ্ট্রে পৌঁছানোর পথ।

‘ব্রডশিট’ যেভাবে উপস্থাপন করেছে বিষয়টি, সে বিষয় উপস্থাপনে সরকারপক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়টা কেন ব্যর্থ হলো। নাৎসিবাদের আলাপ যেভাবে সামনে এনেছে ‘ব্রডশিট’ তেমনটা কেন সরাসরি সরকারপন্থীদের কাছ থেকে এলো না। এসব প্রশ্ন ভ্যালিড। হিটলারের নাৎসিবাহিনী রাষ্ট্র নয় হিটলারের কাছে শপথ নিতো। এর অর্থ হলো, নাৎসিরা রাষ্ট্রপক্ষ না হয়ে হিটলারের পক্ষে থাকতো। তারা হিটলারের অনুরক্ত। যাকে ব্যক্তিগত বাহিনী বলা যায় নিঃসন্দেহে। পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে রক্ষীবাহিনীও রাষ্ট্র নয় শপথ নিতো শেখ মুজিবের কাছ থেকে। অর্থাৎ নাৎসিদের মতন রক্ষীবাহিনীও ছিল ব্যক্তিগত বাহিনী। এনিয়ে ‘ব্রডশিট’ আরো বিস্তারিত বলতে পারতো। আরও বলার অনেককিছু ছিল। তারপরও তারা বলেছে, এটাই বড় কথা।

‘ব্রডশিট’ মোটাদাগে বিচারিক অপকর্মের কথা তুলে ধরেছে নানান উদাহরণ সহকারে। একটা কথা পরিষ্কার বাংলাদেশে ফ্যাসিজম জগদ্দল পাথর হয়ে উঠেছিল বিচার বিভাগের সহায়তায়। জুলাই বিপ্লবের পরও বিচার বিভাগ চেষ্টা করেছিল জুডিশিয়াল ক্যু এর। যারফলে ছাত্রদের সর্বোচ্চ আদালতমুখী হতে হয়েছিল। ঘেরাও করতে হয়েছিল। তারপরেও বিচার বিভাগের তৎকালীন অধিকর্তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছিলেন নিজেরা টিকে থাকতে এবং ফ্যাসিজমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। সেই চেষ্টা আপাতত অসফল। মনে রাখবেন, এখানে ‘আপাতত’ শব্দটি ব্যবহার করেছি।

এখন আসি ক্যান্টনমেন্ট থানার আলোচিত সাবেক ওসি’র আলাপে। সে বলেছে, উপরের দিকে স্যাররা পলাতকদের পক্ষে নয়, কিন্তু তারা অর্থাৎ নিচের দিকে অনেকেই পক্ষে। কথাটা কতটা অ্যালার্মিং তা বোঝার ক্ষমতা সরকারপক্ষীয় বুদ্ধিজীবীদের আছে কিনা জানি না। একই কথা কথা বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও। মাথা পরিবর্তিত হলেও শরীর অনেকটা আগের মতই। সুতরাং অন্যজনের মাথা এবং আরেকজনের শরীরের সমন্বয় ঘটা প্রায় অসম্ভব। মনে রাখতে হবে, পঁচাত্তর পূর্ববর্তী এবং গত দেড় দশকের জুলুমের পুরোটাই কায়েম হয়েছে বিচার বিভাগের কাঁধে ভর করে। সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা’র আলাপই যার প্রমাণ। তিনি তার উপর জোর প্রয়োগের কথা বলেছেন, কথাটা কিয়দংশ সত্যি। মূল সত্যটা হলো বেশিরভাগ হয়েছে তার ইচ্ছেতেই এবং তিনি তা করেছেন সানন্দে। খায়রুল হকের কথা আর নাই বললাম।

জানি, অনেকেই বলবেন, দু’চারজনের হিসেব দেখে অন্যদের খতিয়ান বিচার করবেন কীভাবে? এই যে বলেন, দু’চারজন খারাপ অন্যরা ভালো, একথাটির পুরোটাই বিভ্রান্তিকর। সত্যকে টুইস্ট করার ভালো টুল এই তুলনামূলকের আলাপ, দু’চারজন খারাপ, অন্যরা ভালো। যদি ভালোই হয়, তাহলে কেন বর্তমান সময়েও পুলিশ কর্মকর্তাদের আফসোসের আলাপ শুনি, ‘আমরা যাদের ধরে দিই, তারা সহজেই জামিন পেয়ে যায়’। কথা আর বাড়াই না। বাংলাদেশের আইন মানি। আইন অনুযায়ী রায়ের আদেশের বিরোধীতা করা যায় না। অর্থাৎ এটাও ইনডেমনিটি। কিন্তু অনেক দেশেই করা যায়, করে এবং তা বিনা বাধায়। যুক্তরাষ্ট্রেও রায় নিয়ে কথা বলা হয়, বলা যায়। সমালোচনা করা যায়। এবং যুক্তরাষ্ট্র কল্যাণ-রাষ্ট্র। ওয়েলফেয়ার কান্ট্রি। মাইন্ড ইট। কল্যাণ-রাষ্ট্র গড়ে উঠার পথটা আমাদের চিনতে হবে।

এআই দিয়ে বিচার করা কি অবৈধ

রাইসুল সৌরভ

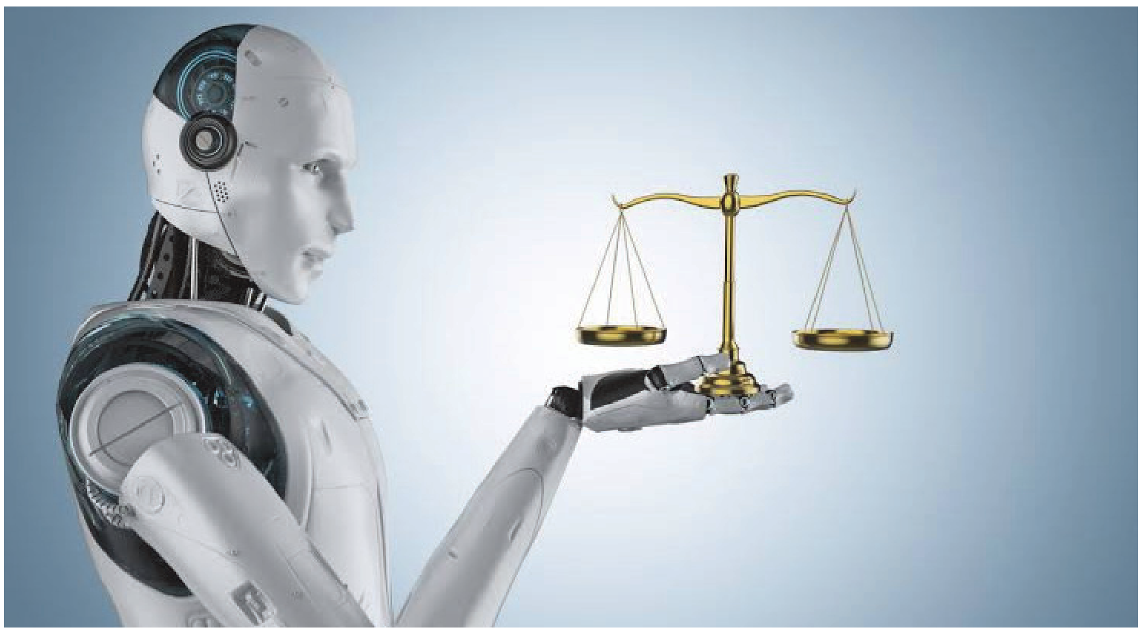

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং আইনমন্ত্রী বিচারাঙ্গনে এআইয়ের ব্যবহার নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তাঁরা যথার্থই অনুধাবন করেছেন যে এআই কোথায় কতটা ব্যবহার করা যাবে সে বিষয়ে আইন থাকা উচিত। অধুনাকালে এআইয়ের বিপুল বিস্তৃতি এবং নিত্য ব্যবহার, বিশেষত চ্যাটজিপিটির মতো জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা সুনির্দিষ্টভাবে বললে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল অথবা এলএলএম চ্যাটবট বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সুতরাং, এআইয়ের কার্যপদ্ধতি বা সীমাবদ্ধতা ভালোভাবে না জেনে যথেচ্ছ ব্যবহারে সীমারেখা টানার জন্য সুস্পষ্ট আইন প্রয়োজন। আইনের অনুপস্থিতিতে বা যত দিন পর্যন্ত আইন প্রণয়ন সম্ভব হচ্ছে না, তত দিন অন্তত এ বিষয়ে একটি স্পষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

দেরিতে হলেও বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন এ প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন, জাতীয়ভাবে এআইয়ের ব্যবহারবিষয়ক একটি নীতিমালার খসড়া ইতিমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে, এখন যা চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে। চলতি বছরের আগস্ট মাসেই মন্ত্রী পর্ষদ বিভাগ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে সরকারি চাকরিজীবীদের এআই ব্যবহারে সতর্কতা জারি করা হয়েছে—এআই এমনভাবে ব্যবহার না করা হয় যাতে সরকারি গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে তৃতীয় পক্ষের হস্তগত হয়ে যায়। অপরদিকে, জুলাই মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকও নোট লেখা, ডেটা বা তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরির মতো দাপ্তরিক কাজের জন্য চ্যাটজিপিটি, জেমিনি, ক্লড, গ্রোক, ডিপসিক প্রভৃতি ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক করেছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অন্যান্য সরকারি দপ্তর বা বাংলাদেশ ব্যাংকের মতোই অত্যন্ত সংবেদনশীল বিচার বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতের জন্য অদ্যাবধি এআই ব্যবহারসংক্রান্ত কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। সংসদ থেকে আইন পাস হওয়ার আগে বর্তমান শূন্যতা পূরণে প্রধান বিচারপতি উদ্যোগী হয়ে অন্তত বিচার বিভাগের জন্য বিচারক, আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী সাধারণ জনগণ, আদালতে কর্মরত স্টাফদের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৭ অনুচ্ছেদানুসারে সুপ্রিম কোর্টে উভয় বিভাগ (আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ) এবং অধস্তন আদালতের জন্য কার্যপদ্ধতি ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারে। তাই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ) বিধিমালা, ১৯৭৩ এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট (আপিল বিভাগ) বিধিমালা, ১৯৮৮ অনুসারে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের জন্য আইনি কার্যধারা এবং মামলা-মোকদ্দমায় এআইয়ের ব্যবহারসংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি করে দিতে পারেন।

বিশ্বের অনেক দেশে সর্বোচ্চ আদালত কিংবা বিচার বিভাগীয় সংস্থা ইতিমধ্যে সেসব দেশের আদালতে এআই ব্যবহার করার জন্য বিচারক, আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী জনতা, আদালতে কর্মরত কর্মীদের জন্য নীতিমালা তৈরি করেছেন। যেমন ভারত (খসড়া), পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, হংকং, ফিলিপিন্স (প্রস্তাবিত), দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, মরক্কো, আয়ারল্যান্ড, কেনিয়া (খসড়া), দক্ষিণ আফ্রিকা (খসড়া), যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কলম্বিয়া, ইসরায়েল, নিউজিল্যান্ড, বেলিজে, বাহামাস, টার্কস এবং কাইকোস দ্বীপ, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো প্রভৃতি দেশে এ-সংক্রান্ত নীতিমালা রয়েছে। কিছু কিছু দেশে অবশ্য আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাও আইনজীবীদের জন্য নীতিমালা তৈরি করে আইন পেশায় এআই ব্যবহারের পরিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যদিও এসব নীতিমালা কতটুকু কার্যকর তা নিয়ে গবেষক মহলে প্রশ্ন রয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে এখনো এ রকম কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

অন্য যেকোনো পেশার মতো আইন পেশায়ও এই উদীয়মান প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু কোথায়, কখন, কীভাবে, কতটুকু ব্যবহৃত হতে পারে সে সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশনা থাকা জরুরি। সেই সঙ্গে আবশ্যক এই আধুনিক প্রযুক্তি উত্তমরূপে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। আরও প্রয়োজন আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের জনবল দক্ষ করে গড়ে তোলা। কেবল প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, বরং এআইয়ের নৈতিক, সামাজিক, বিচারিক, মনস্তাত্ত্বিক বিবিধ আঙ্গিক থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। পাশাপাশি এআইয়ের ব্যবহার যেন দেশে বিদ্যমান ডিজিটাল বিভেদ বৃদ্ধি না করে এবং আইন পেশাজীবীদের যেন এআইয়ের মতো স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ওপর পক্ষপাত তৈরি না হয়, সেদিকেও সমান নজর রাখা অত্যাবশ্যক। আশা করি, প্রধান বিচারপতি এসব বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন।

এ কথা সত্য যে বাংলাদেশে বর্তমানে বলবৎ কোনো আইনে নির্দিষ্ট করে রায় লিখতে বা বিচার করতে এআইয়ের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়নি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আধুনিক এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিচার করা বা রায় লেখা বেআইনি নয়। যতক্ষণ না বিদ্যমান আইন, সাংবিধানিক নীতি এবং প্রতিষ্ঠিত আইনি রীতি পরিবর্তন করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ কথা ধরে নেওয়া যায় যে মানব বিচারকের মাধ্যমে বিচার পাওয়া মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের সংবিধান স্পষ্টভাবে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এর বিচারকদের ওপর বিচারিক ক্ষমতা ন্যস্ত করেছে। অতএব, কেবল মানব বিচারকই আদালতে বিরোধ গ্রহণ, আইনের ব্যাখ্যা ও বলবৎযোগ্য রায় ঘোষণা করতে পারেন। কোনো যন্ত্র বা এআইকে সে ক্ষমতা দিতে চাইলে নতুন আইন প্রণয়ন করে ক্ষমতা দিতে হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিচারব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এআইয়ের মাধ্যমে বিচার করা হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা বলা যায় পরাস্ত হবে। তা ছাড়া এআইয়ের দ্বারা বিচার সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদানুসারে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিরও পরিপন্থী।

স্যার এডওয়ার্ড কোকের সময় থেকে চলে আসা ‘কমন ল’ আইনের ঐতিহ্যে ‘স্বাভাবিক যুক্তি’ (যা যে কারও থাকে) এবং ‘কৃত্রিম যুক্তি’, যার অর্থ বিচারকদের ‘দীর্ঘ অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার’ মাধ্যমে অর্জিত পরিশীলিত বিচারবুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। তাই এই ‘কৃত্রিম যুক্তি’কে আইনি ঐতিহ্যের একটি অনন্য ও মানবিক ফসল হিসেবে গণ্য করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের যেহেতু এই মানবিক অভিজ্ঞতা নেই, ফলে এটি এই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করতে সমর্থ নয়। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি যেমনটি উল্লেখ করেছেন যে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য অপরিহার্য একজন বিচারকের বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তিকে এআই দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়।

এআইয়ের মাধ্যমে বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি ন্যায়বিচারের বেশ কিছু মৌলিক নীতি লঙ্ঘনও বটে, যা ‘কমন ল’ ব্যবস্থায় অলঙ্ঘনীয়; যেমন—বিচারকের বিচার শেষে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদানের বাধ্যবাধকতা, যেন সংক্ষুব্ধ পক্ষ সেই যুক্তির বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে প্রতিকার চাইতে পারে এবং বিচারিক সুবিবেচনাবোধ ও প্রাসঙ্গিকতা আমলে নেওয়ার মানবীয় গুণাবলি অথবা যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

এ কারণে এআই বিচারকের বিমূর্ত ধারণাটি ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশে গভীর সাংবিধানিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে, অর্থনৈতিক চাপের কারণে অত্যন্ত ছোটখাটো বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এআইয়ের ব্যবহার অদূর ভবিষ্যতে প্রশ্ন সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য হলেও হয়ে উঠতে পারে। তবে এটি কেবলই কারও কারও একটি অনুমান, বর্তমান আইনি ব্যবস্থার প্রতিফলন নয়। বর্তমানে পৃথিবীর উদার গণতান্ত্রিক দেশসমূহের আদালতে এআইয়ের ব্যবহার মূলত বিচারিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে ‘সহায়ক হাতিয়ার’ বা প্রশাসনিক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

পরিশেষে তাই বলা যায়, আইনে স্পষ্ট করে নিষিদ্ধ না হলেও এআই দিয়ে বিচার করা বা রায় লেখা আমাদের বিচারব্যবস্থায় কোনোভাবেই বৈধ বা অনুসরণীয় নয়।

কারণ, এর সঙ্গে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো, বিদ্যমান আইনের প্রক্রিয়াগত অপরিহার্যতা এবং সুদীর্ঘ আইনি ঐতিহ্য জড়িত। সুতরাং, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বা এআই চালিত বিচারব্যবস্থার দিকে যেকোনো পদক্ষেপের জন্য দেশে কার্যকর সংবিধান সংশোধন এবং বিচারিক কার্যক্রমের আমূল পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন।

ডক্টরাল গবেষক, ইউনিভার্সিটি অব গলওয়ে

নফসের উপর যুলুম: কারণ ও প্রতিকার

মুফতী ইমতিয়াজ মাহমুদ

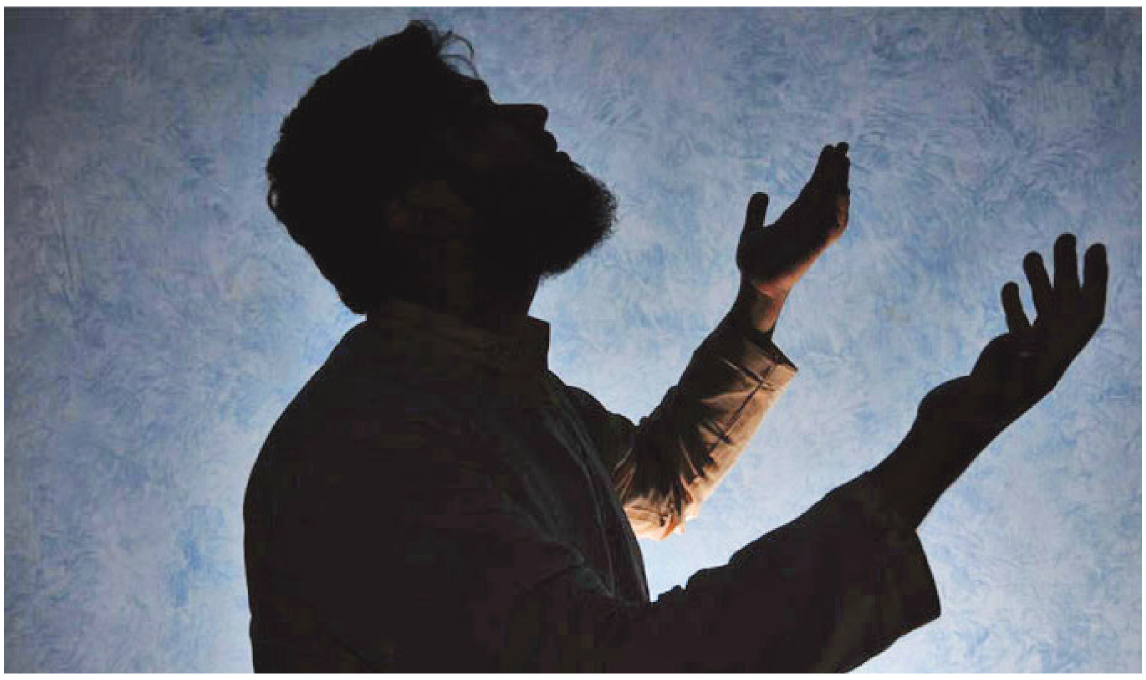

পাপ ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে নফসের উপর যুলুম হয়ে থাকে। আল্লাহর বিধানের অবজ্ঞা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ-নিষেধ অমান্য করার মাধ্যমে যুলুম সংঘটিত হয়। আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করে তারাই যালেম (সূরা বাকারা: ২২৯)। নফসের উপর যুলুম বলতে বোঝায় শরিয়তের সীমালঙ্ঘন করে এমন কোনো পাপকর্ম করা, যার পাপভার নিজের উপরই বর্তায়। তালাক প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, যে তা লঙ্ঘন করে সে নিজের উপরই যুলুম করে (সূরা তালাক: ১)।

সবচেয়ে কঠিন যুলুম হলো নিজের নফসের উপর যুলুম। বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলেন, তারা আমাদের উপর যুলুম করেনি, বরং নিজেদের উপরই যুলুম করেছিল (সূরা বাকারা: ৫৭)। কুরআনে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রানী বিলকিস ঈমান আনার পর নিজের অতীত ভুল স্বীকার করে বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি, আমি সুলাইমানের সাথে জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম (সূরা নামল: ৪৪)। মুসা আলাইহিস সালাম অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের পর বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি নিজের উপর যুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করো, আর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন (সূরা কাসাস: ১৬)। ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে অন্ধকারে ডেকে বলেছিলেন, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত, আর আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে তাকে মুক্ত করলেন (সূরা আম্বিয়া: ৮৭-৮৮)।

নফসের উপর যুলুমের প্রথম ও সবচেয়ে বড় মাধ্যম শিরক। লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না, নিশ্চয়ই শিরক বড় যুলুম (সূরা লোকমান: ১৩)। রিয়া বা লোক-দেখানো আমলও এক ধরনের গোপন শিরক, যা নফসের উপর যুলুম ঘটায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা গোপন শিরক থেকে সাবধান হও, তা হলো কেউ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজের সালাতকে সুশোভিত করে (সহিহ ইবনে খুযাইমা: ৯৩৭)। তিনি আরও বলেন, এই শিরক পিঁপড়ার চলার শব্দের চেয়েও সূক্ষ্ম, তাই তোমরা দোয়া করো— হে আল্লাহ, জেনে-শুনে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং না জেনে হয়ে গেলে ক্ষমা চাই (মুসনাদে আহমাদ: ১৯৬০৬)।

অহির বিধান থেকে বিমুখ হওয়াও যুলুম। আল্লাহ বলেন, তার চেয়ে বড় যালেম কে, যাকে প্রতিপালকের আয়াত দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয় অথচ সে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সূরা কাহফ: ৫৭)। কৃপণতার মাধ্যমেও নফসের উপর যুলুম হয়— আল্লাহ বলেন, যারা হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম (সূরা হাশর: ৯)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কৃপণতা থেকে বাঁচো, কেননা এটাই পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং রক্তপাত ও হারাম হালাল করতে প্ররোচিত করেছে (সহিহ মুসলিম: ২৫৭৮)। অপচয়ও যুলুম— আল্লাহ বলেন, প্রকৃত বান্দারা ব্যয়ে অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না, বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করে (সূরা ফুরকান: ৬৭)।

পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কারণে রিযিক সংকুচিত হয়ে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষ পাপকর্মের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয় (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০২২)। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়াও নফসের উপর ভয়াবহ যুলুম— নবীজি সাল্লাল্লাহু

> রামাযানের শেষ দশক মানুষ মাত্রই ভুলকারী এবং কোনো না কোনোভাবে নফসের উপর যুলুমকারী। তবে ভুলের উপর অটল না থেকে যত দ্রুত সম্ভব তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বলেছেন, তার নাক ধুলিধূসরিত হোক, যে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না (সহিহ মুসলিম: ২৫৫১)। মানুষের গোপনীয়তা ফাঁস করাও এক ধরনের যুলুম— নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ খোঁজে, আল্লাহ তার নিজের দোষ প্রকাশ করে দেন (তিরমিযি: ২০৩২)।

বান্দার হক নষ্ট করাও নফসের উপর মারাত্মক যুলুম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে সালাত-সিয়াম নিয়ে আসবে কিন্তু কাউকে গালি দেওয়া, মাল গ্রাস করা বা হত্যার কারণে তার নেকী পাওনাদারদের দিতে দিতে শেষ হয়ে যাবে, অতঃপর তাদের পাপ তার উপর চাপিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (সহিহ মুসলিম: ২৫৮১)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরুদ পাঠ না করাও যুলুম— তিনি বলেন, যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হলো অথচ সে দরুদ পাঠ করল না, তার নাক ধুলিধূসরিত হোক (তিরমিযি: ৩৫৪৫)।

কবিরা গুনাহকারী সবচেয়ে বড় যালেম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরিক করা, এরপর দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা, এরপর প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা (সহিহ বুখারি: ৭৫৩২)। তবে যে নফসের উপর যুলুম করে, তার দায় তাকেই বহন করতে হবে— আল্লাহ হাদিসে কুদসিতে বলেন, যে ভালো কিছু পাবে সে আল্লাহর শোকর আদায় করুক, আর যে মন্দ কিছু পাবে সে যেন নিজের নফস ছাড়া কাউকে তিরস্কার না করে (সহিহ মুসলিম: ২৫৭৭)।

নফসের উপর যুলুমের প্রতিকার হলো দ্রুত তওবা করা। আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পর সাথে সাথেই তওবা করে বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি, আপনি ক্ষমা না করলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো (সূরা আরাফ: ২৩)। আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজির কাছে সালাতে পড়ার দোয়া শিখতে চাইলে তিনি শিখিয়েছিলেন, হে আল্লাহ, আমি নিজের উপর অসংখ্য যুলুম করেছি, আপনি ব্যতীত কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না, অতএব আপনি আমাকে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন (সহিহ বুখারি: ৮৩৪, সহিহ মুসলিম: ২৭০৫)।

আল্লাহ বলেন, যারা অশ্লীল কাজ করলে বা নিজের উপর যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং জেনেশুনে হঠকারিতা করে না (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)। অন্যত্র বলা হয়েছে, যে দুষ্কর্ম করে বা নিজের প্রতি যুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে (সূরা নিসা: ১১০)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুমিন গুনাহ করলে তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে, তওবা করলে তা পরিষ্কার হয়ে যায়, আর গুনাহ চালিয়ে গেলে সেই দাগ বেড়ে গিয়ে অন্তরকে ঢেকে ফেলে, এটাই সেই মরিচা যার কথা আল্লাহ বলেছেন (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৪৪)। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও গুনাহ মোচনের মাধ্যম— নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদাহরণ দিয়ে বলেন, প্রতিদিন পাঁচবার নদীতে গোসল করলে যেমন শরীরে ময়লা থাকে না, তেমনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও পাপ দূর করে দেয় (সহিহ বুখারি: ৫২৮, সহিহ মুসলিম: ৬৬৭)।

মানুষ মাত্রই ভুলকারী এবং কোনো না কোনোভাবে নফসের উপর যুলুমকারী। তবে ভুলের উপর অটল না থেকে যত দ্রুত সম্ভব তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। শিরক, রিয়া, কৃপণতা, অপচয়, পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও বান্দার হক নষ্ট করার মতো নফসের উপর যুলুমের সকল পথ থেকে দূরে থেকে কুরআন-সুন্নাহর যথাযথ অনুসরণই মুক্তির একমাত্র পথ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে নফসের উপর যুলুম থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ,
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণসমূহ

আব্দুল্লাহ শোয়াইব

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। পার্থিব জীবনে আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই বান্দার কর্তব্য, কিন্তু যখন মানুষ তাঁর অবাধ্য হয় তখন সে পাপী হয়ে যায় এবং পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। এই নিবন্ধে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও এর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

পাপের আভিধানিক অর্থ কলুষ, অন্যায় বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম। কুরআনে আল-ইসম শব্দটি ৪৮ বার এসেছে। আল্লামা রাগেব ইসফাহানি বলেন, ইসম এমন কর্মের নাম যা সওয়াব বিলম্বিত বা মন্থর করে দেয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পাপ হলো যা তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে এবং মানুষ তা জানুক তা তুমি অপছন্দ করো (সহিহ মুসলিম: ২৫৫৩, তিরমিযি: ২৩৮৯)।

পাপ প্রধানত দুই প্রকার— কবিরা ও সগিরা। আল্লাহ বলেন, আমলনামা পেশ করা হলে অপরাধীরা আতঙ্কিত হয়ে বলবে, এই আমলনামায় ছোট-বড় কিছুই বাদ যায়নি (সূরা কাহফ: ৪৯)। কবিরা গুনাহ হলো এমন গুনাহ যার জন্য শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে বা যার ব্যাপারে জাহান্নাম, অভিশাপ কিংবা আল্লাহর ক্রোধের হুঁশিয়ারি এসেছে— যেমন শিরক, জাদু, হত্যা, সুদ ও হারাম ভক্ষণ। আল্লাহ বলেন, যারা কবিরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে (সূরা শুরা: ৩৭)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ আল্লাহর সাথে শরিক করা, এরপর সন্তান হত্যা করা, এরপর প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা (সহিহ বুখারি: ৬৮৬১, সহিহ মুসলিম: ৮৬)। উল্লেখ্য, খালেস অন্তরে তওবা ছাড়া কবিরা গুনাহ মাফ হয় না।

সগিরা গুনাহ হলো কবিরা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ, যা বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, তোমরা কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে আমি তোমাদের ছোট গুনাহ মার্জনা করে দেব (সূরা নিসা: ৩১)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জুমা থেকে জুমা এবং রমজান থেকে রমজান তাদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়, যদি কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা যায় (সহিহ মুসলিম: ২৩৩)। তবে ছোট গুনাহকেও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়— নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ছোট ছোট গুনাহ থেকে সাবধান থাকো, কেননা তা জমতে জমতে মানুষকে ধ্বংস করে দেয় (মুসনাদে আহমাদ: ২২৮৬০)।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ গুনাহের আরও চারটি প্রকার উল্লেখ করেছেন— মালাকিয়া (রবুবিয়াতের গুণাবলি দাবি করা, যা মূলত শিরক), শায়তানিয়া (হিংসা, ষড়যন্ত্র ও বিদআত), সাবুইয়া (বাড়াবাড়ি, ক্রোধ ও নির্যাতন) এবং বাহিমিয়া (পশুসুলভ কামনা যা ব্যভিচার ও চৌর্যবৃত্তির জন্ম দেয়)।

গুনাহের স্তরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ শিরক ও কুফর, যা তওবা ছাড়া ক্ষমাযোগ্য নয়। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরককে ক্ষমা করেন না, এর নিচের পর্যায়ের গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন (সূরা নিসা: ৪৮)। কুফর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, যে ঈমানের বদলে কুফরি করে তার আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় (সূরা মায়েদা: ৫)। এরপরের স্তর হলো কুফরির পর্যায়ভুক্ত নয় এমন বিদআত, যেমন আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত ভিত্তিহীন কথা আরোপ করা (সূরা আরাফ: ৩৩)।

পাপাচার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পাপের মধ্যে রয়েছে জিহ্বার পাপ (মিথ্যা, গিবত), চোখের পাপ (নিষিদ্ধ

> পাপাচারের বিভিন্ন স্তর ও কারণ বোঝা প্রতিটি মুমিনের জন্য অত্যন্ত জরুরি, যাতে সে ছোট গুনাহকেও তুচ্ছ না ভেবে সতর্ক থাকতে পারে এবং তা কবিরায় রূপান্তরিত হওয়ার আগেই তওবার মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে পারে।

দৃষ্টি), কানের পাপ (হারাম শ্রবণ), হাতের পাপ (চুরি, অন্যায় আঘাত), পায়ের পাপ (নিষিদ্ধ স্থানে গমন) এবং লজ্জাস্থানের পাপ (ব্যভিচার)। অন্তরের পাপের মধ্যে রয়েছে অহংকার, হিংসা, শত্রুতা ও রিয়া। এছাড়া পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান ও প্রতিবেশীর হক আদায়ে কমতি করা, আল্লাহর আনুগত্যে অবহেলা করা এবং নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করাও পাপের অন্যতম ক্ষেত্র। আল্লাহ বলেন, তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলে আমি আরও বৃদ্ধি করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর (সূরা ইবরাহিম: ৭)।

সগিরা গুনাহ কখনো কখনো কবিরায় রূপান্তরিত হয়। প্রথম কারণ গুনাহের পুনরাবৃত্তি— ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ক্ষমা প্রার্থনার সাথে কোনো গুনাহ কবিরা থাকে না, আর বারবার করলে সগিরাও সগিরা থাকে না (মুসনাদুশ শিহাব)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা জেনেশুনে বারবার অন্যায় করতে থাকে (মুসনাদে আহমাদ: ৬৫৪১)। দ্বিতীয় কারণ গুনাহ করার পর তা প্রকাশ করা— আল্লাহ বলেন, আল্লাহ মন্দ কথা প্রকাশ পছন্দ করেন না, তবে যে অত্যাচারিত হয় তার কথা ভিন্ন (সূরা নিসা: ১৪৮)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের সবাইকে ক্ষমা করা হবে, তবে যারা প্রকাশ্যে গুনাহ করে বেড়ায় তাদের নয় (সহিহ বুখারি: ৬০৬৯, সহিহ মুসলিম: ২৯৯০)।

তৃতীয় কারণ গুনাহকে তুচ্ছ মনে করা— বিলাল ইবনে সাদ বলেন, গুনাহের ছোট-বড় নয়, বরং কার অবাধ্যতা করছ তা দেখো। ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুমিন তার গুনাহকে পাহাড়ের মতো ভারী মনে করে, আর পাপিষ্ঠ তার গুনাহকে নাকের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া মাছির মতো মনে করে (সহিহ বুখারি: ৬৩০৮, তিরমিযি: ২৪৯৭)। চতুর্থ কারণ সগিরা গুনাহকারীর অনুসরণীয় হওয়া— নবীজির স্ত্রীদের গুনাহ দ্বিগুণ শাস্তির কথা বলে আল্লাহ এই নীতিই স্পষ্ট করেছেন, কেননা তারা মুমিনাদের জন্য অনুসরণীয় (সূরা আহযাব: ৩০)।

তবে গুনাহ গোপন রাখলে আল্লাহ তা ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দাকে নিজের কাছাকাছি টেনে নিয়ে তার গুনাহ স্বীকার করিয়ে বলবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার এসব গোপন রেখেছিলাম, আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম (সহিহ বুখারি: ৬০৭০, ৭৫১৪)।

পাপাচারের বিভিন্ন স্তর ও কারণ বোঝা প্রতিটি মুমিনের জন্য অত্যন্ত জরুরি, যাতে সে ছোট গুনাহকেও তুচ্ছ না ভেবে সতর্ক থাকতে পারে এবং তা কবিরায় রূপান্তরিত হওয়ার আগেই তওবার মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে পাপাচার থেকে হেফাজত করুন এবং তাঁর আনুগত্যের তাওফিক দান করুন। আমীন।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

মিশিগান কী আমেরিকার রাজনীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শরতে লাল, কমলা আর হলুদ পাতার ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে মনে হয়, ডেট্রয়েটের প্রকৌশলীরা গাড়ি বানিয়েছিলেন। প্রকৃতি যে তাঁদের চেয়েও বড় নকশাকার।

মিশিগান রাজ্যের আরেকটি বড় অধ্যায় অভিবাসনের। একসময় ইউরোপ থেকে আসা শ্রমিকেরা ডেট্রয়েটের কারখানায় ঘাম ঝরিয়েছেন। পরে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার অভিবাসীরা এসে রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেহারা বদলে দিয়েছেন। সবচেয়ে দৃশ্যমান উদাহরণ ডিয়ারবর্ন। যেখানে আমেরিকার পুরোনো শিল্পসভ্যতা আর নতুন অভিবাসী আমেরিকা পাশাপাশি হাঁটে।

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প ডিয়ারবর্নে জিতেছিলেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের বরাতে যা ২০০০ সালের পর কোনো রিপাবলিকান প্রার্থীর প্রথম জয় বলে বলা হয়। গাজা ও মধ্যপ্রাচ্যনীতি নিয়ে হতাশ আরব-আমেরিকান ভোটারদের একটি অংশ সেবার ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। বার্তাটি স্পষ্ট ছিল: মিশিগানের মুসলিম ও আরব-আমেরিকান ভোটাররা আর কোনো দলের স্থায়ী সম্পত্তি নন। পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০২৩–২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, মুসলিম আমেরিকানদের ৫৩ শতাংশ ডেমোক্র্যাটদের দিকে ঝুঁকেন। ৪২ শতাংশ রিপাবলিকানদের দিকে, ফলে ব্যবধান আগের চেয়ে অনেক সংকীর্ণ।

এই পরিবর্তনের সবচেয়ে নাটকীয় প্রতীক এখন আবদুল এল-সাইয়েদ। সাবেক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এই প্রগতিশীল মুসলিম ডেমোক্র্যাট ৫ আগস্ট ২০২৬ সালে অত্যন্ত অল্প ব্যবধানে প্রাইমারিতে কংগ্রেসওম্যান হ্যালি স্টিভেন্সকে হারিয়ে সিনেট মনোনয়ন জিতেছেন। নভেম্বরে জিতলে তিনিই হবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম সিনেটর। তাঁর জয় মুসলিম, আরব, তরুণ ও প্রগতিশীল ভোটারদের বাড়তে থাকা রাজনৈতিক ওজনেরও এক বড় সংকেত। কিন্তু সেই জয়ের পরপরই শুরু হয়েছে আক্রমণ।

রিপাবলিকানরা তাঁর পূর্ণ নাম 'আবদুর রহমান মোহাম্মদ এল-সাইয়েদ' ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন ছেড়েছে। তাঁকে 'সবচেয়ে উগ্রপন্থী' প্রার্থী বলেছে। কেউ কেউ সন্ত্রাসবাদের সঙ্গেও জুড়ে দিয়েছেন। যদিও এসব দাবির পক্ষে প্রমাণ হাজির করা হয়নি। এল-সাইয়েদের নিজের জবাব ছিল, তিনি সারা জীবন মিশিগানে 'আবদুল' হয়েই বড় হয়েছেন। এই রাজ্য আবদুল হওয়ার জন্য পৃথিবীর সেরা জায়গা।

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব অর্গানাইজড হেইটের হিসাবের বরাতে টাথআউটের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাইমারির পর মুসলিমবিরোধী পোস্ট বেড়েছে বিশগুণ। মিশিগানের একটি জরিপে ৫৭.২ শতাংশ ভোটার বলেছেন, গত দুই বছরে মুসলিম আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ইসলামোফোবিয়া বেড়েছে, ৫৮.৭ শতাংশ বলেছেন ইহুদিবিদ্বেষও বেড়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয় পরিচয় আর রাজনীতির সংঘাত এখানে নির্বাচনী প্রচারের ভাষা পেরিয়ে মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে উঠছে।

এই রাজ্যের ভোটারকে তাই এক বাক্যে বোঝা কঠিন। যিনি সকালে গাড়ির কারখানায় কাজ করেন, বিকেলে মসজিদে যান আর সন্ধ্যায় সন্তানের স্কুলের খবর নেন। নির্বাচনের দিন তিনি দুই দলের প্রতিশ্রুতিরই হিসাব করেন। মিশিগান তাই আমেরিকার 'পার্পল স্টেট'গুলোর এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। যেখানে নীল আর লাল দুই রঙেরই শক্তি আছে।

২০১৬ সালে রাজ্যটি অল্প ব্যবধানে ট্রাম্পকে বেছে নেয়। ২০২০ সালে যায় জো বাইডেনের দিকে, আর ২০২৪ সালে আবার ট্রাম্পের দিকে। এবারের সিনেট লড়াইয়ে এল-সাইয়েদের সামনে রিপাবলিকান প্রার্থী সাবেক কংগ্রেস সদস্য মাইক রজার্স। জরিপগুলো বলছে প্রতিযোগিতা প্রায় সমানে সমান। মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির সমীক্ষায় (১০–২০ আগস্ট) নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে এল-সাইয়েদ ৪৮–৪৪ শতাংশে এগিয়ে। এমারসন কলেজের ১২–১৪ সেপ্টেম্বরের জরিপে ৪৮–৪৬। ম্যারিস্ট পোলের ২৪–২৭ সেপ্টেম্বরের জরিপে নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে ৫১–৪৪। ফক্স নিউজের ২৪–২৮ সেপ্টেম্বরের জরিপে সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে মাত্র ৫০–৪৯। ফক্সের জরিপ আরও জানাচ্ছে, আগস্টে যেখানে রজার্স চার পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন, সেখানে এখন চিত্র উল্টে গেছে।

গভর্নরের দৌড়ে ডেমোক্র্যাট জসলিন বেনসন প্রতিটি জরিপেই রিপাবলিকান জন জেমসের চেয়ে তুলনামূলক বেশি ব্যবধানে এগিয়ে আছেন। তবু মিশিগানের ভোটাররা শেষ মুহূর্তে মত বদলাতে পারেন। ২০২৪ সাল তা দেখিয়েছে, আর অর্থনীতি, জীবনযাত্রার ব্যয়, অভিবাসন, গাজা ও মধ্যপ্রাচ্যনীতি এবং ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকাণ্ড সবই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত ঘুরিয়ে দিতে পারে।

দুই দলের সামনেই তাই কঠিন প্রশ্ন। ডেমোক্র্যাটরা কি শ্রমিক শ্রেণির পুরোনো ভোটার, কৃষ্ণাঙ্গ ভোটার, তরুণ প্রগতিশীল, মুসলিম ও আরব-আমেরিকান ভোটার এবং শহরতলির মধ্যপন্থীদের একই ছাতার নিচে ধরে রাখতে পারবেন? রিপাবলিকানদের জন্য ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসননীতি ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধের রাজনীতি যেমন একটি অংশকে উজ্জীবিত করে। তেমনি অন্য অংশকে দূরে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকিও তৈরি করে। মিশিগানের রাজনীতি তাই অনেকটা ডেট্রয়েটের গাড়ির মতো: ইঞ্জিন শক্তিশালী, স্টিয়ারিংও হাতের কাছে, কিন্তু রাস্তা সবসময় সোজা নয়।

শরতের পাতা এখানে কথা বলে, কারখানার চিমনিও বলে, মসজিদের আজান আর ইউনিয়নের পুরোনো স্মৃতিও বলে। নির্বাচনের মৌসুমে সবাই কথা বলে, কিন্তু শেষ কথাটা বলে কেবল ভোটের বাক্স। প্রশ্ন হলো, সেই বাক্স থেকে যে উত্তর বেরোবে, তা কি শুধু একটি রাজ্যের নয়, একটি বদলে যাওয়া আমেরিকার ভবিষ্যৎই বলে দেবে?

ক্ষমতার দাঁড়িপাল্লা কি সত্যিই হেলছে?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'ওয়াশিংটনের ক্ষমতার ভারসাম্যে কোনো বদল আসবে কি না' নয়; প্রশ্ন হলো, সেই বদল কতটা গভীর হবে, কোন চেম্বারে ঘটবে, এবং ক্ষমতার নতুন বিন্যাসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের বাকি দুই বছর কেমন কাটবে।

পটভূমিটা আগে মনে করা যাক। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউসে ফিরলেন, তাঁর অনুমোদনের হার ছিল পঞ্চাশের কোঠায়। আজ সেই সংখ্যাটা ঠেকেছে উনচল্লিশে। এনবিসি নিউজের পোলিং গড়ে তাঁর সমর্থন ৩৯ শতাংশ, অসমর্থন ৫৯; সিলভার বুলেটিনের গড়ে সমর্থন ৩৭.৪ শতাংশ, যা দ্বিতীয় মেয়াদে তাঁর সর্বনিম্ন। মার্কেট ল স্কুলের জরিপে ৪০-৬০। ওহাইওতে নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনার সাম্প্রতিক জরিপে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ৩৮ শতাংশে। ৬০ শতাংশ অসমর্থনের মুখে।

আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের পুরোনো সূত্র হলো, হোয়াইট হাউসের বাসিন্দার দল প্রায় সব সময়ই হারে। মূল বাসিন্দার জনপ্রিয়তা যত তলানিতে নামে, হারের মাত্রা তত বাড়ে। কিন্তু এবার একটা তির্যক সূক্ষ্মতাও আছে। সাধারণ কংগ্রেসনাল ব্যালটে ডেমোক্র্যাটদের এগিয়ে থাকার ব্যবধান আগস্টে এমারসন কলেজের জরিপে নেমে এসেছে ৭.৭ পয়েন্টে, জুলাইয়ে যা ছিল ১১.৪; রিয়েলক্লিয়ারপলিটিক্সের গড়ে সেপ্টেম্বরের শুরুতে ব্যবধান ছিল ৫.৮।

২০১৮ সালে ট্রাম্পের প্রথম মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ডেমোক্র্যাটদের লিড ছিল আরও জোরালো। এবার ট্রাম্প অজনপ্রিয় হলেও ডেমোক্র্যাটরা নিজেদের ভাবমূর্তির সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অর্থাৎ ভোটারের রাগটা যতটা ডেমোক্র্যাটদের প্রতি ভালোবাসা থেকে, তার চেয়ে বেশি ট্রাম্পের প্রতি বিরক্তি থেকে।

প্রতিনিধি পরিষদের লড়াইয়ের আসল নাটক ঘটেছে ব্যালটের আগেই, মানচিত্রের টেবিলে। ২০২৫ সালের আগস্টে ট্রাম্পের তাগিদে টেক্সাস রিপাবলিকানরা নতুন মানচিত্র আঁকলেন, লক্ষ্য পাঁচটি বাড়তি আসন। জবাবে ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটরা গভর্নর নিউজমের নেতৃত্বে গণভোটে গেলেন।

গত নভেম্বরে প্রায় ৬৪ শতাংশ ভোটে পাশ হওয়া সেই মানচিত্র ডেমোক্র্যাটদের পাঁচটি আসনের সম্ভাবনা দিল। মিসৌরি, নর্থ ক্যারোলাইনা ও ওহাইও যোগ করল আরও চারটি রিপাবলিকান-ঘেঁষা আসন; ফ্লোরিডা এপ্রিলে যোগ করল আরও চারটি। এরপর ২৯ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট ৬-৩ রায়ে লুইজিয়ানা বনাম কালাইস মামলায় ভোটাধিকার আইনের দ্বিতীয় ধারাকে এমনভাবে সংকুচিত করল যে বিচারপতি এলিনা কেগান লিখলেন, ধারাটি কার্যত 'মৃত অক্ষর'। তার পরপরই লুইজিয়ানা, টেনেসি ও আলাবামায় রিপাবলিকানরা কৃষ্ণাঙ্গ-সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনগুলো ভাঙার তোড়জোড় শুরু করলেন।

ডেমোক্র্যাটদের পাল্টা চালটি অবশ্য মুখ থুবড়ে পড়েছে: ভার্জিনিয়ার ভোটাররা এপ্রিলের গণভোটে মধ্যবর্তী পুনর্বিন্যাসের পক্ষে রায় দিলেও (প্রায় ৫১.৬ শতাংশ ভোটে) রাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট মে মাসে সেই সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করেছে, ফলে পুরোনো মানচিত্রই বহাল। রিপাবলিকানদের নিট লাভ কত, তা নিয়ে হিসাবের গরমিল আছে। বিভিন্ন ট্র্যাকার ও বিশ্লেষণে সংখ্যাটা আট থেকে বারোর মধ্যে ঘুরছে, আর বেশ কিছু মানচিত্র এখনো আদালতের কাঠগড়ায়। ট্রাম্প নিজে দাবি করেছিলেন, কালাইস-পরবর্তী পুনর্বিন্যাসে রিপাবলিকানরা কুড়িটিরও বেশি আসন পাবে। সেই হিসাব বাস্তবে মেলেনি।

আশ্চর্যের কথা হলো, এত কারসাজির পরও পূর্বাভাসগুলো ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে। পোলিওয়েভের মডেলে ডেমোক্র্যাটরা ২২৩-২১২ আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে (জয়ের জন্য দরকার ২১৮)। ডিসিশন ডেস্কের তালিকায় 'টস-আপ' আসনের মধ্যে আছে পেনসিলভানিয়ার ৮, ওহাইওর ৭, নর্থ ক্যারোলাইনার ১ ও ১১, টেক্সাসের ১৫ ও ৩৫, আইওয়ার ২, মিশিগানের ১০ এবং নিউইয়র্কের ১৭ নম্বর ডিসট্রিক্ট।

রাজনৈতিক ভাষ্যকার এড কিলগোর মে মাসেই যুক্তি দিয়েছিলেন, ডেমোক্র্যাটদের জরিপ-লিড শেষ পর্যন্ত রিপাবলিকানদের গেরিম্যান্ডারিংয়ের সুবিধাকে ছাপিয়ে যাবে। পাঁচ মাস পর অন্তত অধিকাংশ পূর্বাভাসদাতা তাঁর পক্ষেই দাঁড়িয়ে আছেন। তবে 'অধিকাংশ' মানে 'সবাই' নয়। ২৪ শতাংশ সম্ভাবনার ফাঁক দিয়ে মাইক জনসনের স্পিকারশিপ বেঁচে যেতেও পারে।

সিনেটের চড়াইটা অনেক খাড়া। বর্তমান ৫৩-৪৭ বিন্যাসে (দুই স্বতন্ত্র সদস্য ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে) ডেমোক্র্যাটদের চাই নিট চারটি আসন। কারণ ৫০-৫০ হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্সের টাই-ভাঙা ভোটে রিপাবলিকানরাই থাকবে। লড়াই চলছে ৩৫টি আসনে, যার তেইশটি রিপাবলিকানদের হাতে। সবচেয়ে সম্ভাবনাময় নর্থ ক্যারোলাইনা। যেখানে থম টিলিস অবসরে যাওয়ায় সাবেক গভর্নর রয় কুপার রিপাবলিকান মাইকেল হোয়াটলির বিরুদ্ধে গড়ে প্রায় নয় পয়েন্টে এগিয়ে। ওহাইওর বিশেষ নির্বাচনে শ্যারড ব্রাউন সিনেটর জন হাস্টেডকে চ্যালেঞ্জ করছেন। গড়ে তিন পয়েন্টের কিছু বেশি লিডে।

টেক্সাসে প্রাইমারিতে সিনেটর কর্নিনকে হারিয়ে আসা কেন প্যাক্সটনের মুখোমুখি ডেমোক্র্যাট জেমস তালারিকো। নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনার জরিপে ছয় পয়েন্টে এগিয়ে। আলাস্কায় মেরি পেলটোলা নিউইয়র্ক টাইমসের জরিপে সিনেটর ড্যান সালিভানের চেয়ে সাত পয়েন্টে এগিয়ে। যদিও অন্যান্য গড়ে ব্যবধান দুই পয়েন্টের কম। মেইনে সুসান কলিন্সের সামনে এখন ডেমোক্র্যাট ট্রয় জ্যাকসন, যিনি যৌন অসদাচরণের অভিযোগে বিপর্যস্ত গ্রাহাম প্লাটনারের জায়গায় এসেছেন। ব্যবধান প্রায় শূন্য, আর সিএনএনের তথ্য অনুযায়ী আগামী দশ দিনে তাঁদের চারটি বিতর্ক হবে।

আইওয়ায় অ্যাশলি হিনসন ও জশ তুরেক প্রায় সমান সমান। কানসাসে, যে রাজ্য চুরানব্বই বছর কোনো ডেমোক্র্যাটকে সিনেটে পাঠায়নি, জরিপ বলছে টাই। উল্টো পিঠে ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের ঘর সামলাতে হবে মিশিগান, জর্জিয়া ও নিউ হ্যাম্পশায়ারে, আর ইনসাইড ইলেকশনস অক্টোবরের শুরুতে মিশিগানকে 'টস-আপ' থেকে সরিয়ে রিপাবলিকানদের দিকে হেলানো হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফলে সিনেটের হিসাব সরু সুতোয় ঝুলছে। ডিসিশন ডেস্ক বলছে, দুই কক্ষই ডেমোক্র্যাটদের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা ৫৩ শতাংশ। ডেমোক্র্যাট হাউস ও রিপাবলিকান সিনেটের 'বিভক্ত' ফল ২৩ শতাংশ। অন্যদিকে পোলিওয়েভের মডেলে সিনেট ৪৯-৪৯-এর মতো এমন এক অচলাবস্থায় থামছে। যেখানে ভ্যান্সের ভোটই শেষ কথা। পূর্বাভাসদাতাদের এই মতভেদই সবচেয়ে সৎ সংবাদ: সিনেট এখনো কারও নয়।

তাহলে ক্ষমতার ভারসাম্য বদলালে ঠিক কী বদলাবে? প্রথমত, কমিটির সভাপতির চেয়ার, আর তার সঙ্গে সমন জারির ক্ষমতা। ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদ জিতলে ট্রাম্প, তাঁর পরিবার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক তদন্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে। হাকিম জেফরিস, যিনি স্পিকার হওয়ার সারিতে, ট্রাম্প-পরিবারের সম্পদবৃদ্ধিকে সামনে এনে 'দুর্নীতির মূল্য' চোকানোর কথা বলছেন। ইমপিচমেন্ট 'টেবিলের বাইরে নয়', তবে প্রগতিশীল শিবিরের চাপ সত্ত্বেও লক্ষ্য হিসেবে ক্যাবিনেটের লোকজনই বেশি সম্ভাব্য। কারণ সিনেটে দুই-তৃতীয়াংশ ছাড়া প্রেসিডেন্টকে অপসারণ অসম্ভব।

হোয়াইট হাউস যে সমন উপেক্ষা করবে, সেই আশঙ্কাও ডেমোক্র্যাটরা করছেন। দ্বিতীয়ত, টাকার ক্ষমতা। কংগ্রেস সরকারি অর্থায়ন বাড়িয়ে রেখেছে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ওই তারিখের মধ্যে নতুন সরকার-তহবিল বিল না হলে আবারও শাটডাউন ঘনাবে, আর এই কংগ্রেসের আমলেই আমেরিকা দেখেছে ৪৩ দিনের রেকর্ড শাটডাউন। তারপর হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তরের ৭৬ দিনের আরেকটি, যা শেষ হয়েছে এপ্রিলে।

নির্বাচনে জিতলে ডেমোক্র্যাটরা ডিসেম্বরের দরকষাকষিতে ধীরে চলার প্রলোভনে পড়বেন। ২০১৮ সালে ডেমোক্র্যাটরা হাউস জেতার পর ডিসেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত গড়ানো শাটডাউন সেই ইতিহাসের সাক্ষী। তৃতীয়ত, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ক্ষমতার বদল হবে প্রধানত আটকে দেওয়ার। গড়ে তোলার নয়। ট্রাম্পের ভেটো আর সিনেটের নিয়ম মিলিয়ে ডেমোক্র্যাটদের হাউস আইন পাশ করে ফেলতে পারবে না। কিন্তু রিপাবলিকানদের এজেন্ডা, যেমন ইরান যুদ্ধের তহবিল বা সদ্য স্থগিত থাকা ক্রিপ্টোকারেন্সি বিল, তা-ও আর সহজে পার পাবে না। যদি সিনেটও ডেমোক্র্যাটদের হাতে যায়, তাহলে বিচারক ও ক্যাবিনেট কর্মকর্তাদের নিয়োগ-অনুমোদনের চাবিকাঠিও চলে যাবে তাদের হাতে, যেটা বদলের মাত্রাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে নিয়ে যাবে।

অভিবাসন-প্রশাসনের নীতি বদলানোর ক্ষমতা কংগ্রেসের নেই, সেটা এক্সিকিউটিভ শাখার হাতে। কিন্তু অভিবাসন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের বাজেট, নজরদারি-শুনানি আর আইসিই-র কার্যক্রমের ওপর চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তরের ৭৬ দিনের শাটডাউন দেখিয়েছে, ডেমোক্র্যাটরা এই লড়াইয়ে কতদূর যেতে প্রস্তুত। হাউস হাতবদল হলে সেই চাপ শুধু বাড়বে। যদিও তাতে ডিপোর্টেশন আপনাআপনি থেমে যাবে না। এই পার্থক্যটা পাঠকের কাছে স্পষ্ট থাকা ভালো, কারণ নির্বাচনী মরসুমে আশার দাম প্রায়ই প্রতিশ্রুতির চেয়েও বেশি দেওয়া হয়।

সব পূর্বাভাসের গায়েই অবশ্য 'যদি' নামের ছোট অক্ষরের সতর্কবার্তা লেগে থাকে। জরিপ আবারও ভুল করলে সেই ভুল যে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষেই যাবে, তা ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। ভোটদানের হার, মানচিত্র নিয়ে আদালতের শেষ মুহূর্তের রায়, ট্রাম্পের নিজস্ব রাজনৈতিক চাপ—সবই অনিশ্চয়তার উপাদান। ডেমোক্র্যাটদের জন্য আরেকটি অস্বস্তিকর সত্য হলো, জয় এলেও সেটা আসবে জনসমর্থন বাড়িয়ে নয়, বরং প্রেসিডেন্টের প্রতি বিরক্তির ধার ধরে। এ ধরনের জয়ে ম্যান্ডেট যত সংকীর্ণ, দায়িত্ব তত দীর্ঘ।

যে ব্যবস্থায় ভোটাররা নেতা বাছাই করার আগেই নেতারা ভোটার বাছাই করে ফেলেন, যেখানে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের একটি রায় রাতারাতি কয়েকটি রাজ্যের মানচিত্র বদলে দেয়, সেখানে ৩ নভেম্বরের ব্যালট আসলে কার কণ্ঠ? এই নির্বাচনে ক্ষমতার ভারসাম্য সত্যিই হেলবে কি না, তার উত্তর দেবে আমেরিকার ভোটাররা। কিন্তু ভারসাম্য বলতে আমরা আসলে কী বুঝি, দাঁড়িপাল্লা, না যে হাত দাঁড়িপাল্লা ধরে আছে সেই হাত, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় রয়ে যাবে আমাদের সবারই।

ক্রিস্টা পাইক: মৃত্যুদণ্ডের শেষ মুহূর্তে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেপ্টেম্বর নয়। যেতে হয় ১৯৯৫ সালের ১২ জানুয়ারির সেই রাতে। নক্সভিলের জব কর্পস-এর ক্যাম্পাসে পরিচয় হয়েছিল ১৮ বছরের ক্রিস্টা পাইক এবং ১৯ বছরের কোলিন স্লেমারের। পাইক এসেছিলেন পশ্চিম ভার্জিনিয়া থেকে। স্লেমার ফ্লোরিডা থেকে। দুজনেরই সামনে ছিল জীবন। বয়স এমন, যখন ভবিষ্যৎ মানে অনেকগুলো সম্ভাবনা—কোনো শেষ অধ্যায় নয়।

কিন্তু সেই রাতে স্লেমারের জন্য ভবিষ্যৎ বলে আর কিছু থাকেনি। প্রসিকিউশনের ভাষ্য অনুযায়ী, পাইকের মনে সন্দেহ জন্মেছিল—স্লেমার তাঁর প্রেমিক তাদারিল শিপের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করছেন। সেই সন্দেহ, ঈর্ষা এবং প্রতিশোধের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত স্লেমারকে একটি নির্জন এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ এতটাই নৃশংস যে তা পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। তাঁর তারুণ্যের সেই জীবন আর ফিরে আসেনি।

পাইক ধরা পড়লেন। বিচার হলো। জুরি তিন ঘণ্টারও কম সময়ে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করল। ১৯৯৬ সালের মার্চে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। শিপ পেলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আর শ্যাডোলা পিটারসন প্রসিকিউশনের সঙ্গে সহযোগিতা করে প্রবেশন পান।

প্রায় ত্রিশ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর আইনজীবীরা বারবার বলেছেন, তাঁর শৈশব ছিল নির্যাতন, ট্রমা ও অস্থিরতায় ভরা। তাঁরা দাবি করেছেন, শাস্তি নির্ধারণের সময় এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জুরির সামনে যথেষ্টভাবে আসেনি। আরও বলেছেন, বিচার শুরুর আগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের একটি সম্ভাব্য সমঝোতার কথাও উঠেছিল, কিন্তু তা যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। অন্যদিকে, কারাগারে থাকাকালীন পাইক নিজেও আরেক বন্দিকে শ্বাসরোধ করার চেষ্টায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং অতিরিক্ত ২৫ বছরের সাজা পেয়েছিলেন।

অর্থাৎ গল্পটি সাদা-কালো নয়। একদিকে একজন তরুণীকে নির্মমভাবে হত্যা করার দায়ে দণ্ডিত একজন নারী। অন্যদিকে, সেই অপরাধের বহু বছর পর নিজের অতীত নিয়ে অনুতপ্ত ও পরিবর্তিত হওয়ার দাবি করা একজন বৃদ্ধতর মানুষ। একটি সত্য অন্যটিকে মুছে দেয় না। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ টেনেসি সুপ্রিম কোর্ট পাইকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের তারিখ ঠিক করেছিল—৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আইনি লড়াই চলেছে। ২২৬ পৃষ্ঠার ক্লেমেন্সি আবেদন করা হলো। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরাও তাঁর দীর্ঘ একাকী কারাবাস ও নির্যাতনমূলক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। কিন্তু ২৮ সেপ্টেম্বর গভর্নর বিল লি তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন।

রাষ্ট্র বলল—সাজা বহাল থাকবে। কিন্তু তখন আরেকটি অস্বস্তিকর ঘটনা সামনে। এই বছরই টেনেসিতে টনি ক্যারুথার্সের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে শিরায় প্রবেশের পথ খুঁজে না পাওয়ায় সেই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হয়েছিল। ফলে পাইকের দিনটি যত এগিয়ে আসছিল, ততই প্রশ্ন উঠছিল—রাষ্ট্র কি এবার প্রস্তুত?

রাষ্ট্রের উত্তর ছিল—হ্যাঁ। গত ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু ঠিক এক ঘণ্টা আগে ষষ্ঠ সার্কিট আপিল আদালত নতুন একটি আবেদন বিবেচনা করতে সাময়িক স্থগিতাদেশ দেয়। কয়েক ঘণ্টা পর মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট সেই স্থগিতাদেশ তুলে নেয়।

দরজা আবার খুলে গেল। সন্ধ্যার পর মৃত্যুকক্ষ প্রস্তুত হলো। তারপর সেই অদ্ভুত দৃশ্য। দুই ডোজ ওষুধ দেওয়া হলো। তবু মানুষটি বেঁচে রইলেন। কারাগার কর্তৃপক্ষ বলল, নির্ধারিত প্রটোকলের প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। প্রটোকলে অতিরিক্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগও ছিল না। কিন্তু একটি প্রটোকল যখন জীবন্ত মানুষের নিঃশ্বাসের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন প্রশ্নটা শুধু প্রটোকলের থাকে না।

পাইককে হাসপাতালে নেওয়া হলো। কয়েকদিন তিনি অচেতন ছিলেন, ভেন্টিলেটরে ছিলেন। তাঁর আইনজীবীরা বলেছিলেন, তিনি গুরুতর অবস্থায় আছেন। আর ৬ অক্টোবর এসে তাঁরা জানালেন—ক্রিস্টা পাইক এখন সচেতন এবং কথা বলছেন। তাঁর দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক অবস্থার পূর্বাভাস অবশ্য এখনও পরিষ্কার নয়। এর মধ্যে টেনেসির গভর্নর বছরের বাকি সময়ের সব মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করেছেন এবং পুরো ঘটনার একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যে রাজ্যের কারেকশন ডিপার্টম্যান্টের কমিশনার ফ্রাঙ্ক স্ট্রাডাও পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। রাষ্ট্রের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশাসনিক ব্যর্থতা।কিন্তু প্রশ্নটি তার চেয়েও বড়।

মৃত্যুদণ্ডের উদ্দেশ্য যদি হয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত ও আইনসম্মত মৃত্যু নিশ্চিত করা, তাহলে সেই মৃত্যুও যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়—তখন রাষ্ট্রের হাতে কী থাকে? একটি ব্যর্থ ইনজেকশন? একজন জীবিত বন্দি? একটি স্বাধীন তদন্ত?

নাকি আরও গভীর কোনো প্রশ্ন?

কোলিন স্লেমারকে যখন হত্যা করা হয়েছিল, তখন তাঁর সামনে দ্বিতীয় কোনো সুযোগ ছিল না। তাঁর জীবন থেমে গিয়েছিল সেখানেই। সেই অপরাধের জন্য ক্রিস্টা পাইক প্রায় ত্রিশ বছর মৃত্যুর অপেক্ষায় থেকেছেন। এখন রাষ্ট্র নিজেই একটি দ্বিতীয় সুযোগের মুখোমুখি। এই দ্বিতীয় সুযোগ পাইকের জন্য নয়—রাষ্ট্রের নিজের জন্য।

একজন মানুষকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্র নিতে পারে—আইন তাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি যখন ব্যর্থ হয়, তখন প্রশ্নটি শুধু এই নয় যে, "কোথায় ভুল হয়েছিল?" আরও বড় প্রশ্নটি হলো—একটি রাষ্ট্র যখন একটি জীবন শেষ করতে চায়, তখন তার নিজের হাতে সেই জীবন শেষ করার কতটা নিশ্চিততা থাকা উচিত? সেই নিশ্চিততা যদি না থাকে—তাহলে মৃত্যুদণ্ড কি শুধু একটি সাজা, নাকি রাষ্ট্রের নিজের কাছেও একটি অসমাপ্ত প্রশ্ন?

ইমরান-কণা-ঝিলিকের গানে নিউইয়র্কে সুরের মূর্ছনা

অভিজিৎ দে

দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে থেকেও বাংলা গান আর চেনা সুরে যেন ফিরে এসেছিলেন শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিতে। নিউইয়র্কে এমনই এক নস্টালজিক সন্ধ্যা উপহার পেলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ইমরান মাহমুদুল, দিলশাদ নাহার কণা ও ঝিলিকের গানে মুখর হয়ে ওঠে লং আইল্যান্ড সিটির ইভানজেল ক্রিশ্চিয়ান সেন্টার।

গত ৩ অক্টোবর নিউইয়র্ক সিনিয়র ডে কেয়ারের সিইও মোহাম্মদ জাহিদ আলম প্রেজেন্টস 'দ্য বিউটিফুল লেডিস অব ইউএসএ'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ মিউজিক্যাল কনসার্ট 'অ্যান আনফরগেটেবল মিউজিক্যাল নাইট'। কানায় কানায় পূর্ণ অডিটোরিয়ামে গান, নৃত্য ও আড্ডায় তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।

শুরুতেই মঞ্চে আসেন কণ্ঠশিল্পী ঝিলিক। রবীন্দ্রসংগীত 'পুরানো সেই দিনের কথা' দিয়ে পরিবেশনা শুরু করে তিনি সাবিনা ইয়াসমিন ও রুনা লায়লার জনপ্রিয় গানসহ বিভিন্ন ক্লাসিক ও লোকগান পরিবেশন করেন। এরপর 'ফিউশন ডান্স ট্রুপ ইউএসএ'র নৃত্য পরিবেশনা দর্শকদের বাড়তি আনন্দ দেয়।

ইমরান মাহমুদুল তাঁর জনপ্রিয় গান 'তুই কি আমার হবি রে', 'এ জীবনে যারে চেয়েছি' ও 'কন্যা কন্যা কন্যারে'সহ বিভিন্ন গান পরিবেশন করেন। শেষ পর্বে কণা 'ধিন তা না', 'বৈশাখী বিকেল বেলা', 'রেশমি চুড়ি', 'কন্যা রে' ও 'যে ছিল দৃষ্টির সীমানায়'সহ জনপ্রিয় গান গেয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন।

এর আগে, আয়োজক সিলভি আকন্দ ও নাদিয়া চৌধুরীর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শারমীন সিরাজ সোনিয়ার সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উৎসব ডট কমের প্রেসিডেন্ট ও সিইও রায়হান জামান, অ্যাটর্নি অ্যাট লার্জ মঈন চৌধুরীসহ সংগীতপ্রিয় প্রবাসীরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা বলেন, ব্যস্ত জীবনের মাঝে এমন আয়োজন তাদের দেশীয় সংস্কৃতি ও শেকড়ের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। ভবিষ্যতেও তারা এমন আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দেশে ফিরে নেতৃত্ব উন্নয়ন ও সামাজিক কাজে যুক্ত হতে চান ড. গোলাম রাব্বানী নয়ন বাঙালি

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশন শেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে একান্তে কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বরেণ্য প্রবাসী বাংলাদেশি, স্কুল অব লিডারশিপ ও বাঙালির পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা ড. গোলাম রাব্বানী নয়ন বাঙালি। ওই সময়ে প্রধানমন্ত্রী তাকে দেশে ফিরে নেতৃত্ব উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

সম্প্রতি এ বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে ড. গোলাম রাব্বানী নয়ন তার নেতৃত্ব উন্নয়ন, ইস্যুভিত্তিক রাজনীতি, গ্রামীণ বিরোধ নিষ্পত্তি এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে তার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নেতৃত্ব শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তি জীবন, পরিবার, সমাজ ও পেশাগত জীবনেও নেতৃত্বের প্রয়োজন রয়েছে। অনেক মেধাবী ও উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো ফলাফল করেও নেতৃত্বের ঘাটতির কারণে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেন না। তার মতে, নেতৃত্ব সবার মধ্যে জন্মগতভাবে থাকে না; ধীরে ধীরে তা তৈরি করতে হয়। এ জন্য পেশাগত নেতৃত্ব, শিক্ষাগত নেতৃত্ব, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বকে আলাদা কম্পোনেন্ট হিসেবে বিবেচনা করে কাজ করা প্রয়োজন।

ড. গোলাম রাব্বানী বলেন, তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে 'পলিটিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্কার' তৈরির ওপর গুরুত্ব দিতে চান। তার ভাষায়, এর অর্থ হলো ইস্যুভিত্তিক রাজনীতি। কোনো রাজনৈতিক কর্মী যদি পরিবেশবিষয়ক দায়িত্বে থাকেন, তাহলে তাকে পরিবেশ সম্পর্কে জানতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করতে হবে। একইভাবে শিক্ষা বিষয়ক দায়িত্বে থাকা

ব্যক্তিকে শিক্ষা খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক নেতৃত্বে ইস্যুভিত্তিক দায়িত্ব ও জ্ঞান তৈরি হলে রাজনৈতিক সংস্কারের পথও আরও শক্তিশালী হবে। রাজনীতিতে নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন।

গ্রামীণ বিরোধ ও সামাজিক সংঘাত প্রসঙ্গে ড. রাব্বানীবলেন, দেশে গ্রাম থেকে পরিবার—বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের বিরোধ রয়েছে। এসব বিরোধ সমাধানে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

ভিলেজ কোর্ট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশে ভিলেজ কোর্ট ব্যবস্থা রয়েছে, তবে মাঠপর্যায়ে এ ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানুষ তৈরি করা প্রয়োজন। নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলে ভিলেজ কোর্টে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ভিন্নধারার একটি কার্যকর ভিলেজ কোর্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।

ড. গোলাম রাব্বানী 'চা ঘর' ধারণার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এটি শুধু চা খাওয়ার জায়গা নয়; বরং গ্রামীণ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, তথ্য আদান-প্রদান ও সামাজিক যোগাযোগের একটি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

তার ভাষায়, বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের টং দোকান বা চায়ের দোকান এক ধরনের সামাজিক নেটওয়ার্কিং সেল হিসেবে কাজ করে। সেখানে গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ নিয়মিত আড্ডা দেন এবং তথ্য বিনিময় করেন। এই বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সচেতনতা ও জনস্বার্থের বিভিন্ন তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

তিনি বলেন, একটি টং দোকানের মালিককে যদি যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করা যায়, তাহলে তিনি তার এলাকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারেন। এভাবে শতাধিক টং দোকানকে একটি নেটওয়ার্কে যুক্ত করা গেলে শতাধিক গ্রামের মানুষের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ তৈরি করা সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কথোপকথনের বিষয়ে জানতে চাইলে ড. গোলাম রাব্বানী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাকে দেশে ফিরে কাজ করার জন্য একাধিকবার বলেছেন। তিনি বলেন, দেশে ফেরার ক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক পরিচয় নয়, একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দর্শন ও কাজের দর্শন থাকা প্রয়োজন।

ড. গোলাম রাব্বানী বলেন, তিনি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী। তবে দেশে ফিরে তিনি নেতৃত্ব উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, ইস্যুভিত্তিক রাজনীতি ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের মতো বিষয়গুলোকে কাজের দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করতে চান। তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী তার পরিবারের সঙ্গেও দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানকে তিনি দেশে ফিরে মানুষের জন্য কাজ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখছেন।

নিউইয়র্কে আইজিপিডি ও ইউবিএমের যাত্রা শুরু

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাংক ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল পলিসি অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসির (আইজিপিডি) আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। একই অনুষ্ঠানে উম্মাহ বাংলা মিডিয়ার (ইউবিএম) আন্তর্জাতিক কার্যক্রমেরও উদ্বোধন করা হয়।

নতুন চিন্তা, গবেষণা, উদ্ভাবন, নীতি প্রণয়ন ও কূটনৈতিক কৌশল নিয়ে কাজের লক্ষ্যেই এ দুটি উদ্যোগের যাত্রা শুরু হয়। প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ থেকে আগত এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জুর উপস্থিতিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

দেশ, জাতি ও মানবতার শান্তি, কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আজিজুর রহমান।

আইজিপিডি একটি আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাংক ও নীতি গবেষণা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে শান্তি, নিরাপত্তা, মানবাধিকার, কৌশলগত অ্যাডভোকেসি, জোট গঠন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নীতি গবেষণা ও নীতি উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করবে।

প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নতুন মেধা ও চিন্তার বিকাশ, উদ্ভাবনী ধারণা তৈরি এবং ভবিষ্যৎমুখী নীতি ও কূটনৈতিক কৌশল প্রণয়ন। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের মেধা, পেশাগত অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ–যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, আইজিপিডি শুধু আলোচনা ও মতবিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। গবেষণা, নীতি প্রস্তাব, আন্তর্জাতিক অ্যাডভোকেসি, মানবাধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটির মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সেতুবন্ধ তৈরিতেও কাজ করবে।

ট্রাম্প থেকে দূরত্ব বাড়াচ্ছেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অবস্থান নিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, দলীয় নেতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কচ্ছেদ না করে তারা স্বতন্ত্র ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছেন। নীতিগত মতপার্থক্যই দূরত্ব তৈরির সবচেয়ে অভিন্ন ক্ষেত্র। ৬২টি আসনের মধ্যে ২৩টিতে এ ধরনের বিভাজন দেখা গেছে।

এর মধ্যে ১২টি নির্বাচনী লড়াইয়ে মতপার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু ইরান সংঘাত। এসব আসনে ঝুঁকিতে থাকা রিপাবলিকান প্রার্থীদের কেউ ট্রাম্পের যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা সীমিত করার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আবার কেউ প্রকাশ্যে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। এই সংঘাতের কারণে গ্যাসের দাম বেড়েছে এবং সাধারণ পরিবারের ওপর ব্যয়ের চাপও বেড়েছে। ডাটা সেন্টার নির্মাণও ট্রাম্প ও কিছু রিপাবলিকান প্রার্থীর মধ্যে মতপার্থক্যের একটি বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ আসনে এমন তিনজন প্রার্থীকে চিহ্নিত করেছে রয়টার্স। তারা ডাটা সেন্টার প্রকল্পের সমালোচনা করেছেন অথবা এসব প্রকল্পের গতি কমানোর চেষ্টা করেছেন। অথচ ট্রাম্প দ্রুত এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

এই পরিবর্তন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ গত এক দশকে ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টিকে নিজের রাজনৈতিক ভাবমূর্তির আদলে ঢেলে সাজিয়েছেন। তার বিরোধিতা করা আইনপ্রণেতা ও প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রাইমারি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করানো, ব্যক্তিগত আক্রমণ কিংবা প্রকাশ্যে দলীয় অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে চলার জন্য চাপ দেয়ার মতো পদক্ষেপ নিতেও তিনি দ্রুত সক্রিয় হয়েছেন। রয়টার্সের এই পর্যালোচনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র ডেভিস ইংল প্রশাসনের অর্জনের দিকে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প দলের 'নিঃসন্দেহ নেতা, সেরা বার্তাবাহক এবং অতুলনীয় প্রেরণাদাতা'।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এর আগে ট্রাম্প থেকে দূরত্ব তৈরির পৃথক ঘটনাগুলো তুলে ধরেছে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনগুলোর ক্ষেত্রে এই প্রবণতা পদ্ধতিগতভাবে পরিমাপ করার প্রথম উদ্যোগ হলো রয়টার্সের এই পর্যালোচনা। এসব আসনের ফলই নির্ধারণ করবে, রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের এক বা উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারবে কি না। নতুন রয়টার্স/ইপসোস জরিপও রিপাবলিকানদের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জটি স্পষ্ট করেছে। এতে দেখা গেছে, ট্রাম্পের জনপ্রিয়তার হার তার রাজনৈতিক জীবনের সর্বনিম্ন ৩২ শতাংশে আটকে রয়েছে। মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ ডেমোক্রেটদের পক্ষে এবং ৩৭ শতাংশ রিপাবলিকানদের পক্ষে অবস্থান জানিয়েছেন। স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে ডেমোক্রেটরা ৩৭ শতাংশ এবং রিপাবলিকানরা ২১ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন।

রয়টার্স আরও দেখেছে, ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি আড়াল করার একটি বিস্তৃত প্রচেষ্টা চলছে। এক ডজন প্রার্থী তাদের নির্বাচনী প্রচারণার ওয়েবসাইট থেকে ট্রাম্পের নাম, ছবি কিংবা তার দেয়া সমর্থনের কথা সরিয়ে দিয়েছেন। তাদের বেশিরভাগই দলীয় মনোনয়ন নিশ্চিত করার পর এসব পরিবর্তন করেছেন। অন্যরা আরও সূক্ষ্ম পদ্ধতি নিয়েছেন। কেউ ট্রাম্পের নির্বাচনী সমাবেশ এড়িয়ে গেছেন। আবার কেউ ট্রাম্প তাদের পক্ষে প্রচারণা চালানো উচিত কি না, এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তবে ট্রাম্পের সরাসরি সমালোচনা তুলনামূলকভাবে বিরল। এতে রিপাবলিকান পার্টির ওপর তার আধিপত্য এবং প্রকাশ্যে প্রেসিডেন্টকে চ্যালেঞ্জ করার ঝুঁকির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কারণ এখনো তার বিপুলসংখ্যক কট্টর সমর্থকের আনুগত্য রয়েছে। নির্বাচনের আগে জনপ্রিয়তা কমে যাওয়া কোনো প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে দূরত্ব তৈরির ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। ২০১৪ ও ২০২২ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটরাও একই ধরনের কৌশল নিয়েছিল।

২০১৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনগুলো নিয়ে একই ধরনের পর্যালোচনা করেনি রয়টার্স। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, ঝুঁকিতে থাকা রিপাবলিকান প্রার্থীদের কাছ থেকে ট্রাম্প এত ব্যাপক প্রতিরোধ খুব কমই দেখেছেন। রিপাবলিকান কৌশলবিদ রন বনজিয়াঁ বলেন, এই আসনগুলোর ভোটারদের মনোভাবই প্রার্থীদের অবস্থানে প্রতিফলিত হচ্ছে। ভোটাররা যদি ট্রাম্পের সঙ্গে না থাকেন, তাহলে প্রার্থীদেরও দেখাতে হবে যে তারা ট্রাম্পের থেকে দূরে।

নেব্রাস্কার স্বতন্ত্র প্রার্থী ড্যান অসবর্নের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে থাকা রিপাবলিকান সিনেটর পিট রিকেটস রয়টার্সের চিহ্নিত ১১ জন প্রার্থীর উদাহরণ, যারা একটি নীতিগত বিষয়ে ট্রাম্পের বিরোধিতা করলেও অন্য প্রায় সব বিষয়ে তাকে সমর্থন করছেন। এই ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি চলতি সপ্তাহেই স্পষ্ট হয়েছে। রিকেটস ট্রাম্পের গরুর মাংস আমদানি বাড়ানোর পরিকল্পনার সমালোচনা করলেও নেব্রাস্কার একটি সমাবেশে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগ দেন। সমাবেশে রিকেটস বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, আমি ওয়াশিংটনে আপনার জন্য লড়াই করে আসছি। আইওয়ার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচনে থাকা রিপাবলিকান প্রার্থী মারিয়েনেট মিলার-মিকসও প্রশাসনের সঙ্গে মতপার্থক্য দেখাতে ক্রমেই বেশি আগ্রহী হচ্ছেন। রয়টার্সের চিহ্নিত ১২ জন প্রার্থীর মধ্যে তিনি একজন।

দেশের স্বাস্থ্যসেবায় পরিবর্তন আনতে সরকার কাজ করছে: ডা. পারভেজ রেজা কাকন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবাকে আরও আধুনিক, জনমুখী ও মানসম্মত করতে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহকারী স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. পারভেজ রেজা কাকন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দেশের স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান পরিস্থিতি, নতুন সরকারের পরিকল্পনা, চিকিৎসকদের কর্মস্থলে উপস্থিতি, বিদেশমুখী চিকিৎসা এবং আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন তিনি।

ডা. পারভেজ রেজা কাকন বলেন, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে শুধু অবকাঠামো নির্মাণ বা চিকিৎসক নিয়োগ করলেই হবে না; একই সঙ্গে চিকিৎসাসেবার মান, জবাবদিহি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং রোগীর প্রতি চিকিৎসকদের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।

নতুন সরকারের স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার স্বাস্থ্য খাতকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসেবাকে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনার উদ্যোগ রয়েছে। সরকারের পাঁচ বছরের স্বাস্থ্য খাত সংস্কার পরিকল্পনার কথাও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে ডা. কাকন বলেন, রোগীরা যাতে চিকিৎসকের সেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও চিকিৎসকদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালে রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য

অধিদপ্তর সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ১০০ শতাংশ উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। পর্যায়ক্রমে বায়োমেট্রিক ফেস রিকগনিশন প্রযুক্তি চালুর কথাও বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের চিকিৎসাসেবার মান উন্নত হলে বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার প্রবণতাও কমবে। একসময় বাংলাদেশি রোগীদের একটি বড় অংশ চিকিৎসার জন্য ভারতে যেতেন। এখন চীনসহ বিভিন্ন দেশ উন্নত চিকিৎসা, প্রযুক্তি ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশেরও আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ জনবল ও উন্নত হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসাসেবা গড়ে তুলতে হবে।

চীনের সঙ্গে স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর সরকারি উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করা যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী চীনের সঙ্গে চিকিৎসক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যকর্মী বিনিময়, যৌথ গবেষণা ও উন্নত স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি স্থানান্তরের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশে আধুনিক ও মানসম্মত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় চীনা বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়েছে।

ডা. কাকনের মতে, বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার প্রবণতা কমাতে হলে দেশের মানুষকে আস্থা দেওয়ার মতো স্বাস্থ্যব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। রোগী যেন তার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা দেশের ভেতরেই পান—এটাই হওয়া উচিত স্বাস্থ্য খাতের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন শুধু রাজধানীকেন্দ্রিক হলে চলবে না। জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও চিকিৎসক, নার্স, ওষুধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা এবং জরুরি চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাস্থ্য খাতে জনবল সংকটের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদ পূরণের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সংসদীয় কমিটি। একই সময়ে সরকার ৫ হাজার চিকিৎসক নিয়োগের উদ্যোগের কথা জানিয়েছে।

ডা. পারভেজ রেজা কাকন বলেন, মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হলে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও সমন্বিত করতে হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বিশেষায়িত চিকিৎসা, জরুরি সেবা এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে বক্তব্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে স্বাস্থ্য সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার কথা বলেছেন। তার সরকারের লক্ষ্য হিসেবে তিনি এমন একটি 'হেলদি বাংলাদেশে'র কথা তুলে ধরেছেন, যেখানে স্বাস্থ্যসেবা পরিবার ও কমিউনিটি পর্যায় থেকেই শুরু হবে।

ডা. কাকনের মতে, একটি কার্যকর স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সাধারণ মানুষ—সব পক্ষের সমন্বিত ভূমিকা প্রয়োজন। দেশের স্বাস্থ্যসেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারলে বিদেশমুখী চিকিৎসার প্রবণতা কমার পাশাপাশি বাংলাদেশের চিকিৎসা খাতও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পারবে।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration
Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
IRS e-file
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড
এপ্লিকেশন প্রসেসিং
সার্ভিসেস
Job Help & Application Processing Services
917-500-3937
আমাদের সার্ভিসসমূহ
• পোস্টাল জব
• ফেডারেল জব
• স্টেট জব
• এম.টি.এ জব
• সিটি জব
• রেজুমী তৈরি
• কাভার লেটার
• সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
• নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
• ডুয়েল সিটিজেনশীপ
• ফুড স্ট্যাম্প
• ডিজএবিলিটি (SSI)
• স্যোসাল সিকিউরিটি (SS)
• রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড
Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh
বিশ্বাসযোগ্যতা
দক্ষতা
সেবাই আমাদের
প্রতিশ্রুতি
148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

জান্নাত, বিসমিল্লাহ,
জমজম ড্রাগস ও
আস-সালাম
ফার্মেসি
JANNAT Rx PHARMACY
সম্পূর্ণ
বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান
জ্যাকসন হাইটস
জান্নাত ফার্মেসি
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.)
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041
Fax: 718-732-4287
Email: jannatpharmacy@gmail.com
উডসাইড
বিসমিল্লাহ ফার্মেসি
6409 Broadway,
Woodside NY 11377
Phone: 718-685-2017
জ্যামাইকা
আস-সালাম ফার্মেসি
(সাটফিন বুলেবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে
এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক, ১১৪৩৫
Phone: 718-291-0717
ব্রঙ্কস
জমজম ড্রাগস ফার্মেসি
3105 Bainbridge Ave Bronx,
NY 10467
Phone: (347) 899-8930
আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT,
Food Stamp & OTC Card
Sim Activation
Bill Pay & Flexiload
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
বাংলায় ঔষধ সেবনের নির্দেশনা
Free Delivery
10% Senior Discount
Halal Vitamin & Supplements
5c Copy $1 Fax
Phone Card & Flexiload
Huge 99c Sections
Open: Monday-Saturday, 10:00 am to 8:00

Akash
Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার
Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

নিউইয়র্কে হাম রোগের প্রাদুর্ভাব, দুর্যোগ জরুরি অবস্থা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কে হাম রোগের সংক্রমণ বাড়তে থাকায় রাজ্যজুড়ে দুর্যোগ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন গভর্নর ক্যাথি হোচুল। রাজ্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, ৩ অক্টোবর পর্যন্ত ২০২৬ সালে নিউইয়র্কে মোট ১০৮ জনের হাম রোগ শনাক্ত হয়েছে।

এর মধ্যে নিউইয়র্ক সিটিতে ৭ জন এবং সিটির বাইরে ১০১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। গত ১৫ জুলাই থেকে রাজ্যের ১৮টি কাউন্টির গ্রামীণ এলাকায় ৯২টি সংক্রমণের ঘটনা শনাক্ত হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এসব সংক্রমণ মূলত কম টিকাদান-হারের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে।

সোমবার গভর্নর হোচুল একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। তার কার্যালয় জানিয়েছে, এর মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা হাম রোগের সংক্রমণ মোকাবিলায় আরও দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারবে। পাশাপাশি আরও বেশি মানুষকে টিকা দেওয়া ও রোগ শনাক্তের পরীক্ষা করানোর জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

এক বিবৃতিতে হোচুল বলেন, টিকা দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব এমন একটি রোগে কারও গুরুতর অসুস্থ হওয়া বা মারা যাওয়া উচিত নয়। সংক্রমণ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং টিকা ও পরীক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। নিউইয়র্কের স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, হাম, মাম্পস ও রুবেলা প্রতিরোধে এমএমআর টিকা বেশিরভাগ মানুষের জন্য সবচেয়ে কার্যকর সুরক্ষা দেয়।

এদিকে নিউইয়র্কের প্রতিবেশী পেনসিলভানিয়ায় হাম রোগের পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে। এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সংক্রমণে সেখানে ১ হাজারের বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে।

বেগমগঞ্জ সোসাইটির নির্বাচনে নুরুল আমিন সভাপতি, মাহমুদ সেক্রেটারি

রুদ্র মাসুদ

একসময়ের দেশের সর্ববৃহৎ উপজেলা বেগমগঞ্জের যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন দি গ্রেটার বেগমগঞ্জ (বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ি) সোসাইটি ইউএসএ'র দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি পদে নুরুল আমিন, সেক্রেটারি পদে মাহমুদুল হক এবং অর্থ-সম্পাদক পদে আমির হোসেন তুহিনসহ ১৩ পদের বিপরীতে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

সহ-সভাপতি পদে দুইজন প্রার্থীর মধ্যে একজন প্রার্থীতা প্রত্যাহার করায় এবং অন্যপদে একজন করে প্রার্থী থাকায় নির্বাচন কমিশন তাদের নির্বাচিত ঘোষণা করেন। এতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিপুল অংকের ব্যয় এড়াতে সক্ষম হয় সংগঠনটি।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, মনোনয়ন পত্র জমাদানের শেষ দিনে গত গত ২০ সেপ্টেম্বর উৎসবমুখর পরিবেশে ১৭টি পদের মধ্যে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ১৩টি পদে মনোনয়ন জমা দেয়া হয়। এরমধ্যে শুধুমাত্র সহ-সভাপতি পদে দুইজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। এছাড়া অন্যসকল পদে একজন করে প্রার্থী মনোয়ন পত্র জমা দেন। সহ-সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া দুইজন প্রার্থী হচ্ছেন শাহ আলম ও আবুল কালাম আজাদ।

দি গ্রেটার বেগমগঞ্জ সোসাইটির মোট ভোটার হচ্ছে ৯২৬জন। ১৭টি পদের বিপরীতে ২৭টি মনোনয়ন পত্র বিক্রি হয়েছিলো। রোববার ১৩টি পদের বিপরীতে মনোনয়ন পত্র জমা হয়। ৪টি পদে কোন প্রার্থী মনোনয়পত্র জমা দেননি। পরবর্তীতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যয় এড়াতে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে সহ-সভাপতি পদের প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেন।

নুরুল আমিন

মাহমুদুল হক

নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন- সভাপতি পদে নুরুল আমিন, সহ-সভাপতি পদে শাহআলম, সাধারণ সম্পাদক পদে মাহমুদুল হক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে জামাল উদ্দিন, অর্থ-সম্পাদক পদে আমির হোসেন, সহ-অর্থ সম্পাদক পদে নুর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে জহিরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক পদে মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব, সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ শাহজাহান, সদস্য পদে যথাক্রমে মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান (রিটু), সোহেল আলম ভূঁঞা, মোহাম্মদ এ পাটোয়ারি ও চাঁদ মিয়া।

নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন- প্রধান নির্বাচন কমিশনার শাহ নাসের স্বপন, দুই কমিশনার মোহাম্মদ ফজলুল হক এবং হাবিব উল্যাহ বাহার।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার শাহ নাসের স্বপন জানান- দীর্ঘদিন পর দি গ্রেটার সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আহবায়ক কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ, ট্রাষ্টিসহ দি গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির নেতৃবৃন্দ নির্বাচন সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক সহযোগীতা করেন।

একজন প্রার্থীর জন্য নির্বাচন আয়োজনে যে খরচ পূর্ণ প্যানেলের জন্যও একই খরচ। সহ-সভাপতি পদের প্রার্থী আবুর কালাম আজাদ তাঁর প্রার্থীতা প্রত্যাহার করায় একটি বড় ব্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও সহযোগীতাকারী সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

সাবেক এমপি তানভির শাকিল জয়ের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

ঢাকা ডেস্ক

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ২ কোটি ৮২ লাখ ৮৪ হাজার ২৪৯ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তানভির শাকিল জয়ের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ মঙ্গলবার দুদকের উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম সাংবাদিকদের বিষয়টি জানিয়েছেন।

দুদকের অনুসন্ধানে তানভির শাকিল জয়ের নামে ৫ কোটি ৬৫ লাখ ৮২ হাজার ৭৮৬ টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে স্থাবর সম্পদ ২ কোটি ১০ লাখ টাকা এবং অস্থাবর সম্পদ ৩ কোটি ৫৫ লাখ ৮২ হাজার ৭৮৬ টাকা।

অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তানভির শাকিল জয়ের দায়-দেনার পরিমাণ ১ কোটি ৩ লাখ ১৬ হাজার ৮৮০ টাকা। দায় বাদ দেওয়ার পর নিট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি ৬২ লাখ ৬৫ হাজার ৯০৬ টাকা। অন্যদিকে আয়কর নথি পর্যালোচনায় তাঁর গ্রহণযোগ্য আয় পাওয়া গেছে ৪ কোটি ২৫ লাখ ৬২ হাজার ২৩২ টাকা। ওই সময়ে তাঁর ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৪৫ লাখ ৮০ হাজার ৫৭৫ টাকা। ফলে ব্যয় বাদে নিট আয় দাঁড়ায় ১ কোটি ৭৯ লাখ ৮১ হাজার ৬৫৭ টাকা।

দুদকের হিসাবে, নিট সম্পদ ও ব্যয় বাদে নিট আয়ের পার্থক্য ২ কোটি ৮২ লাখ ৮৪ হাজার ২৪৯ টাকা। এই অর্থ জ্ঞাত আয়ের উৎসবহির্ভূত সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব কারণে তানভির শাকিল জয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারায় মামলা করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আ.লীগ সমঝোতা চাইলে আগে অপরাধ স্বীকার করতে হবে

প্রেস ব্রিফিংয়ে ডা. জাহেদ

ঢাকা ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান বলেছেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক পুনর্মিলন বা 'রিকনসিলিয়েশন' অসম্ভব নয়। তবে এ প্রক্রিয়া শুরুর আগে দলটিকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে মৌলিক শর্ত পূরণ করতে হবে।

গত মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। তথ্য উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ক্রমাগত হুমকি ও পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার বক্তব্যের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে পুনর্মিলনের আলোচনা করা কঠিন। আওয়ামী লীগকেই এ বিষয়ে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের অনেক মানুষ এখনও আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন। তারা বাংলাদেশেরই নাগরিক। দলের সক্রিয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুনর্মিলনের উদ্যোগ নেওয়া খারাপ কোনো ধারণা নয়। বরং এমন উদ্যোগ হলে ভালো হতো। তবে এর আগে রিকনসিলিয়েশনের মৌলিক ভিত্তি নিশ্চিত করতে হবে।

ডা. জাহেদ বলেন, মাঝখান থেকে কেউ যদি রিকনসিলিয়েশন চান এবং মনে করেন এটি ভালো উদ্যোগ, তাহলে আমারও মনে হয় এটি ভালো। তাদের উচিত আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগাযোগ করা। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে রিকনসিলিয়েশন শুরুর মৌলিক জায়গাটি নিশ্চিত করতে হবে। সেটি হলে এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

ডা. জাহেদ উর রহমান

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্যে সরকারের প্রতি হুমকি ও পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বারবার এসেছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের দিক থেকে পুনর্মিলনের আলোচনা শুরু করা কঠিন।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, আমরা খুব অবাক হয়ে ৫ আগস্টের পর থেকে এখন পর্যন্ত দেখছি, সেই দলটি, সেই দলের প্রধান নেত্রী– তিনি এখনও দোষারোপ করছেন, আমাদের হুমকি দিচ্ছেন।

এলপিজির নির্ধারিত দাম নিশ্চিত করতে নজরদারি

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দামে অস্থিরতার মধ্যেও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) নির্ধারিত দামে এলপিজি ও অটোগ্যাস বিক্রি নিশ্চিত করতে সারাদেশে নজরদারি জোরদার করেছে সরকার। এ জন্য সব জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জানিয়ে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, কোথাও কোথাও সমন্বয় করা দামে এলপিজি পাওয়া যাচ্ছে না– এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে। খোলাবাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং নির্ধারিত দামে বিক্রি নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

YOURHOMESOLD
GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise
YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT
আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN
TAXI
SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়
PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসীদের বাংলায় সাইবার নিরাপত্তা শেখার সুযোগ দিচ্ছে ট্রান্সফোটেক একাডেমি

ডেস্ক রিপোর্ট

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস উপলক্ষে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের দুটি নতুন ব্যাচ চালু করছে নিউইয়র্কের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ট্রান্সফোটেক একাডেমি। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাভাষীরা বাংলা ব্যাচে নিজের ভাষায় সাইবার নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয় শেখার সুযোগ পাবেন। 'সাইবার নিরাপত্তা বিশ্লেষক কর্মসূচি' নামের এই প্রশিক্ষণের ক্লাস অক্টোবরেই শুরু হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর অক্টোবর মাস সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস হিসেবে পালিত হয়। এ উপলক্ষে অনলাইনে নিরাপদ থাকার জন্য শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার, একাধিক স্তরের পরিচয় যাচাই চালু রাখা, প্রতারণামূলক বার্তা বা লিংক শনাক্ত করা এবং সফটওয়্যার নিয়মিত হালনাগাদ রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাইবার হামলা প্রতিরোধে দক্ষ জনবল তৈরির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ লক্ষ্যেই দুই ভাষায় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে ট্রান্সফোটেক একাডেমি।

প্রতিষ্ঠানটি জানায়, প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত তিনজন সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষক সরাসরি ক্লাস নেবেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ট্রান্সফোটেক একাডেমির প্রধান সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষক বেন ক্রেনশ। তিনি মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ওরাকলে আট বছরের বেশি সময় কাজ করেছেন। সেখানে সিস্টেমের নিরাপত্তা দুর্বলতা শনাক্ত ও সমাধানের কাজ করেছেন তিনি। পরে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্কুল ও প্রতিষ্ঠানে সাইবার নিরাপত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষার কর্মসূচি পরিচালনা করেন। সাইবার নিরাপত্তা শিক্ষা নিয়ে তাঁর একটি বইও রয়েছে।

প্রশিক্ষক আহমেদ রাগাব দুই দশকের বেশি সময় ধরে নেটওয়ার্ক, ক্লাউড ও সাইবার নিরাপত্তা খাতে কাজ করছেন। এটিঅ্যান্ডটি, এনটিটি ও অপটিভের মতো প্রতিষ্ঠানে তিনি বিভিন্ন বড় মার্কিন প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তাব্যবস্থা তৈরিতে কাজ করেছেন। এনটিটিতে কর্মরত অবস্থায় তিনি ক্লাউডভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সেবা চালুর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর।

আরেক প্রশিক্ষক মো. রিসাল ভূঁইয়া সাদ পেনিট্রেশন টেস্টার হিসেবে কাজ করেন। অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থায় প্রবেশ করে নিরাপত্তার দুর্বলতা শনাক্ত করাই তাঁর কাজ। সাত বছরের বেশি সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান বিশপ ফক্স ও কোলফায়ারে কাজ করেছেন। ব্যাংক, স্বাস্থ্যসেবা ও সরকারি খাতসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দেড় হাজারের বেশি নিরাপত্তা যাচাইয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এক হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণও দিয়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একাধিক সনদ রয়েছে তাঁর।

প্রতিষ্ঠানটি জানায়, বাংলা ও ইংরেজি দুই ব্যাচেই প্রশিক্ষকের সরাসরি লাইভ ক্লাস থাকবে। পাশাপাশি ল্যাবে হাতে-কলমে অনুশীলনের সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। প্রশিক্ষণ শেষে সাইবার নিরাপত্তা খাতে ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করা হবে। আগ্রহীরা ট্রান্সফোটেক একাডেমির ওয়েবসাইটে গিয়ে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন।

> প্রতিষ্ঠানটি জানায়, বাংলা ও ইংরেজি দুই ব্যাচেই প্রশিক্ষকের সরাসরি লাইভ ক্লাস থাকবে। পাশাপাশি ল্যাবে হাতে-কলমে অনুশীলনের সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা।

ট্রান্সফোটেক একাডেমির প্রধান নির্বাহী শেখ গালিব রহমান বলেন, তাঁদের কমিউনিটির অনেকেই প্রযুক্তি খাতে কাজ করতে আগ্রহী হলেও সাইবার নিরাপত্তা পেশা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা নেই। এই খাতে কী ধরনের কাজ হয় এবং কীভাবে ক্যারিয়ার শুরু করা যায়, তা জানলে অনেকেই নতুন সুযোগ খুঁজে পাবেন। বাংলায় শেখার সুযোগ সেই প্রাথমিক ধাপকে সহজ করবে বলে মনে করেন তিনি।

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস উপলক্ষে মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) নিউইয়র্ক সময় রাত ৮টায় বিনা মূল্যে একটি লাইভ ওয়েবিনারেরও আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানটি। এতে সাইবার হামলা কীভাবে সংঘটিত হয় এবং সেগুলো প্রতিরোধের উপায় হাতে-কলমে দেখানো হয়।

নিউইয়র্কে রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড ভাড়াটিয়াদের ভাড়া বৃদ্ধি শূন্য

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটিতে রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়াটিয়াদের জন্য নতুন ভাড়া নির্দেশিকা কার্যকর হয়েছে ১ অক্টোবর থেকে। ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০২৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুরু বা নবায়ন হওয়া এক বছর ও দুই বছরের রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড লিজে ভাড়া বাড়বে না। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই ভাড়া বৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে শূন্য শতাংশ। নিউইয়র্ক সিটি রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ড ২৫ জুন ২০২৬ এই নির্দেশিকা অনুমোদন করে।

প্রায় এক মিলিয়ন রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়াটিয়া নতুন লিজ বা লিজ নবায়নের ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাবেন। তবে এই নিয়ম সব নিউইয়র্কবাসীর জন্য প্রযোজ্য নয়। রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড নয়—এমন বাজারদরের অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া এই নির্দেশিকার আওতায় পড়ে না।

রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড অ্যাপার্টমেন্টের যেসব লিজ ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৭-এর মধ্যে শুরু বা নবায়ন হবে, সেগুলোতে এক বছর ও দুই বছর—উভয় মেয়াদের জন্যই ভাড়া বৃদ্ধির হার শূন্য শতাংশ। অর্থাৎ, কোনো ভাড়াটিয়ার বর্তমান বৈধ ভাড়া যদি ২ হাজার ডলার হয়, নতুন লিজের ক্ষেত্রে শুধু ২০২৬–২৭ সালের গাইডলাইন অনুযায়ী সেটি বাড়িয়ে ২ হাজার ৬০ ডলার বা অন্য কোনো বেশি অঙ্ক করা যাবে না। এই সময়ের জন্য গাইডলাইন বৃদ্ধির হার ০ শতাংশ।

ভাড়াটিয়া নিজের অ্যাপার্টমেন্ট রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড কি না, তা নিশ্চিত করতে নিউইয়র্ক স্টেটের ভাড়ার ইতিহাস বা শহরের Tenant Helpline-এর সহায়তা নিতে পারেন। শহর কর্তৃপক্ষ এ ধরনের প্রশ্নে ৩১১ নম্বরে ফোন করে "Tenant Helpline" চাইতে বলেছে।

যেসব ভাড়াটিয়া ১ অক্টোবর ২০২৬-এর আগে তাদের নতুন লিজ কার্যকর করেছেন, তারা এই ০ শতাংশ বৃদ্ধির নিয়ম ওই লিজের ক্ষেত্রে পাবেন না। ২০২৫–২৬ সালের নির্দেশিকায় এক বছরের রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড লিজে ৩ শতাংশ এবং দুই বছরের লিজে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধির অনুমতি ছিল। তবে সেই লিজ শেষ হয়ে নতুন লিজ যদি ১ অক্টোবর ২০২৬ বা তার পরে শুরু হয়, তখন নতুন ০ শতাংশ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

২০২৬–২৭ সালের নির্দেশিকায় এক বছর এবং দুই বছর—দুই ধরনের লিজের জন্যই ভাড়া বৃদ্ধি শূন্য শতাংশ। তাই শুধু ভাড়া বৃদ্ধির হার বিবেচনা করলে দুই বছরের লিজ নিলে দ্বিতীয় বছরের জন্যও একই ভাড়া থাকার বিষয়টি চুক্তিতে নিশ্চিত হয়। তবে কোনো ভাড়াটিয়া কোন মেয়াদের লিজ নেবেন, সেটি তার ব্যক্তিগত পরিস্থিতি ও চুক্তির অন্যান্য শর্তের ওপর নির্ভর করে।

ওজনপার্কে খলিল বিরিয়ানির নতুন শাখা

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের বেশ কয়েকটি শাখায় ধারাবাহিক সাফল্যের পর এবার ওজনপার্কে নতুন শাখার উদ্বোধন করেছে 'খলিল বিরিয়ানি হাউস। গত ২ অক্টোবর ব্রুকলিনের ২৭৮৮ পিটকিন অ্যাভিনিউতে নতুন শাখাটির গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শত শত মানুষ উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন খাবারের স্বাদ নেন। এ সময় খাবারের স্বাদ, মান ও গুণগত মান বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জানান, ওজনপার্ক ও আশপাশের এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষ বসবাস করেন। তাদের কথা বিবেচনায় রেখে এখানে হালাল, স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত খাবার পৌঁছে দেওয়াই তাদের অন্যতম লক্ষ্য।

তারা বলেন, নতুন শাখার মাধ্যমে স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশাপাশি অন্যান্য কমিউনিটির মানুষের কাছেও বাংলাদেশি খাবারের স্বাদ পৌঁছে দিতে চান। খাবারের মান বজায় রেখে গ্রাহকদের ভালো সেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।

এদিকে নতুন শাখা চালুর ফলে ওজনপার্ক ও আশপাশের বাসিন্দাদের জন্য বাংলাদেশি খাবার উপভোগের আরও একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় প্রবাসীরা। তারা প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে বাঙালি স্বাদের মানসম্মত খাবার পরিবেশনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গত, শেফ খলিলুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত খলিল বিরিয়ানি আমেরিকার মাটিতে বাংলাদেশি খাবারের একটি ব্র্যান্ড। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী বিরিয়ানির পাশাপাশি তেহারি, বিভিন্ন ধরনের মাংস, মাছ, সবজি, কাবাব, সমুচা ও অন্যান্য দেশীয় খাবারও পরিবেশন করে ভোজনরসিকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে আছে।

কর রিটার্নে নাগরিকত্বের তথ্য জানাতে হবে, ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাব

দিলারা হোসেন

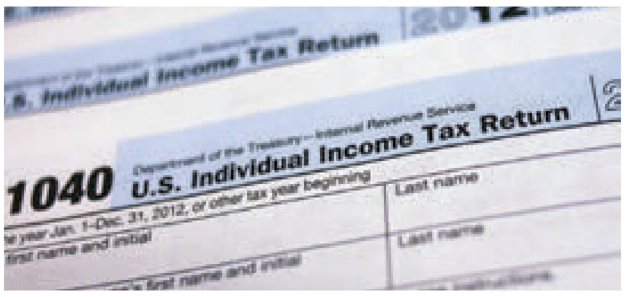

যুক্তরাষ্ট্রে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় করদাতার নাগরিকত্ব বা বৈধ অভিবাসন-অবস্থার তথ্য জানানোর প্রস্তাব করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রস্তাবটি কার্যকর হলে ২০২৬ সালের কর রিটার্নের সঙ্গে নির্দিষ্ট কর-সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা যাচাইয়ে এ তথ্য দিতে হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ ও অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংস্থা (আইআরএস) জানিয়েছে, নতুন প্রস্তাবের আওতায় কিছু ফেরতযোগ্য কর-সুবিধা দাবি করা করদাতাদের মার্কিন নাগরিক, মার্কিন নাগরিকত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা আইনে নির্ধারিত যোগ্য অভিবাসী হিসেবে নিজেদের যোগ্যতা ঘোষণা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মিথ্যা তথ্য দিলে শপথভঙ্গের দায়ও প্রযোজ্য হতে পারে।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটি মূলত আর্নড ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট (ইআইটিসি), চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট, আমেরিকান অপরচুনিটি ট্যাক্স ক্রেডিট ও অ্যাডপশন ট্যাক্স ক্রেডিটের ফেরতযোগ্য অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ট্রেজারি বিভাগের ভাষ্য, এ ধরনের কর-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে ফেডারেল আইনে নির্ধারিত যোগ্যতা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য।

আইআরএসের হিসাবে, ২০২৬ করবর্ষে প্রায় ৪ কোটি ৯০ লাখ কর রিটার্নে এসব কর-সুবিধার অন্তত একটি দাবি করা হতে পারে। এর মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৪০ লাখ রিটার্নে এমন কর-সুবিধা থাকতে পারে, যার ফেরতযোগ্য অংশ ফেডারেল পাবলিক বেনিফিট হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রস্তাব অনুযায়ী, আনুমানিক ২ লাখ থেকে ৭ লাখ করদাতা এসব ফেরতযোগ্য সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য হতে পারেন।

এদিকে প্রস্তাবটি নিয়ে অভিবাসী অধিকারকর্মী ও গোপনীয়তা নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাদের আশঙ্কা, কর ব্যবস্থার সঙ্গে অভিবাসন-সংক্রান্ত তথ্য যুক্ত হলে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের মধ্যে কর রিটার্ন জমা দেওয়ার বিষয়ে অনীহা তৈরি হতে পারে।

তবে প্রস্তাবটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। আইআরএস ও ট্রেজারি বিভাগ এ বিষয়ে জনসাধারণের মতামত নিচ্ছে এবং ১৪ অক্টোবর একটি জনশুনানির তারিখ নির্ধারণ করেছে।

নিউইয়র্কের কাছেই শরতের আমেজ, আপেল পাড়ার জন্য ১০টি বাগান

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটির ব্যস্ত জীবন থেকে একটু দূরে গিয়ে শরতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাইলে আপেল পাড়ার বাগান হতে পারে দারুণ একটি গন্তব্য। ম্যানহাটন থেকে প্রায় ৪৫ মিনিট থেকে দুই ঘণ্টার গাড়ি দূরত্বের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি বাগান, যেখানে নিজের হাতে আপেল পাড়া, খামারের খাবার উপভোগ এবং পরিবারের সঙ্গে শরতের দিন কাটানোর সুযোগ রয়েছে।

স্পেকট্রাম নিউজের প্রতিবেদনে নিউইয়র্কের আশপাশে এমন ১০টি বাগানের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কনজার্সের ড. ডেভিস ফার্ম। ম্যানহাটন থেকে প্রায় এক ঘণ্টা দূরের এই খামারে রয়েছে ৫ হাজারের বেশি আপেলগাছ ও ২৭ ধরনের আপেল। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আপেল পাড়ার সুযোগ রয়েছে। সপ্তাহান্তে খড়ের গাড়িতে ভ্রমণ, কুমড়া পাড়া ও ভুট্টার গোলকধাঁধার ব্যবস্থাও থাকে।

পোমোনায় অবস্থিত অর্চার্ডস অব কনকলিন ম্যানহাটন থেকে প্রায় ৪৫ মিনিট দূরে। এখানে আপেল পাড়ার পাশাপাশি পাওয়া যায় তাজা আপেল সাইডার, সাইডার ডোনাট, বেকারি খাবার ও স্থানীয় কৃষিপণ্য।

ইয়র্কটাউন হাইটসের উইলকেন্স ফার্ম এবারের ফসল কাটার ১১০তম বছর উদযাপন করছে। এখানে আপেল, কুমড়া ও পিচ পাড়ার পাশাপাশি বাজার, ওয়াইনারি, ভুট্টার গোলকধাঁধা ও আইসক্রিমের দোকান রয়েছে।

নর্থ সেলেমের হারভেস্ট মুন ফার্ম অ্যান্ড অর্চার্ডে প্রতিবছর শরৎ উৎসবের আয়োজন করা হয়। আপেল ও কুমড়া পাড়া, খড়ের গাড়িতে ভ্রমণ, লাইভ সঙ্গীত, খাবারের দোকান ও শিশুদের বিভিন্ন আয়োজন থাকে।

নর্থ সেলেমের আরেকটি আকর্ষণ আউটহাউস অর্চার্ডস। এখানে আপেল, পিচ ও ফুল পাড়ার পাশাপাশি খড়ের গাড়িতে ভ্রমণ, কুমড়ার ক্ষেত, শিশুদের খেলার আয়োজন ও ভুট্টার গোলকধাঁধা রয়েছে।

ওয়ারউইকের মাস্কার অর্চার্ডস ম্যানহাটন থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টা দূরে। ২০০ একর জায়গাজুড়ে থাকা এই বাগানে নভেম্বরের শুরু পর্যন্ত প্রতিদিন আপেল পাড়া যায়। গাড়িপ্রতি ৪৯ দশমিক ৯৫ ডলারে বাগানে প্রবেশ ও প্রায় ২২ পাউন্ড আপেল সংগ্রহের সুযোগ রয়েছে।

মডেনার হার্ডস ফ্যামিলি ফার্ম ১২৫ একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত। এখানে বিভিন্ন আকারের ব্যাগ কিনে নিজের পছন্দমতো আপেল সংগ্রহ করা যায়। খামারটিতে বনপথ, জলাভূমি ও পুকুরও রয়েছে।

ওয়ারউইকের অক্স অর্চার্ডে আপেল, নাশপাতি ও বিভিন্ন সবজি পাড়ার সুযোগ রয়েছে। খামারের বাজারে পাই, রুটি, সাইডারসহ বিভিন্ন পণ্য পাওয়া যায়। শিশুদের জন্য রয়েছে প্রাণী দেখার ব্যবস্থাও।

অ্যাপল ডেভস অর্চার্ডস অ্যান্ড ডিস্টিলারি সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরজুড়ে আপেল পাড়ার পাশাপাশি কুমড়া পাড়া, লাইভ সঙ্গীত ও ট্রাক্টর ভ্রমণের আয়োজন করে। অন্যদিকে অ্যাপল রিজ অর্চার্ডসে আপেল, পিচ ও কুমড়া পাড়ার পাশাপাশি খামারের দোকান, প্রাণী দেখার জায়গা ও শিশুদের খেলার ব্যবস্থা রয়েছে।

শরতের ঠান্ডা আবহাওয়া শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিউইয়র্কের আশপাশের এসব বাগান পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে দিনের সফরের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট খামারের ওয়েবসাইটে সময়সূচি, প্রবেশমূল্য ও আপেল পাড়ার বর্তমান নিয়ম জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য
যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
HELP
ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More
FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ
দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● ইনভেষ্টমেন্ট
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

We Speak বাংলা, English, हिन्दी
العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary
মেশিনের প্রথম সারিতে কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
A2
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Dulal Behedo—Senior Vice President
A3
আবুল কালাম ভূঁইয়া
সহ-সভাপতি
Abul Kalam Bhuiyan—Vice President
A5
মোঃ নওশেদ হোসেন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
A6
মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি
কোষাধ্যক্ষ
Mofijul Islam Bhuiyan Rumi— Treasurer
A7
মোঃ জামিল আনসারী
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD JAMIL ANSARY– Organizing Secretary
A8
রুশদী আহমেদ চৌধুরী (বাবু)
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
A9
সৈয়দ গৌছুল হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
A10
কয়েছ আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
Koyes Ahmed— Social Welfare Secretary
A11
মোঃ আখতার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
Md. Akhter Babul— Literacy Secretary
A12
মোরশেদ আলম
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
A13
মোঃ মাইন উদ্দিন (নটু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
A14
বি মেহের চৌধুরী
মহিলা ও শিশু সম্পাদক
A15
কাজী হাসান
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক
Kazi Hasan— Youth and IT Secretary
A16
আবুল বাশার ভূঁইয়া
কার্যকরী সদস্য
A17
প্রফেসর মোঃ আব্দুল বাছির
কার্যকরী সদস্য
A18
মাসুদুল হক ছানু
কার্যকরী সদস্য
A19
সিদ্দিক পাটোয়ারী
কার্যকরী সদস্য
অনুগ্রহ করে
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন
A20
মোহাম্মদ কাউছার আলম
কার্যকরী সদস্য
Kawsar Alam— Executive Member
A21
মনিরুল ইসলাম মনির
কার্যকরী সদস্য
Monirul Islam Monir— Executive Member
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

NY HOME CARE SERVICE INC.

কর্মসংস্থানের সুযোগ

যোগ্য HHA ও PCA সার্টিফিকেটধারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়

আমরা HHA ও PCA সার্টিফিকেটও প্রদান করছি

আমাদের সেবাসমূহ

- PCA
- OPWDD
- HHA

ফয়সাল আজিজ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্

যোগাযোগ করুন

718-874-0047

ই-মেইল: **info@nyhcs.org**

ওয়েবসাইট: **www.nyhcs.org**

এম. আজিজ
প্রেসিডেন্ট
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্
ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ

প্রধান কার্যালয়: 37-18 73rd Street, Suite 402, Jackson Heights, NY 11372

মানসম্মত সেবা | বিশ্বস্ত সহযোগী | মানসিক শান্তি

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতাঃ
Happy Durga Puja 2026
Deb Chowdhury
Wahid Azad
Krisna Tithi
Toma
Rituporna Bannerjee
Biplab Mukherjee
Samiran Barua
Udipto
শারদীয় দুর্গোৎসব - ২০২৬
পূজা মন্ডপ: অঙ্গন পার্টি হল
Puja Venue: Angan Party Hall
89-16 175th Street (Ground Floor), Jamaica, NY 11432
তারিখ: ১৭ ও ১৮ অক্টোবর, ২০২৬ (শনি ও রবিবার)
পূজা আরম্ভ প্রতিদিন দুপুর ১২:১৫, পূজা অন্তে প্রসাদ বিতরণ
২ দিন ব্যাপী শারদ উৎসবে থাকবে দেবী আরাধনা, প্রসাদ বিতরণ এবং প্রতি সন্ধ্যায় থাকবে
দুই বাংলার শিল্পীদের নিবেদিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাথে থাকবে এই প্রজন্মের নিবেদিত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।
RITU
UPAMA
ANKUSH
ANURAG
SWAPNIL
SHUVOSREE
SANTI
SWAPNIL
RIDDHIMA
বিনীত
রীনা সাহা
সভাপতি
347-891-9978
MEDIA PARTNER:
আদাকালো
রতন দাশ
সাধারণ সম্পাদক
347-898-7748
আড্ডা
নৃত্যাঞ্জলি
SUNVI, ADRITA, ONINDITA & SUPTI
সার্বিক যোগাযোগ
ফনীন্দ্র সাহা (৩৪৭-৭৪০-৭৩১০), মাধব সাহা (৭১৮-২৫৫-৫৯৩৫), পূর্ণচন্দ্র মুখার্জি (অপু) (৬৪৬-৪৭৭-৮৩১৪), তনিমা দাস (৩৪৭-৯৩৩-৯০১৪), জিতেন মন্ডল (৩৪৭-৭০৭-৩৪০৭), শংকর সাহা (৯১৭-৩৪০-৫১২৭), তপন সাহা (৭১৮-৭৯৫-৩৮২৬), অসীম সাহা (৩৪৭-৪৮৪-২২৪৫), দেবব্রত দাস (৩৪৭-২৭৯-৪৩৭৯), রিংকী নিয়োগী (৯১৭-৩৪০-৭৩০৭), উত্তম দাস (৩৪৭-৭৯১-০৪৫১), কল্যানী চ্যাটার্জী (৩৪৭-৪০৮-৭৪৯৫), আশীষ সাহা (৩৪৭-৮৬৬-৮১৩৮), মৌগন্ধা আচার্য্যী (৭১৮-৩০০-০৯৬১), সুজিত সাহা (৯২৯-৩৭১-০৭২৭), ডালিয়া চৌধুরী (৩৪৭-৪৯৯-৩৯৩১), সনৎ সাহা (৩৪৭-৩৩৪-৯৮০১), বনানী রায় (৯১৭-৫৯৫-৭৮৮৪), অজয় চক্রবর্তী (৩৪৭-৪৪৭-৪৬৭৬), মিন্টু চৌধুরী (৩৪৭-৫০০-৮৫০৭), দেবশ্রী সাহা (৯১৭-৩৭৮-০০১৪)।
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইন্‌ক

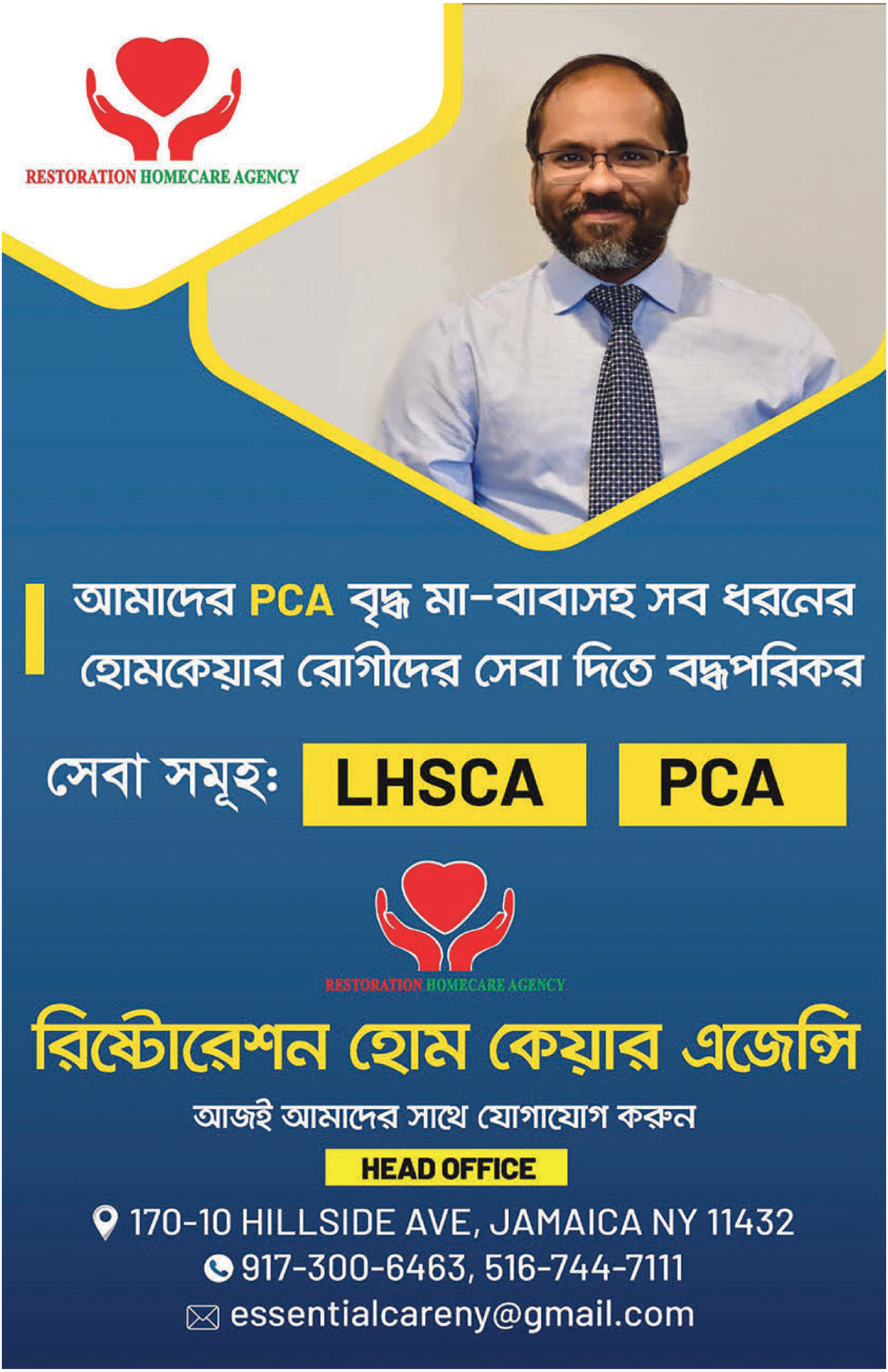
RESTORATION HOMECARE AGENCY
আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর
সেবা সমূহ:
LHSCA
PCA
RESTORATION HOMECARE AGENCY
রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
HEAD OFFICE
170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

সাহিত্যে এ বছর নোবেল পেলেন কবি অ্যান কারসন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সাহিত্যে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কানাডার কবি অ্যান কারসন। বৃহস্পতিবার সুইডেনে এই ঘোষণা দেওয়ার আগে কারসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল দ্য সুইডিশ একাডেমি। তখন তিনি আইসল্যান্ডে বসে বাতাসের শব্দ শুনছিলেন।

কানাডার কবি অ্যান কারসন

পুরস্কার ঘোষণার সময় কারসনের সঙ্গে নিজের আলাপ হওয়ার কথা জানান সুইডিশ একাডেমির স্থায়ী সচিব ইনগ্রিদ কার্লবার্গ। তিনি জানান, কারসনের সঙ্গে তাঁর খুবই সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়েছে। পুরস্কারের খবর শুনে কারসন বেশ অবাক। একই সঙ্গে কণ্ঠে খুশির রেশ ছিল। যখন তাঁকে খবরটি জানানো হয়, তখন তিনি আইসল্যান্ডে বাতাসের শব্দ শুনছিলেন।

ধ্রুপদি সাহিত্যধারার সঙ্গে সৃজনশীল ও নিরীক্ষাধর্মী সংলাপের মাধ্যমে সমকালীন সাহিত্যে নতুন রূপ সৃষ্টির সাহসী ও অভিনব কাজের জন্য এই পুরস্কার দেওয়ার কথা জানিয়েছে নোবেল কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার বিকেলে পুরস্কার ঘোষণা করে দ্য সুইডিশ একাডেমি। প্রেম, আকাঙ্ক্ষা ও হতাশা নিয়ে নিজের লেখাগুলোতে কারসন মহাজাগতিক রহস্যকে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। এছাড়া পুরোনো ও চিরন্তন বিষয়কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

সুইডিশ একাডেমি জানিয়েছে, শব্দের নতুন অর্থ তৈরির প্রতি একজন কবির আকাঙ্ক্ষার অপূর্ব মিশ্রণ আছে কারসনের লেখায়। প্রয়াত ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর লেখা 'নক্স' শিরোনামের কবিতা একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

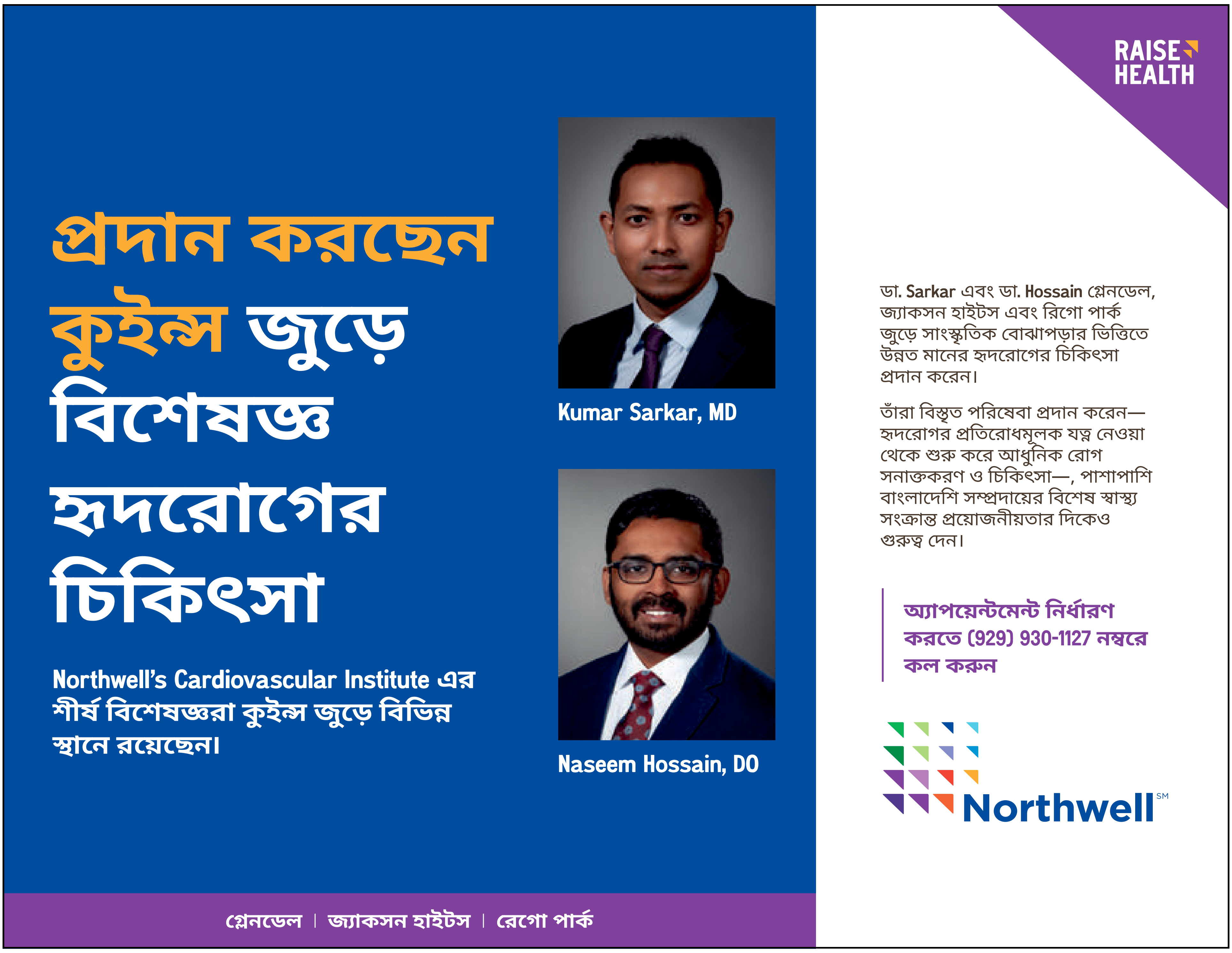

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যেকোন অনুষ্ঠানের বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

বাংলাদেশিদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসার ওপর স্থগিতাদেশ নেই

বি১/বি২-তে ভিসা বন্ড বহাল

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের নাগরিকদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা দেওয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা স্থগিতাদেশ ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আদালতের আদেশের পর গত ২১ আগস্ট থেকে এই স্থগিতাদেশ আর কার্যকর নেই বলে জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। ২৮ আগস্ট প্রকাশিত এক হালনাগাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের নাগরিকদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ইস্যু সাময়িকভাবে বন্ধ করেছিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। তবে ওই সময় আবেদন গ্রহণ ও ভিসা সাক্ষাৎকার নেওয়া বন্ধ করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকরা আবেদন করতে এবং নির্ধারিত সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে পারতেন।

আদালতের আদেশের পর এখন ওই স্থগিতাদেশ কার্যকর না থাকায় বাংলাদেশি নাগরিকদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদন আগের মতো প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ রয়েছে। তবে ভিসা পাওয়া স্বয়ংক্রিয় নয়। আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইমিগ্রেশন আইন, যোগ্যতা, নিরাপত্তা যাচাই ও অন্যান্য নিয়ম আগের মতোই কার্যকর থাকবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, জানুয়ারির স্থগিতাদেশের কারণে কোনো বৈধ ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বাতিল করা হয়নি। একই সঙ্গে এই স্থগিতাদেশ ট্যুরিস্ট ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। ট্যুরিস্ট ভিসা নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা হওয়ায় তা ওই নীতির আওতায় পড়েনি। তবে বাংলাদেশিদের জন্য আরেকটি পৃথক ভিসা-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ২ অক্টোবর ২০২৬-এ হালনাগাদ তালিকায় বাংলাদেশকে ভিসা বন্ডের আওতাভুক্ত দেশ হিসেবে রাখা হয়েছে। এই নিয়ম ২১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর।

> আদালতের আদেশের পর এখন ওই স্থগিতাদেশ কার্যকর না থাকায় বাংলাদেশি নাগরিকদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদন আগের মতো প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ রয়েছে।

এই ভিসা বন্ড মূলত নির্দিষ্ট বাংলাদেশি নাগরিকদের B1/B2 ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবেদনকারী ভিসার জন্য অন্যথায় যোগ্য হলে কনস্যুলার কর্মকর্তা ১০ হাজার, ১৫ হাজার বা ২০ হাজার ডলারের বন্ড দিতে বলতে পারেন। বন্ডের পরিমাণ সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভিসা বন্ড দিলেই ভিসা নিশ্চিত হয় না। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, কনস্যুলার কর্মকর্তা নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনো আবেদনকারীকে বন্ডের অর্থ পরিশোধ করা উচিত নয়। অন্যদিকে, ৭৫ দেশের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের অর্থ হলো—শুধু বাংলাদেশি নাগরিক হওয়ার কারণে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ইস্যু বন্ধ রাখার জানুয়ারির নীতি এখন আর কার্যকর নেই।

বাংলাদেশি আবেদনকারীদের জন্য তাই দুটি বিষয় আলাদা করে দেখা জরুরি: ইমিগ্র্যান্ট ভিসার ওপর ৭৫ দেশের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হয়েছে; কিন্তু B1/B2 ভিসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভিসা বন্ডের তালিকায় রয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী, ভিসা আবেদনকারীদের নিজ নিজ ভিসা শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য নিয়ম এবং ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য না দিলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে ভিসা আবেদনকারীদের সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত তথ্য যথাযথভাবে দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব তথ্য প্রদান না করলে আবেদন প্রত্যাখ্যান হতে পারে এবং ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রেও অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের বার্তায় বলা হয়েছে, ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ায় আবেদনকারীদের কাছ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য চাওয়া হতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তা যাচাইসহ ভিসা আবেদনকারীদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পর্যালোচনার অংশ হিসেবে এসব তথ্য ব্যবহারের কথা জানানো হয়েছে।

আবেদনকারীদের নির্ধারিত ভিসা ফরমে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম-সংক্রান্ত যেসব তথ্য চাওয়া হবে, সেগুলো সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে প্রদান করতে হবে। কোনো তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা বা প্রয়োজনীয় তথ্য না দেওয়ার কারণে ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

হোয়াইট হাউসে ‘সুপার ইন্টেলিজেন্স ফোর্স’ গঠন

নেতৃত্বে ট্রাম্পের এআই জার

এইচ বি রিতা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই সামলাতে নতুন টাস্কফোর্স গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছে "সুপার ইন্টেলিজেন্স ফোর্স" বা 'এসআই'- প্রেসিডেন্ট নিজে 'এআই' শব্দের চেয়ে এই শব্দটিই ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করেন। রোববার (৪ অক্টোবর, ২০২৬) এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই ঘোষণা দেন।

টাস্কফোর্সের নেতৃত্বে থাকবেন চারজন শীর্ষ কর্মকর্তা: জে ক্লেটন - ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স, অ্যান্ড্রু ফার্গুসন - ফেডারেল ট্রেড কমিশনের চেয়ারম্যান, এমিল মাইকেল- পেন্টাগনের চিফ টেকনোলজি অফিসার এবং স্কট কুপোর - অফিস অব পার্সোনেল ম্যানেজমেন্টের ডিরেক্টর।

নিজের নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, "এই সুপার ইন্টেলিজেন্স ফোর্স সাধারণ ভোক্তা, জনস্বার্থ রক্ষা বিষয়ক গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংস্থা, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রদানকারী এবং সুপার ইন্টেলিজেন্স কোম্পানিগুলোর সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগসূত্র ও যোগাযোগ সমন্বয় করবে।"

গত সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প প্রথম এই ফোর্স গঠনের কথা বলেছিলেন। তবে তিনি শুরু থেকেই 'এআই' এর ওপর কঠোর আইনি নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। সেপ্টেম্বরের পোস্টে তিনি বলেছিলেন, "আমরা কোনোভাবেই এই অবিশ্বাস্য শিল্পের বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করব না। বরং আমরা এটিকে লালন করব, সাহায্য করব এবং এটি বাড়ার সাথে সাথে নজর রাখব।"

নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে 'এআই' ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ মোকাবিলার চাপ বাড়ছে ট্রাম্পের ওপর। বিভিন্ন এআই গবেষক এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা ইতিমধ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্য অস্তিত্বসংকট বা অস্তিত্বের হুমকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। 'এআই' গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'অ্যানথ্রপিক'-এর প্রধান নির্বাহী দারিও আমোদেই গত মাসে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বিশ্বজুড়ে 'এআই' প্রযুক্তির উন্মুক্ত দৌড় কিছুটা শ্লথ করার আহ্বান জানান। তাঁর এই আহ্বানে ওপেনএআই-এর সিইও স্যাম অল্টম্যান এবং স্পেসএক্স-এর সিইও ইলন মাস্কও সম্মতি প্রকাশ করেছেন।

সম্প্রতি সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে প্রায় ২০ জন শীর্ষ প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ও সিইও-র সাথে এক মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর নিজেদেরই 'স্ব-নিয়ন্ত্রণ' বা 'আত্ম-নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। বৈঠকে উপস্থিত প্রযুক্তি নেতারা এক পৃষ্ঠার একটি সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করেন, যেখানে তারা স্বেচ্ছায় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিশ্রুতি মেনে চলার আশ্বাস দেন। তবে এটি কোনো সরকারি আদেশ না হওয়ায় চুক্তিটিকে মূলত প্রতীকী বলেই মনে করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে হোমকামিং পার্টিতে গোলাগুলি, নিহত ২

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ভিয়েনা শহরে ‘হোমকামিং’ পার্টিকে কেন্দ্র করে গোলাগুলিতে দুজন নিহত ও প্রায় তিন ডজন মানুষ আহত হয়েছেন। রোববার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। কী কারণে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে, তা জানতে তদন্ত চালাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

ডুলি কাউন্টির শেরিফ ক্রেইগ পিভি নিহত দুজনকে কর্ডেলের ২১ বছর বয়সী জ্যাকভিওন জ্যাকসন এবং হকিন্সভিলের ২৩ বছর বয়সী ম্যাকালেব জ্যাকসন হিসেবে শনাক্ত করেছেন। তারা পরস্পরের আত্মীয় কি না, তা জানা যায়নি।

জর্জিয়া ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (জিবিআই) ক্রিস হোসি জানান, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের শরীরে গুলির ক্ষত রয়েছে। তবে ঠিক কতজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, তা তিনি নিশ্চিত করতে পারেননি। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। গোলাগুলির সম্ভাব্য কারণও জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। শেরিফ পিভি জানান, আহতদের বয়স ১৪ থেকে ৫১ বছরের মধ্যে। তাদের বিভিন্ন আঞ্চলিক হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় কর্মকর্তাদের ভাষ্য, পার্টিতে এক হাজারের বেশি মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। ভিয়েনার একটি স্থানে জড়ো হওয়া লোকজনের কাছ থেকে প্রায় এক ব্লক দূরের অন্তত দুটি স্থানে ৫০টির বেশি গুলি চালানো হয়। গোলাগুলি শুরুর সময় ডেপুটিরা ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ছিলেন। তারা সেখানে পৌঁছানোর পরও প্রায় এক ব্লক দূরে আবার গুলি চালানো হয়।

ডুলি কাউন্টি হাই স্কুলের ‘হোমকামিং’ সপ্তাহান্তের আয়োজন ঘিরে এ ঘটনা ঘটে। শুক্রবার রাতে স্থানীয় হাই স্কুলের ফুটবল দলের ‘হোমকামিং’ ম্যাচে জয়ের পর আশপাশের বিভিন্ন কাউন্টি থেকে লোকজন ওই পার্টিতে জড়ো হয়েছিলেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম।

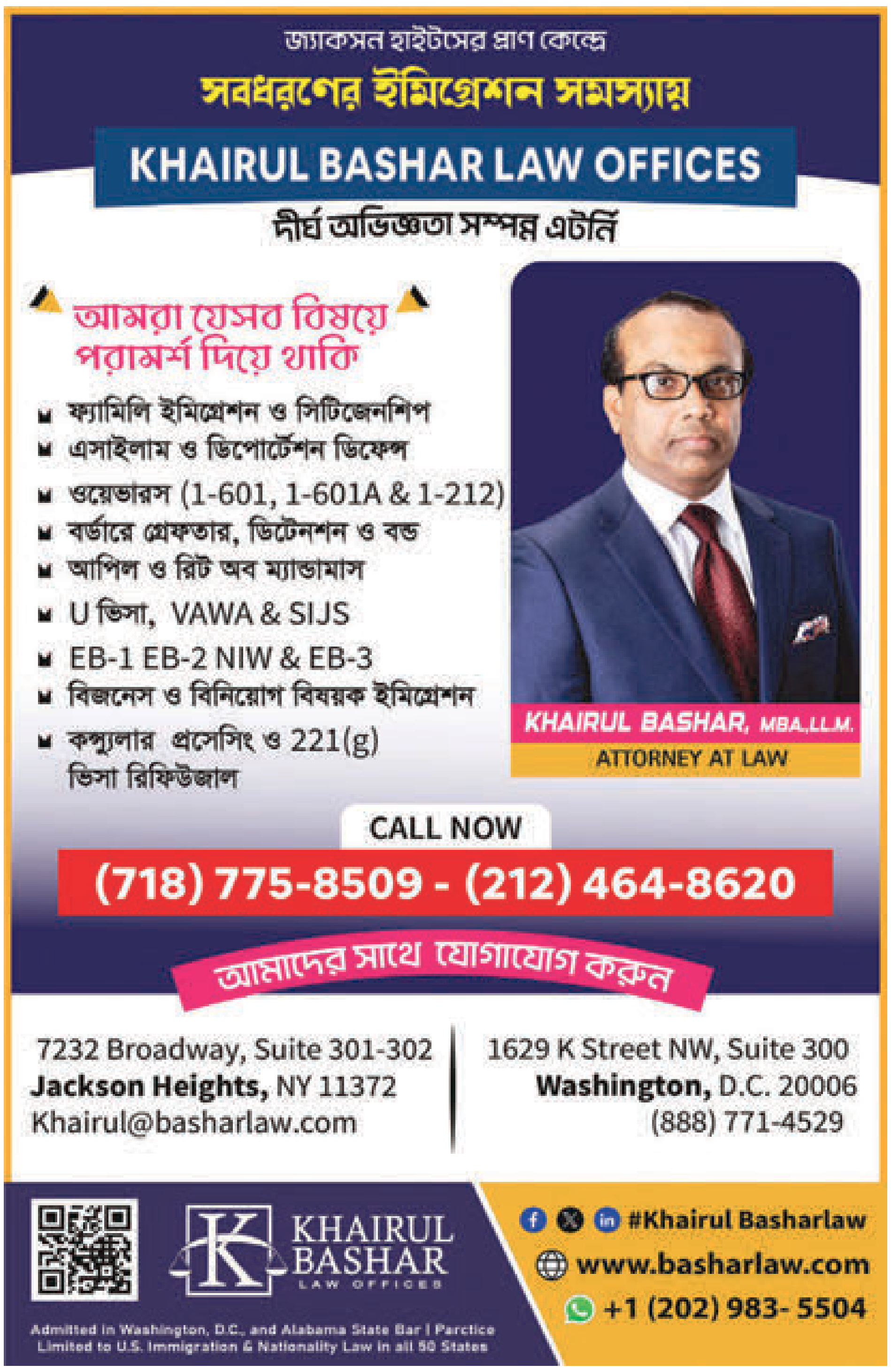

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

প্রার্থীদের সাথে নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময়

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সতন্ত্র ও দুটি প্যানেলের প্রার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার বাংলাদেশ সোসাইটি ভবনে আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় প্রার্থীদের সামনে ভোটার মেশিন ও স্যাম্পল ব্যালট পেপার প্রদর্শন করা হয়।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য প্রদানকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের ভোট প্রদানে প্রয়োজনীয় কি কি কাগজপত্র সাথে থাকতে হবে এবং ভোট প্রদানের বিভিন্ন নিয়মাবলী তুলে ধরেন। এছাড়াও সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সকলের সহযোগিতাও চান তিনি।

এসময় নির্বাচন কমিশনের সদস্য বদরুল এইচ খান, মোহাম্মদ শামসুদ্দিন আজাদ, মো. রুহুল আমিন সরকার, আহবাব চৌধুরী, মিঠু হামিদ মোহাম্মদ দুলাল মিয়া, সেলিম-আলী প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ আলী, কুনু-ফিরোজ পরিষদের সভাপতি প্রার্থী আজমল হোসেন কুনু, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ, দুই প্যানেলের বিভিন্ন পদের প্রার্থী ও সতন্ত্র পদের প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

টাইমস স্কয়ারে ১০-১১ অক্টোবর মহালয়া ও দুর্গোৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের ঐতিহাসিক টাইমস স্কয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বর্ণাঢ্য মহালয়া ও দুর্গোৎসব। আগামী ১০ ও ১১ অক্টোবর দুই দিনব্যাপী এ আয়োজনে থাকছে মহালয়ার চণ্ডীপাঠ, শিশু-কিশোরদের গীতাপাঠ, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা, অঞ্জলি, ধুনুচি নাচ এবং দেশ-বিদেশের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনা।

এ উপলক্ষে ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে উৎসবের বিস্তারিত কর্মসূচি তুলে ধরেন আয়োজকরা। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) সভাপতি ও সংগঠনের উপদেষ্টা অশোক রক্ষিত, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ হিন্দু কমিউনিটির সমাজসেবক নবেন্দু দত্ত, সভাপতি শশধর হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক নিরুপমা সাহা, বেদান্ত সোসাইটির সভাপতি রিনা সাহা, আড্ডা একাডেমির প্রধান পরিচালক আলপনা গুহ, আয়োজক কমিটির কর্মকর্তা অনুপম দত্ত, রোহান রাওয়াত ও সোমা মুখার্জি।

এ ছাড়া সংগীত সাধনা একাডেমির প্রধান পরিচালক মালবিকা চ্যাটার্জি, নৃত্যাঞ্জলি একাডেমির প্রধান পরিচালক চন্দ্রা ব্যানার্জী এবং পূজার পুরোহিত প্রবাস চক্রবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন।

সংগঠনের সভাপতি শশধর হাওলাদার জানান, টাইমস স্কয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো দুর্গোৎসব আয়োজনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ১০ অক্টোবর শনিবার সকাল ১১টায় সত্যম রায় চৌধুরীর চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে মহালয়ার অনুষ্ঠান শুরু হবে। এরপর নিউইয়র্কে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠিত হবে। গীতাপাঠ পরিচালনা করবেন সুতিপা চৌধুরী।

এরপর মালবিকা চ্যাটার্জির পরিচালনায় সংগীত সাধনা একাডেমির উদ্বোধনী সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। চন্দ্রা ব্যানার্জীর পরিচালনায় নৃত্যাঞ্জলির ৬০ জনের বেশি শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করবেন। পাশাপাশি বাফা ও আড্ডার শিল্পীরাও অংশ নেবেন।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী মেঘলা দাশ গুপ্ত সংগীত পরিবেশন করবেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডাঃ আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহঃ
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | SIMPLE Mobile | h2o UNLIMITED | T··Mobile | univision mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)
MATRIMONIAL SERVICE · NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

হিউস্টনে ফর্কলিফট অপারেটর নিয়োগ

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ইস্ট হিউস্টনে ফর্কলিফট অপারেটর নিয়োগ দেওয়া হবে। সিট-ডাউন ও স্ট্যান্ড-আপ ফর্কলিফট পরিচালনায় অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রথম ও তৃতীয় শিফটে কাজের সুযোগ রয়েছে। ঘণ্টাপ্রতি ১৬ থেকে ১৮ ডলার বেতন দেওয়া হবে।
পদের নাম: ফর্কলিফট অপারেটর, কর্মস্থল: ইস্ট হিউস্টন, টেক্সাস
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন
অভিজ্ঞতা: সিট-ডাউন ও স্ট্যান্ড-আপ ফর্কলিফট পরিচালনায় অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বেতন: ঘণ্টাপ্রতি ১৬ থেকে ১৮ ডলার
আবেদনের ঠিকানা: ১২১৪৬ ইস্ট ফ্রিওয়ে, হিউস্টন, টেক্সাস ৭৭০২৯
আবেদনের সময়: সকাল ৮টা থেকে ১১টা এবং দুপুর ১টা থেকে ৩টা।
ই-মেইল: tmd53@texasmgmt.com

ইলিনয়ে হাউসকিপিং কর্মী নিয়োগ

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ের লেক ব্লাফে ডেইজ ইন গ্রেট লেকস হোটেলে হাউসকিপিং পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন উভয় ধরনের কাজের সুযোগ রয়েছে। এ পদে কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে। উপযুক্ত প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
পদের নাম: হাউসকিপিং, কর্মস্থল: ডেইজ ইন গ্রেট লেকস, ৩০০০ এন স্ককি হাইওয়ে, লেক ব্লাফ, ইলিনয় ৬০০৪৪
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন
অভিজ্ঞতা: পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। উপযুক্ত প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহীরা ডেইজ ইন গ্রেট লেকস হোটেলের ফ্রন্ট ডেস্কে গিয়ে সরাসরি আবেদন করতে পারবেন। পাশাপাশি বিস্তারিত জানতে ই-মেইলে যোগাযোগ করা যাবে।
ঠিকানা: ৩০০০ এন স্ককি হাইওয়ে, লেক ব্লাফ, ইলিনয় ৬০০৪৪
ই-মেইল: days06724@gmail.com

হেয়ার সেলুনে স্টাইলিস্ট ও বারবার নিয়োগ

যুক্তরাষ্ট্রের আর্টিস্টিকা ওয়েভ হেয়ার সেলুনে অভিজ্ঞ স্টাইলিস্ট ও বারবার নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠিত এই সেলুনে গ্রাহক পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। নির্ভরযোগ্য ও পেশাদার সৌন্দর্যসেবা কর্মীদের স্থিতিশীল কর্মপরিবেশে কাজ ও ক্যারিয়ার উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া হবে।
পদের নাম: হেয়ার স্টাইলিস্ট ও বারবার,কর্মস্থল: আর্টিস্টিকা ওয়েভ হেয়ার সেলুন
চাকরির ধরন: নমনীয় কর্মসূচি, অভিজ্ঞতা: অভিজ্ঞ স্টাইলিস্ট ও বারবারদের আবেদন করতে হবে। আবেদন যেভাবে: আগ্রহীদের ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে। ফোন: ৮৪৭-৩৬৬-৩৭৮৪

আইন প্রতিষ্ঠানে রিসেপশনিস্ট নিয়োগ

যুক্তরাষ্ট্রের সামার্টিনো অ্যান্ড সুলতান ল গ্রুপে পূর্ণকালীন রিসেপশনিস্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে বন্ধুসুলভ, পেশাদার ও দায়িত্বশীল প্রার্থী খোঁজা হচ্ছে।
পদের নাম: রিসেপশনিস্ট
কর্মস্থল: সামার্টিনো অ্যান্ড সুলতান ল গ্রুপ
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন
অভিজ্ঞতা: রিসেপশনিস্ট বা আইন কার্যালয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
যোগ্যতা: পেশাদার ও অতিথিপরায়ণ আচরণ, যোগাযোগ ও সাংগঠনিক দক্ষতা, সময়ানুবর্তিতা, ব্যস্ত আইন কার্যালয়ে একসঙ্গে একাধিক কাজ সামলানোর সক্ষমতা এবং কাজের প্রতি মনোযোগ থাকতে হবে।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহীদের জীবনবৃত্তান্ত ও প্রত্যাশিত বেতন উল্লেখ করে ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
ই-মেইল: stephanie@ss-lawgroup.com

বাসা ভাড়া

১ম তলা – ২টি বেডরুম, ১টি বাথরুম, ১টি লিভিং রুম ও ১টি রান্নাঘর। ২য় তলা – ২টি বেডরুম, ১টি বাথরুম ও ১টি রান্নাঘর (ডুপ্লেক্স অ্যাটিক)। ঠিকানা: 9020 178th street Jamaica Queens. Starting to rent from November 1st, 2026 যোগাযোগের নম্বর :9173864215(12pm-5pm) or 3479018663(5pm-10pm) 21026

পার্টনার এবং ইনভেস্টর আবশ্যক

পেনসিলভেনিয়াতে SOLAR FACTORY এবং GARMENTS ব্যবসায় PARTNER & INVESTOR আবশ্যক; EB-5 এর মাধ্যমে গ্রীন কার্ড পাওয়ার সুযোগ আছে। Cel: 202 683 5854 21026

পাত্রী চাই

২৪ বছর বয়সী, লম্বা, সুদর্শন ও ধার্মিক পাত্রের জন্য মার্কিন নাগরিক বা গ্রীনকার্ডধারী পাত্রী আবশ্যক। পাত্র বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় বসবাসরত একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। পাত্র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। আইটি সেক্টরে চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
যোগাযোগ: (পাত্রের বড় ভাই) 347-935-6199
Email: towhid.ahmed@gmail.com 2.9.26

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১২২৫

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
B2
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Mohiuddin Dewan, Sr. Vice President
B3
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Kamruz Zaman, Vice President
B5
হারুন চেয়ারম্যান
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Harun Chairman, Asst. General Secretary
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
Nowshad Haider, Treasurer
B7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md. Z.H. Khan (Duke Khan), Organizing Secretary
B8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary
B9
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rezu Mohammed, Public Relation & Publicity Sect.
B10
মুনসুর আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mansur Ahammad, Social Welfare Secretary
B11
রুমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rumana Ahmed, Literary Secretary
B12
হাসান খান
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী
Hasan Khan, Sports & Ent. Secretary
B13
এএসএম মাইন উদ্দীন (বাবলু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদপ্রার্থী
Asm Main Uddin (Bablu), School & Edu. Secretary
B14
শাহনাজ হোসেন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Shahanaz Hossain, Woman & Children Secretary
B15
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী
Jahangir Shahid Suhrawardhy, Youth & IT Secretary
B16
মো: উজ্জল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Uzzal Bipul, Executive Member
B17
সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Sarwor Khan Babu, Executive Member
B18
মো: এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Mohammed A Mannan, Executive Member
B19
শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Shamim Ahmed, Executive Member
B20
মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Abdul Maleque Khan, Executive Member
B21
কাজী রবিউজ্জামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Kazi Rabiuzzaman, Executive Member
অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে চ্যানেল আইয়ের জন্মদিন উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে ২ অক্টোবর , শুক্রবার রাতে আনন্দ-আয়োজন আর কেক কাটার মধ্য দিয়ে বেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে উদযাপিত হয়েছে বাংলাদেশের জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল আইয়ের জন্মদিন।

বেঙ্গল ক্লাবের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিরা কেক কেটে চ্যানেল আইয়ের জন্মদিন উদযাপন করেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল আই টেলিভিশনের নিউ জার্সি প্রতিনিধি সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরী।

বেঙ্গল ক্লাবের কর্মকতারা চ্যানেল আই টেলিভিশনের জন্মদিনের শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে তাঁর হাতে পুস্পস্তবক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শাহরু রাজা চৌধুরী, আনিসুর রহমান, মোঃ কায়সার প্রমুখ। দীর্ঘ পথচলায় চ্যানেল আই বাংলাদেশের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সংবাদকে যুক্ত করে চলেছে— এমন কথা উঠে আসে বক্তাদের বক্তব্যে ।

অনুষ্ঠানে জন্মদিনের কেক কাটার পাশাপাশি চলে সংগীত পরিবেশন ,শুভেচ্ছা বিনিময় ও আনন্দ-আড্ডা। হেলাল হাসান ও মাসুম বাউল সংগীত পরিবেশন করেন ।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে আর রুটিন পাসপোর্ট স্ট্যাম্প নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় বিদেশি ভ্রমণকারীদের পাসপোর্টে আর নিয়মিতভাবে স্ট্যাম্প দেওয়া হবে না। ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশন (সিবিপি) সম্প্রতি এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। সীমান্ত ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ পরিবর্তন আনা হচ্ছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।

১ অক্টোবর ২০২৬ সিবিপির ক্যারিয়ার লিয়াজোঁ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশিত একটি বুলেটিনে সিদ্ধান্তটি জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, প্রবেশের সময় প্রাথমিক যাচাই বা প্রাইমারি স্ক্রিনিং পর্যায়ে, অর্থাৎ যাত্রীরা যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার প্রথম চেকপয়েন্টে, আর রুটিন স্ট্যাম্প দেওয়া হবে না।

সিবিপির ভাষ্য, সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় স্বয়ংক্রিয় ফরম, মোবাইল সেবা ও ফেসিয়াল বায়োমেট্রিক প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। রুটিন স্ট্যাম্প বাদ দিলে প্রাইমারি কন্ট্রোলে কর্মকর্তাদের সময় কমবে এবং সামগ্রিক পরিচালন ব্যয়ও হ্রাস পাবে।

সিবিপি স্পষ্ট করেছে, স্ট্যাম্প ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না। কোনো যাত্রীকে অতিরিক্ত পরীক্ষার জন্য সেকেন্ডারি স্ক্রিনিংয়ে পাঠানো হলে কর্মকর্তারা স্ট্যাম্প দিতে পারবেন। কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ইমিগ্রেন্ট ভিসা প্রক্রিয়াকরণের সময়, প্রাইমারি পর্যায়েও স্ট্যাম্প ব্যবহার চলতে পারে।

যেসব যাত্রী স্মারক হিসেবে বা নিজের রেকর্ডের জন্য পাসপোর্টে স্ট্যাম্প চান, তাঁরা সীমান্তে সিবিপি কর্মকর্তাকে অনুরোধ করলে তা দেওয়া হবে। স্ট্যাম্প রুটিন প্রক্রিয়ার অংশ না থাকলেও এ অনুরোধ রাখা হবে।

বুলেটিনে পরিবর্তনটি কার্যকরের নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। সিবিপি শুধু জানিয়েছে, চলমান আধুনিকায়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে রুটিন স্ট্যাম্প বন্ধ হবে।

স্ট্যাম্প না থাকলেও প্রবেশের কোনো রেকর্ড অনুপস্থিত থাকবে না। বিদেশি ভ্রমণকারীদের জন্য প্রবেশের সরকারি রেকর্ড হলো ইলেকট্রনিক ফর্ম I-94, যা সিবিপির আগমন ও প্রস্থান সংক্রান্ত নথি। যাত্রী প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার পর ভ্রমণকারীরা সিবিপির অফিসিয়াল I-94 পোর্টাল অথবা বিনামূল্যের CBP One মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের প্রবেশের প্রমাণ, ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস এবং অনুমোদিত অবস্থানের মেয়াদ দেখতে পারবেন। সরকারি সংস্থা, স্কুল বা নিয়োগকর্তার কাছে বৈধ প্রবেশের প্রমাণ দেখানোর প্রয়োজন হলে এই নথি দেখা ও প্রিন্ট করা যাবে।

I-94 রেকর্ডে কোনো ভুল থাকলে দ্রুত সংশোধনের জন্য সিবিপির অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শও দিয়েছে সংস্থাটি।

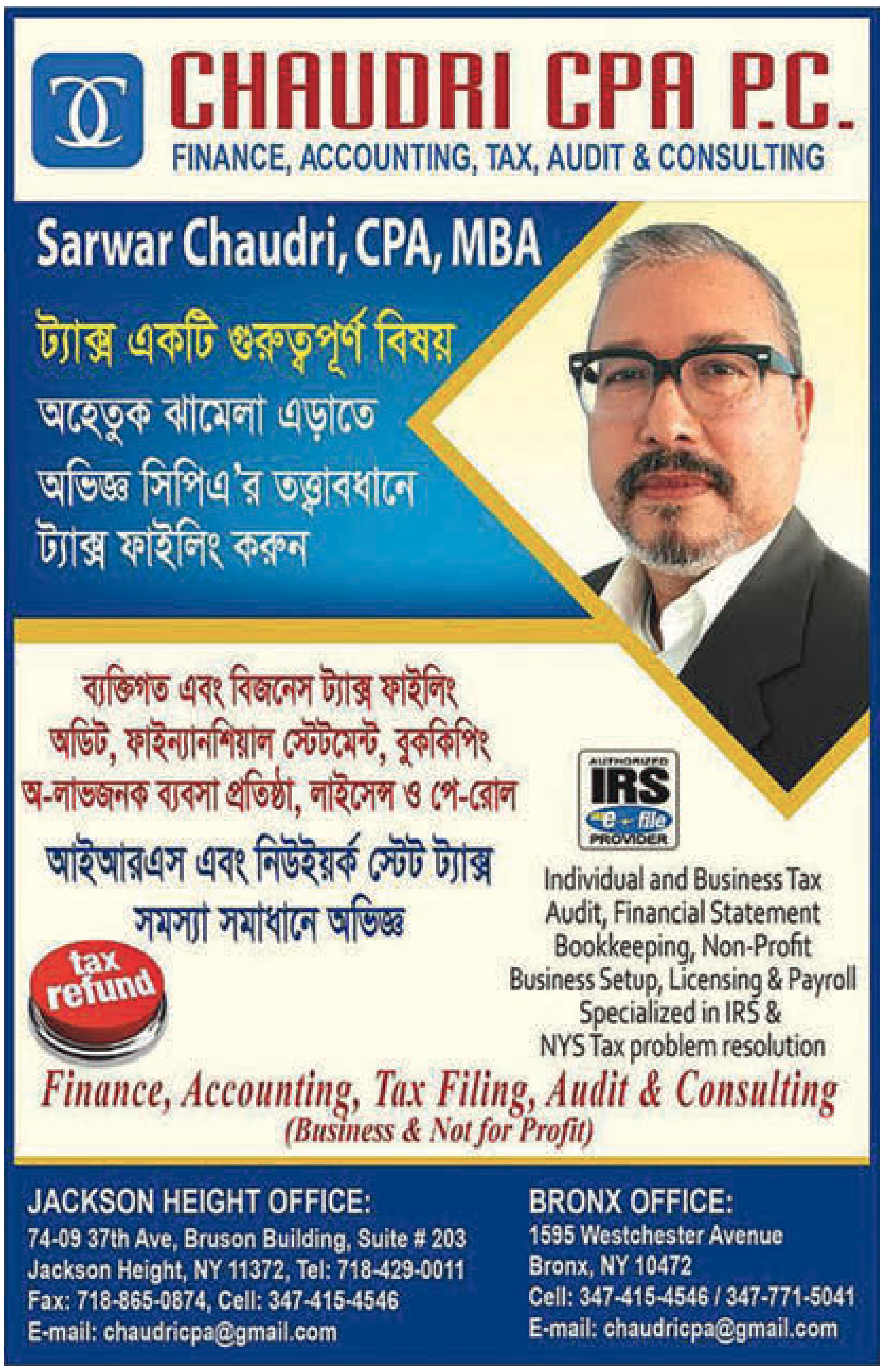

স্কুল চলাকালে সড়ক বন্ধের পাইলট প্রকল্প নিউইয়র্কে

উত্তর আমেরিকা অফিস

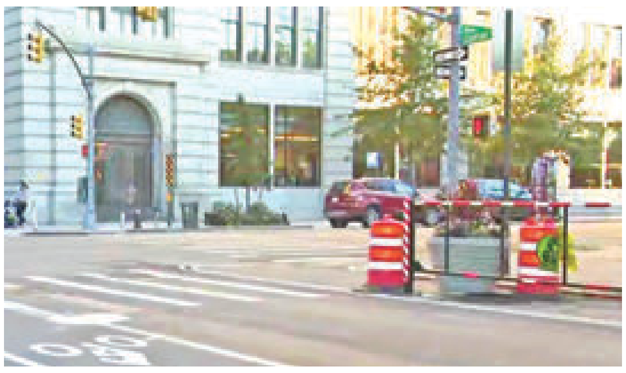

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের ওয়েস্ট ভিলেজে শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল চলাকালে গাড়িমুক্ত অতিরিক্ত জায়গা তৈরির একটি পাইলট প্রকল্প চালু হয়েছে। ক্লার্কসন ও হাডসন স্ট্রিটে একটি নতুন গেট বসানো হয়েছে, যা সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা যাবে।

দুটি স্কুলের কাছাকাছি এই এলাকায় শিক্ষার্থীরা বিরতি, স্কুলের কার্যক্রম ও বাইরের বিভিন্ন কাজে অতিরিক্ত জায়গা ব্যবহার করতে পারবে। স্কুল কর্তৃপক্ষের কর্মীরা সেখানে শিক্ষার্থীদের তদারকি করবেন।

নিউইয়র্কের পরিবহন কমিশনার মাইক ফ্লিন বলেন, ছোট এই গেটটির মাধ্যমে ভবিষ্যতে শহরের সড়ক ব্যবহারে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তবে হল্যান্ড টানেলের দিকে যাওয়া যানবাহনের ওপর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগও রয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে গেট বন্ধ করার সময় এলাকায় যানজটের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রকল্পটির জন্য বেসরকারিভাবে ১ লাখ ডলার ব্যয় হয়েছে। আয়োজকদের দাবি, প্যারিসের অনুরূপ উদ্যোগ অনুসরণ করে প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে।

গঙ্গা চুক্তি নবায়ন নয়, নতুন চুক্তি চায় এনসিপি: নাহিদ ইসলাম

ঢাকা ডেস্ক

গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে শুধু চুক্তি নবায়ন না করে নতুন করে চুক্তি করার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। একই সঙ্গে তিস্তাসহ সব অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন ও নদী ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সমান অংশীদারত্ব নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার বিকেলে রাজধানীর পলাশী চত্বরে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভের পাদদেশে শহীদ আবরার ফাহাদের সপ্তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় এসব কথা বলেন নাহিদ ইসলাম।

নাহিদ ইসলাম

নাহিদ ইসলাম বলেন, ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তির ৩০ বছরের মেয়াদ চলতি বছরের ডিসেম্বরে শেষ হতে যাচ্ছে। এই মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সামনে নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। আবরার ফাহাদ যে ন্যায্যতার কথা বলেছিলেন, এখন তা বাস্তবায়নের সময় এসেছে। তিনি বলেন, এটা শুধু নবায়ন করলেই হবে না, নতুন করে চুক্তি স্বাক্ষরিত করতে হবে। আর এটা শুধু পানিবণ্টনের প্রশ্ন নয়, নদীর যৌথ হিস্যার যৌথ নদী ব্যবস্থাপনাতেও বাংলাদেশের অংশীদারত্ব লাগবে।

পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ রাখার দাবি জানিয়ে এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ন্যূনতম প্রবাহ সব সময় নাব্য বজায় রাখার জন্য নিশ্চিত করতে হবে। যদি শুষ্ক মৌসুম আসে, যদি কোনো ধরনের ঘাটতি হয়, সেই ঘাটতি ভারত-বাংলাদেশ সমানভাবে নিতে হবে। এই গ্যারান্টি ক্লজসহ এই চুক্তি নতুন করে করতে হবে। নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, ভারত যদি সত্যিকার অর্থে প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক চায়, তাহলে শুধু গঙ্গা নয়, তিস্তাসহ যেসব অভিন্ন নদী রয়েছে, সেসব নদীর পানিবণ্টন চুক্তি সমভাবে ও ন্যায্যভাবে সম্পাদন করতে হবে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো ধরনের শত্রুতা তাঁরা চান না। তবে বাংলাদেশের স্বার্থ সুরক্ষিত হচ্ছে কি না, সেটিই মূল প্রশ্ন।

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, 'আমাদের সঙ্গে ভারতের অভিন্ন অনেকগুলো নদী রয়েছে। আন্তর্জাতিক নদী আইন অনুসারেও এই নদীগুলোর ন্যায্য হিস্যা বাংলাদেশের পাওয়ার কথা থাকলেও গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ সেই ন্যায্য হিস্যা পায়নি।'

এ সময় ফারাক্কা বাঁধের প্রসঙ্গ তুলে ধরে নাহিদ ইসলাম বলেন, ভারত ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণ করে গঙ্গার পানি নিয়ন্ত্রণ করছে। এর ফলে বাংলাদেশের পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার প্রশ্নটি দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত রয়েছে।

গাড়ি চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে খারাপ শহরগুলোর তালিকায় নিউইয়র্ক

মিনহাজুল ইসলাম

গাড়ি চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে খারাপ শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে উঠে এসেছে নিউইয়র্ক। ২০২৬ সালের ওয়ালেটহাবের এক গবেষণায় দেশটির ১০০টি বৃহত্তম শহরের মধ্যে নিউইয়র্ককে ৯৭তম অবস্থানে রাখা হয়েছে।

অর্থাৎ গাড়ি চালানোর দিক থেকে নিউইয়র্ক চতুর্থ সবচেয়ে খারাপ শহর হিসেবে স্থান পেয়েছে। নিউইয়র্কের নিচে রয়েছে শুধু লস অ্যাঞ্জেলেস, ওয়াশিংটন ও ফিলাডেলফিয়া।

গবেষণায় গাড়ি চালানোর খরচ, যানজট ও অবকাঠামো, সড়ক নিরাপত্তা এবং গাড়ি পাওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ—এই চারটি প্রধান বিষয়সহ মোট ৩০টি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। ১০০-এর মধ্যে নিউইয়র্কের মোট স্কোর ৩৮ দশমিক ২৭।

যানজট ও অবকাঠামো বিভাগে নিউইয়র্ক ১০০তম অবস্থানে রয়েছে, যা গবেষণায় সবচেয়ে খারাপ অবস্থান। গাড়ি মালিকানা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচের ক্ষেত্রে শহরটি ৮৭তম এবং গাড়ি পাওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগের ক্ষেত্রে ৮৩তম অবস্থানে রয়েছে।

তবে সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিউইয়র্কের অবস্থান তুলনামূলক ভালো। এই বিভাগে শহরটি ২১তম অবস্থানে রয়েছে।

গবেষণার বিভিন্ন সূচকে নিউইয়র্কের অবস্থানের মধ্যে রয়েছে—যানজটে গাড়িপ্রতি বার্ষিক সময়ের ক্ষেত্রে ৬৫তম, দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় ৫২তম, গাড়ি চুরির হারে ১৯তম, মাথাপিছু গাড়ি মেরামতের দোকানের সংখ্যায় ১০০তম, গড় জ্বালানি মূল্যে ৬৪তম, গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ে ১০০তম এবং গড় পার্কিং খরচে ৭৯তম।

ওয়ালেটহাব জানিয়েছে, যানজটে অতিরিক্ত সময় ব্যয়ের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ বছরে গড়ে ৮৯৪ ডলার পর্যন্ত ক্ষতির মুখে পড়েন।

অন্যদিকে গাড়ি চালানোর জন্য সবচেয়ে ভালো শহর হিসেবে তালিকার শীর্ষে রয়েছে অ্যারিজোনার স্কটসডেল। এরপর রয়েছে আইডাহোর বোইসি ও ইন্ডিয়ানার ফোর্ট ওয়েইন।

আঞ্চলিক শহরগুলোর মধ্যে পিটসবার্গ ৬২তম, নিউয়ার্ক ৮৭তম, জার্সি সিটি ৮৮তম, বাল্টিমোর ৯২তম, ওয়াশিংটন ৯৯তম এবং ফিলাডেলফিয়া ১০০তম অবস্থানে রয়েছে।

ওয়ালেটহাবের এই র‍্যাংকিং বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও নির্ধারিত পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি; এটি কোনো ব্যক্তিগত চালকের অভিজ্ঞতার সরাসরি পরিমাপ নয়।

আইনের শাসন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি জরুরি

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

ঢাকা ডেস্ক

দেশের মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে সরকারকে কার্যকর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। তিনি বলেছেন, 'অপরাধী যে রাজনৈতিক পরিচয়েরই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।'

রাজধানীর গুলশানে জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আজ মঙ্গলবার দুপুরে অনুষ্ঠিত দলটির প্রেসিডিয়াম সভায় সভাপতির বক্তব্যে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এ কথা বলেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া দেশে স্থায়ী শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি প্রতিষ্ঠাও জরুরি।'

ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

পদ্ধতির চেয়ে কতটা সাশ্রয়ী, তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

এই গবেষণার মূল অবদান কেবল একক কোনো ব্যবসায়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং গবেষণাপত্র প্রকাশ, পুনঃব্যবহারযোগ্য ড্যাশবোর্ড টেমপ্লেট এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য প্রশিক্ষণ সামগ্রীর মাধ্যমে সামগ্রিক খাতে এটি ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরে এমন এক বাস্তবমুখী কৌশল গড়ে তুলতে চান মো. আলী আজম, যা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহারে উৎসাহিত করবে এবং দেশটির সার্বিক ব্যবসায়িক উৎপাদনশীলতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

দেশে বিলিয়ন ডলার

শেষ পৃষ্ঠার পর

তাদের বৈশ্বিক যোগাযোগ, দক্ষতা ও পেশাগত অভিজ্ঞতাকে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করাই এ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

আহসান এইচ মনসুর বলেন, প্রবাসীদের সঞ্চিত পুঁজি, বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক ও পেশাগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে প্রযুক্তিনির্ভর এবং উচ্চমূল্যের বিনিয়োগের কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্যেই এই কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।

এম ক্যাপিটাল প্রবাসী ও দেশীয় বিনিয়োগকারীদের অর্থ দেশের উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে গঠিত একটি বিশেষায়িত বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান। ঢাকার বনানীতে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় নিবন্ধিত রয়েছে।

২ কোটি প্রবীণকে ৯০ ডলারের চেক

শেষ পৃষ্ঠার পর

লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় দেশে ঢুকতে দিয়েছেন, আর তিনি নিজে সেই ক্ষতি সামলে প্রবীণদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন।

হোয়াইট হাউসের প্রকাশিত তথ্যপত্র অনুযায়ী, পার্ট বি-তে নিবন্ধিত দুই কোটিরও বেশি মানুষ মাথাপিছু ৯০ ডলার করে পাবেন। বেশির ভাগ প্রাপক অক্টোবরের শুরুতেই ব্যাংক হিসাবে সরাসরি টাকা পাবেন। বাকিদের কাছে চেক যাবে ডাকযোগে। তবে সবাই এর আওতায় পড়বেন না। যাঁদের প্রিমিয়াম আগে থেকেই মেডিকেড বহন করছে, কিংবা যাঁরা আয়ভিত্তিক মাসিক সমন্বয় অঙ্ক নামের বাড়তি প্রিমিয়াম দেন, তাঁরা এই সুবিধা পাবেন না।

সরকারি সংস্থা সেন্টারস ফর মেডিকেয়ার অ্যান্ড মেডিকেড সার্ভিসেসের তথ্য বলছে, ২০২৬ সালে পার্ট বি-র সাধারণ মাসিক প্রিমিয়াম ২০২ দশমিক ৯০ ডলার। বার্ষিক কর্তনযোগ্য অঙ্ক ২৮৩ ডলার। অর্থাৎ এককালীন ৯০ ডলার মাসিক প্রিমিয়ামের অর্ধেকেরও কম, যা সব মিলিয়ে সামান্য স্বস্তি দিলেও কাঠামোগত ব্যয়ের বোঝা তেমন কমাবে না।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, মেডিকেয়ার আরও সাশ্রয়ী করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। তাঁর ভাষ্য, এই তহবিলের পাশাপাশি তাঁর "মোস্ট ফেভার্ড নেশনস" চুক্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে প্রবীণদের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হচ্ছে।

এই ঘোষণা এসেছে এমন সময়ে, যখন প্রশাসন আরও একটি অর্থ ফেরতের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

ওবামাকেয়ারে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের শিকার প্রায় ১০ লাখ মানুষকে কিছু অর্থ ফেরত দেওয়া হচ্ছে। ৩০টি অঙ্গরাজ্যের ৯ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষের কাছে ইতিমধ্যে ৫০০ ডলারের চেক পাঠাতে শুরু করেছে মার্কিন ট্রেজারি। সঙ্গে থাকছে ট্রাম্পের নিজের লেখা একটি চিঠি। প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট করেছেন, নতুন মেডিকেয়ার চেক সেই কর্মসূচি থেকে আলাদা।

সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি অবশ্য রয়ে গেছে আরেকটি প্রতিশ্রুতিকে ঘিরে। এই সামারে অনুষ্ঠিত রিপাবলিকান পার্টির মধ্যবর্তী নির্বাচনী সম্মেলনে ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, কংগ্রেসের দুই কক্ষেই রিপাবলিকানরা নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখলে প্রত্যেক মার্কিন নাগরিক ৫ হাজার ডলারের "ট্রাম্প ডিভিডেন্ড" পাবেন। প্রস্তাবিত এই অর্থ প্রদানের ব্যয় এক ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং তা জাতীয় ঋণ আরও বাড়াবে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, নতুন মেডিকেয়ার চেক সেই প্রতিশ্রুতির পথে কোনো বাধা হবে না। তাঁর ভাষায়, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি কথা রেখেছেন বলে আমেরিকানরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে ডিভিডেন্ডও মিলবে, যদি রিপাবলিকানরা নির্বাচনে জেতে।

নভেম্বরের নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, একের পর এক নগদ সহায়তার ঘোষণা তাই শুধু অর্থনীতির নয়, ভোটের হিসাবেরও অংশ হয়ে উঠছে, এ কথা বলাই বোধ করি অতিশয়োক্তি হবে না।

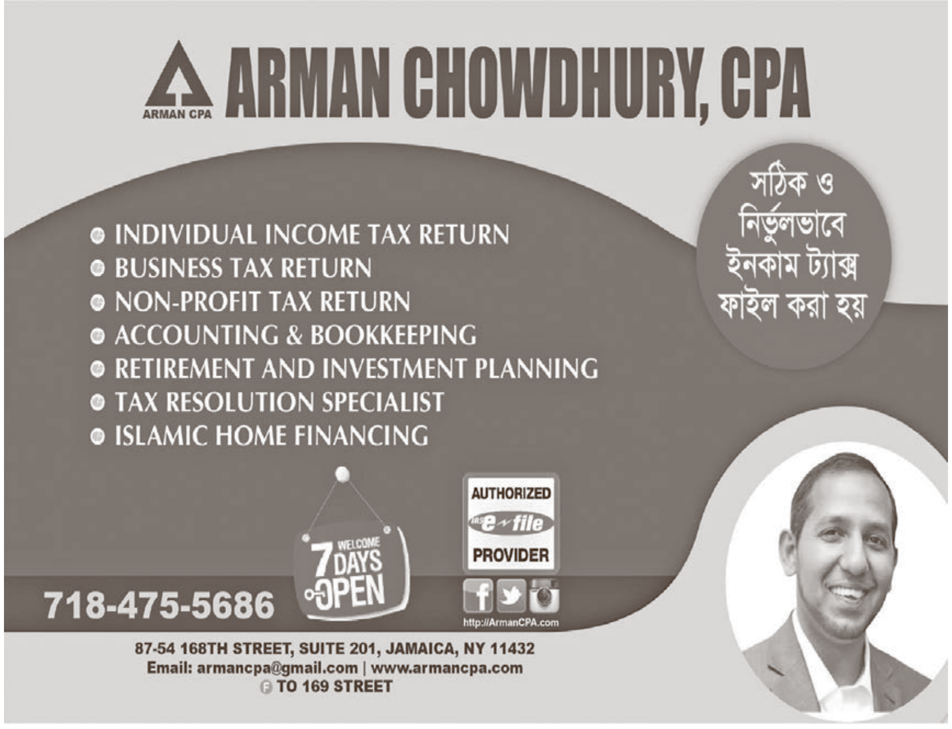

জ্যামাইকায় বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখার উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখা উদ্বোধন করেছে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক। গত ২ অক্টোবর জ্যামাইকায় অবস্থিত অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন এই শাখার যাত্রা শুরু হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। পরে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তা, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, সাবেক নেতৃবৃন্দ, আজীবন ও সাধারণ সদস্য, গণমাধ্যমকর্মী এবং শতাধিক অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির ব্রুকলিন শাখা ও সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে গত ১২ থেকে ১৫ বছর ধরে সফলভাবে বাংলা স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। জ্যামাইকায় তৃতীয় শাখা উদ্বোধন তাদের জন্য বিশেষ মুহূর্ত উল্লেখ করে তিনি স্কুলের পরিচালক সৈয়দ উল্লাহ, পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার। প্রতিটি এলাকায় একটি করে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। ব্রঙ্কসে নতুন শাখা চালুর প্রক্রিয়া চলছে এবং পরবর্তী সময়ে উডসাইডেও স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি। এ জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতা ও শিশুদের নিয়মিত স্কুলে আনার আহ্বান জানান তিনি।

স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক হাসান জিলানী বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশুদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নতুন প্রজন্ম যেন মাতৃভাষা ও শিকড়কে ভুলে না যায়, সে লক্ষ্যেই বাংলা স্কুল কাজ করছে। তাঁর মতে, বাংলা স্কুল শুধু ভাষা শেখার প্রতিষ্ঠান নয়, এটি নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তাদের পরিচয় ও শিকড়ের সেতুবন্ধন।

অনুষ্ঠানে ব্রুকলিন শাখার শিক্ষিকা ফারজিন রাখি কবির বলেন, তাঁর তিন সন্তানই বাংলাদেশ সোসাইটির বাংলা স্কুলের শিক্ষার্থী ছিল। তাঁর বড় সন্তান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেডারেল চাকরি করছেন, দ্বিতীয় সন্তান নাসায় কাজ করছেন এবং ছোট সন্তান কাব্য কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে পড়ছেন। তিনি জ্যামাইকা শাখার সাফল্য কামনা করেন।

জ্যামাইকা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রুমানা আফরোজ বলেন, তিনি শিশুদের সঙ্গে থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন এবং এ কাজে অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সদস্য আবুল কাশেম চৌধুরীসহ সাবেক নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনী অঙ্গীকারের অন্যতম বিষয় ছিল বাংলা স্কুল সম্প্রসারণ। সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই জ্যামাইকায় তৃতীয় শাখা চালু করা হয়েছে। তারা জানান, বর্তমান কমিটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং এর মধ্যেই আরও দুটি স্কুল উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে।

আয়োজকেরা জানান, স্কুলটি সপ্তাহে দুই দিন পরিচালিত হবে। পাশাপাশি অভিভাবকদের সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে আনা-নেওয়ার দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

আরেক বাংলাদেশি তরুণের অপমৃত্যু

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত আহসান

নিজস্ব প্রতিবেদক

শনিবারের ভোর তখনও ফোটেনি। ঘড়িতে ৪টা ২০ মিনিট। ব্রঙ্কসের মেজর ডিগান এক্সপ্রেসওয়ের উত্তরমুখী লেনে। ম্যাকম্বস ড্যাম ব্রিজের কাছাকাছি, একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডরেলে আছড়ে পড়ে। ছিটকে পড়া আরোহী আর উঠে দাঁড়াননি। তাঁর নাম শাহ আহসান আরদি, বয়স ২৪। ব্রঙ্কসের ওয়েকফিল্ডের বাসিন্দা, এবং তিনি বাংলাদেশি। ঘটনাস্থলেই প্যারামেডিকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, আঘাতে তাঁর শরীরে মারাত্মক ট্রমা হয়েছিল। এই ঘটনা ঘটেছে ৩ অক্টোবর, শনিবার।

শাহ আহসান আরদি

পুলিশের প্রাথমিক বিবরণ অনুযায়ী, আরদি উত্তরমুখী লেন ধরে যাচ্ছিলেন। গার্ডরেলে ধাক্কা খান এবং ছিটকে পড়েন। দুর্ঘটনার পর প্রায় চার ঘণ্টা ধরে ওই অংশের উত্তরমুখী সব লেন বন্ধ রাখা হয়। পুলিশের কলিশন ইনভেস্টিগেশন স্কোয়াড কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চালাচ্ছে। কোনো গ্রেপ্তারের খবর নেই। দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে পুলিশ এখনও চূড়ান্ত কিছু জানায়নি।

কমিউনিটি সূত্রে জানা যায়, আরদী বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামের সন্তান। তাঁর বাবা যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী শাহ মোহাম্মদ আসাদ মিয়া। আরদি তাঁর বড় ছেলে। আইটি ইঞ্জিনিয়ার হিসবে পেশাজীবন শুরু করেছিলেন মেধাবী এ যুবক। তাঁর অকালমৃত্যুর খবরে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গভীর শোকের ছায়া নেমেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ব্রঙ্কসের মহাসড়কে মোটরসাইকেল-ঝুঁকির চিত্রটি নতুন নয়। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের মে পর্যন্ত ব্রঙ্কসের হাইওয়েতে তেরো জন মোটরসাইকেল আরোহী মারা গেছেন, তাঁদের ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে একা মেজর ডিগানেই।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট, ষ্টুডেন্ট বা ট্রানজিট ভিসা অথবা
অন্য যে-কোন উপায়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস ও ব্যবসায়ের বিষয়ে
বেস্ট ইমিগ্রেশন ও বিজনেস কনসালটিং অফিস

Political Asylum
নির্ভূল ফাইলিং এর পূর্ণ সহায়তা এবং পরবর্তীতে গ্রীনকার্ড পাবার নানা উপায়-সহ যাবতীয় বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ।
পলেটিক্যাল এসাইলাম এর মাধ্যমে মোটামুটি ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল-সহ বৈধভাবে বসবাসে সহযোগীতা।

SIJS (Special Immigrant Juvenile Status)
আমেরিকায় বসবাসরত ২১ বছরের নীচের ছেলে-মেয়েদের সীজ প্রোগ্রামের আওতায় গ্রীনকার্ড প্রসেস করা হয়।
অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন।

VAWA (Violence Against Women Act)
আমেরিকান সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ড হোল্ডারকে বিয়ে করার পরও নানা কারণে গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না;
অথবা গ্রীনকার্ডটি রিভোক হতে যাচ্ছে! আমাদের সংগে আজই যোগাযোগ করুন।

E2 / L1 | EB-3
SIJS | VAWA
POLITICAL ASYLUM

ফোনে এপয়েন্টমেন্ট করে আসুন
Old Club Man Corporation
(718) 839-5812 | (212) 814-4068
16222 87th Road, Jamaica, NY 11432

প্রশ্ন করতে ভয় পাওয়া সমাজের ভবিষ্যৎ কী?

জহিরুল ইসলাম

শিশুটি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "এটা এমন কেন?" বড় কেউ হয়তো বললেন, "এত প্রশ্ন করো কেন? যা বলা হয়েছে, তাই করো।" শিশুটি চুপ করে গেল। কয়েক বছর পর শ্রেণিকক্ষে সে উত্তর জানে না, কিন্তু হাত তুলল না। আরও পরে কর্মক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্ত তার কাছে অযৌক্তিক মনে হলো, তবু প্রশ্ন করল না। একদিন নাগরিক হিসেবে কোনো সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চাইলেও মনে হলো, প্রশ্ন করলে যদি বিপদ হয়?

এই ছোট ছোট নীরবতার যোগফলই একসময় একটি সমাজের চরিত্র তৈরি করে।

প্রশ্ন মানুষের চিন্তার স্বাভাবিক দরজা। শিশুর প্রথম 'কেন' থেকে জ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়। বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে প্রশ্ন করে এগোয়, দর্শন প্রশ্নের ভেতর দিয়ে সত্যের সন্ধান করে, সাহিত্য প্রচলিত বাস্তবতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষটিকে খুঁজে ফেরে। গণতন্ত্রও শেষ পর্যন্ত নাগরিকের প্রশ্ন করার অধিকার ও ক্ষমতার কাছে জবাবদিহির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

তাহলে যে সমাজে মানুষ প্রশ্ন করতে ভয় পায়, সেই সমাজের ভবিষ্যৎ কী?

প্রশ্নটি আসলে শুধু স্বাধীন মতপ্রকাশের নয়; এটি একটি সমাজ কতটা চিন্তাশীল, আত্মসংশোধনক্ষম ও ভবিষ্যৎমুখী— তারও প্রশ্ন।

প্রশ্ন থেকে ভয় পর্যন্ত মানুষ জন্মগতভাবে প্রশ্নকারী। কিন্তু বড় হতে হতে সে অনেক সময় শিখে যায়—কোন প্রশ্ন করা যাবে, কোনটি যাবে না; কাকে প্রশ্ন করা যাবে, কাকে নয়।

পরিবারে শিশুকে বলা হয়, "বড়দের কথার ওপর কথা বলবে না।" বিদ্যালয়ে কখনো কখনো মুখস্থ উত্তরকে কৌতূহলের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয়। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনকে প্রশ্ন করাকে কেউ কেউ অবাধ্যতা হিসেবে দেখেন। সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করলে মানুষকে অশ্রদ্ধাশীল বা বিচ্ছিন্ন বলে চিহ্নিত করার প্রবণতাও আছে।

এভাবে প্রশ্নের জায়গা দখল করে নেয় ভয়। প্রথমে থাকে ভুল বলার ভয়। তারপর অপমানিত হওয়ার ভয়। এরপর সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ভয়, সুযোগ হারানোর ভয়, সামাজিকভাবে একঘরে হওয়ার ভয়। শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়তো নিজের কাছেই প্রশ্ন করতে ভয় পায়। এখানেই বিপদটি সবচেয়ে গভীর।

কারণ মানুষ যখন বাইরের প্রশ্ন হারায়, তখন একসময় নিজের বিশ্বাসকেও পরীক্ষা করার অভ্যাস হারাতে পারে।

প্রশ্ন মানেই অবমাননা নয়

অবশ্য প্রশ্ন করার স্বাধীনতাকে প্রশ্নহীন স্বাধীনতা হিসেবে দেখা যাবে না। প্রশ্ন মানে কাউকে অপমান করা নয়। সমালোচনা মানে শত্রুতা নয়। সন্দেহ মানে বিদ্বেষ নয়। ভিন্নমত মানে বিশ্বাসঘাতকতা নয়।

একটি সুস্থ সমাজে প্রশ্নেরও নৈতিকতা থাকে। প্রশ্ন হতে পারে কঠিন, কিন্তু তার ভাষা দায়িত্বশীল হতে পারে; মতভেদ তীব্র হতে পারে, কিন্তু যুক্তি ও প্রমাণের প্রতি সম্মান থাকতে পারে।

বরং সমস্যার শুরু তখনই, যখন যুক্তিসংগত প্রশ্নকে অশ্রদ্ধা হিসেবে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়।

কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, মত বা সিদ্ধান্ত—কিছুই প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। আবার কোনো প্রশ্নও সত্যের ঊর্ধ্বে নয়। প্রশ্নের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সত্যকে আরও স্পষ্ট করা, মানুষকে হেয় করা নয়। এই পার্থক্যটি ভুলে গেলে প্রশ্নের সংস্কৃতিও বিশৃঙ্খলায় পরিণত হতে পারে।

শিক্ষার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা

প্রশ্ন করার অভ্যাস তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা শিক্ষা। অথচ শিক্ষার সাফল্য যদি শুধু পরীক্ষার নম্বর, মুখস্থ উত্তর ও সনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে শিক্ষার্থী হয়তো অনেক উত্তর জানবে, কিন্তু উত্তরটির পেছনের কারণ নিয়ে ভাববে না।

আন্তর্জাতিক গবেষণাতেও প্রশ্ন করার সঙ্গে শেখার সম্পর্কটি গুরুত্ব পেয়েছে। এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় বুঝতে না পারলে নিয়মিত প্রশ্ন করার প্রবণতা তাদের শেখার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত; সমালোচনামূলক চিন্তাকেও সেখানে প্রাথমিক বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা, নতুন তথ্য বিবেচনা করা এবং নতুন সিদ্ধান্তের যুক্তি যাচাই করার সক্ষমতা হিসেবে দেখা হয়েছে।

অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষ-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, ভালো প্রশ্ন শুধু তথ্য মনে করিয়ে দেয় না; শিক্ষার্থীকে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, যুক্তি দেওয়া ও অনুমান করার মতো উচ্চতর চিন্তায় নিয়ে যায়।

অর্থাৎ শিক্ষক শুধু উত্তর দেওয়ার মানুষ নন; তিনি এমন পরিবেশও তৈরি করতে পারেন, যেখানে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করতে নিরাপদ বোধ করে।

তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি মৌলিক প্রশ্ন হওয়া উচিত—আমরা কি পরীক্ষার জন্য উত্তর তৈরি করছি, নাকি জীবনের জন্য চিন্তাশীল মানুষ তৈরি করছি?

প্রশ্নহীন প্রতিষ্ঠান নিজের ভুল দেখতে পায় না

একটি প্রতিষ্ঠান যত বড়ই হোক, তার ভেতরে প্রশ্নের জায়গা না থাকলে তার ভুলগুলো সহজে দৃশ্যমান হয় না। কেউ যদি বলতে না পারেন, "এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি কী?", "এই তথ্যটি কি যাচাই করা হয়েছে?", "এখানে অন্য কোনো পথ কি ছিল?", তাহলে ভুল সিদ্ধান্তও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন তাই শুধু বিরোধিতার অস্ত্র নয়; এটি প্রতিষ্ঠানের আত্মসংশোধনের একটি পদ্ধতি।

বিজ্ঞান এ কারণেই এগোয়—একটি ব্যাখ্যা যত প্রতিষ্ঠিতই হোক, নতুন প্রমাণ তাকে প্রশ্ন করতে পারে। গবেষক নিজের ধারণাকেও পরীক্ষার সামনে দাঁড় করান। জ্ঞানকে স্থির সত্যের তালিকা না বানিয়ে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার কারণ এখানেই।

যে সমাজে প্রশ্নকে সমস্যা হিসেবে দেখা হয়, সেখানে ভুল স্বীকার করার চেয়ে ভুল আড়াল করা সহজ হয়ে যায়। আর ভুল আড়াল করার সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি নয়, প্রতিষ্ঠানকেও দুর্বল করে।

ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা কেন জরুরি

ক্ষমতার ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ক্ষমতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা যেমন থাকে, তেমনি ভুল সিদ্ধান্তের প্রভাবও অনেক বড় হতে পারে।

কোনো গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকের প্রশ্নের অর্থ এই নয় যে প্রতিটি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে হবে। বরং নাগরিক জানতে চাইতে পারেন—কেন সিদ্ধান্তটি নেওয়া হলো, তার ভিত্তি কী, এর প্রভাব কী হতে পারে এবং ভুল প্রমাণিত হলে সংশোধনের পথ কী। জবাবদিহি মূলত এই প্রশ্ন করার সংস্কৃতিরই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

তাই প্রশ্নকে ভয় পাওয়া শুধু ব্যক্তির সমস্যা নয়। এটি ধীরে ধীরে এমন এক সামাজিক পরিবেশ তৈরি করতে পারে, যেখানে ক্ষমতার কাছে উত্তর চাওয়ার পরিবর্তে মানুষ উত্তর মেনে নেওয়াকেই নিরাপদ মনে করে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন বিপদ

ডিজিটাল যুগে মনে হতে পারে, মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রশ্ন করছে। প্রতিদিন অসংখ্য মন্তব্য, বিতর্ক ও মতামত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মতামতের বিস্ফোরণ আর গভীর প্রশ্ন এক জিনিস নয়।

আমরা অনেক সময় এমন তথ্যই খুঁজি, যা আমাদের আগের বিশ্বাসকে সমর্থন করে। নিজের মতের বিপরীত তথ্য দেখলে যাচাই করার পরিবর্তে তা প্রত্যাখ্যান করি। ফলে প্রশ্ন করার বদলে নিজের অবস্থানকে আরও শক্ত করার প্রবণতা তৈরি হয়।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে:
তথ্যের প্রাচুর্য চিন্তার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা নয়।

প্রশ্ন করার প্রকৃত অর্থ হলো নিজের বিশ্বাসকেও পরীক্ষার সামনে দাঁড় করাতে প্রস্তুত থাকা।

ভবিষ্যৎ আসলে কোথায় নির্ধারিত হয়?

একটি সমাজের ভবিষ্যৎ শুধু তার অর্থনীতি, প্রযুক্তি বা অবকাঠামো দিয়ে নির্ধারিত হয় না। নির্ধারিত হয় তার মানুষ কতটা স্বাধীনভাবে ভাবতে পারে, ভুল স্বীকার করতে পারে এবং নতুন প্রশ্ন তুলতে পারে—তার ওপরও। প্রশ্ন করতে পারে এমন শিশু ভুল করলে শিখতে পারে। প্রশ্ন করতে পারে এমন গবেষক নতুন জ্ঞান তৈরি করতে পারেন। প্রশ্ন করতে পারে এমন সাংবাদিক অদৃশ্য বাস্তবতাকে সামনে আনতে পারেন। প্রশ্ন করতে পারে এমন নাগরিক প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির মধ্যে রাখতে পারেন।

আর প্রশ্ন করতে ভয় পাওয়া মানুষ?

সে হয়তো নিরাপদ থাকতে শিখবে, কিন্তু সবসময় স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখবে না।

আমাদের তাই শুধু প্রশ্ন করার অধিকার নিয়ে কথা বললে হবে না; প্রশ্ন করার সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে। পরিবারে শিশুর 'কেন'কে বিরক্তি নয়, কৌতূহল হিসেবে দেখতে হবে। শিক্ষায় ভুল উত্তরকে অপমানের কারণ না করে শেখার সুযোগ হিসেবে নিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে ভিন্নমতকে বিদ্রোহ না ভেবে উন্নতির সম্ভাবনা হিসেবে দেখতে হবে। আর সমাজে যুক্তিসংগত প্রশ্নকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে নেওয়ার অভ্যাস কমাতে হবে।

শেষ পর্যন্ত একটি সমাজের শক্তি কতগুলো প্রশ্নের উত্তর তার কাছে আছে, শুধু তা দিয়ে মাপা যায় না। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো—সে সমাজ কতটা নিরাপদে প্রশ্ন করতে পারে এবং ভুল উত্তর পেলে কতটা সাহসের সঙ্গে তা বদলাতে পারে। কারণ ভবিষ্যৎ কখনো শুধু উত্তর দিয়ে তৈরি হয় না। ভবিষ্যৎ তৈরি হয় সেইসব প্রশ্ন দিয়ে, যেগুলো আজ করার সাহস আমরা দেখাই।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট, কক্সবাজার, বাংলাদেশ।

সরকারি চাকরি নয়, প্রয়োজন কর্মসংস্থানের উদ্যোগ

ড. মো. শফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশের তরুণসমাজের স্বপ্ন, প্রত্যাশা এবং বাস্তবতার মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তার একটি স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখা গেল সম্প্রতি একটি সরকারি নিয়োগ পরীক্ষাকে ঘিরে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাত্র ১ হাজার ৪৮৫টি পদের বিপরীতে আবেদন করেছে ২১ লাখের বেশি তরুণ। অর্থাৎ প্রতি পদের বিপরীতে লড়াই করছে প্রায় ১ হাজার ৪৩০ জন প্রার্থী। এ পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে ঘটনাটি শুধু একটি নিয়োগ পরীক্ষার প্রতিযোগিতার চিত্র নয়; বরং এটি বাংলাদেশের চাকরির বাজারের নির্মম সত্যের প্রতিচ্ছবি।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সূচক হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু সেই অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পর্যাপ্ত মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া বিপুলসংখ্যক তরুণ যখন চাকরির জন্য প্রতিযোগিতায় শামিল হচ্ছে, তখন তারা দেখতে পাচ্ছে সীমিত পদের বিপরীতে কর্মক্ষেত্রের সুযোগও সংকুচিত।

সরকারি চাকরির প্রতি তরুণদের এই বিপুল আগ্রহ নতুন কোনো ঘটনা নয়। তবে সম্প্রতি এর মাত্রা উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। কারণ, সরকারি চাকরি এখন শুধু একটি পেশা নয়; অনেক পরিবারের কাছে এটি সামাজিক নিরাপত্তা, স্থিতিশীল জীবন এবং ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সরকারি চাকরির প্রতি তরুণদের আগ্রহের পেছনে কয়েকটি বাস্তব কারণ রয়েছে। প্রথমত, চাকরির নিরাপত্তা। বেসরকারি খাতে অনেক ক্ষেত্রে চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা, তুলনামূলক কম স্থায়িত্ব এবং কর্মপরিবেশের অনিশ্চয়তা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক মর্যাদা। বাংলাদেশে এখনো সরকারি চাকরিকে সমাজব্যবস্থা সম্মানের চোখে দেখে। তৃতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি সুযোগ-সুবিধা, যেমন অবসরকালীন সুবিধা ও অন্যান্য সুযোগ—এসব ব্যাপার সরকারি চাকরিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

অন্যদিকে, বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ প্রত্যাশিত গতিতে না হওয়ায় কর্মসংস্থানের বিকল্প ক্ষেত্রও সীমিত হয়ে পড়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, বিনিয়োগের ধীরগতি, ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা এবং শিল্প খাতের সম্প্রসারণে বাধার কারণে নতুন চাকরির সুযোগ কম তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের শ্রমবাজারের একটি বড় সমস্যা হলো উচ্চশিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব। একসময় মনে করা হতো, উচ্চশিক্ষা অর্জন করলেই ভালো চাকরি নিশ্চিত হবে। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকলেও অনেক তরুণ চাকরির বাজারে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে পারছে না।

এর অন্যতম কারণ হলো শিক্ষা ও শিল্পের চাহিদার মধ্যে ব্যবধান। শিল্প ও শিক্ষা লিংকেজের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে, যা আমাদের সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ব্যবহারিক দক্ষতা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, যোগাযোগ দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অর্জনের তাৎক্ষণিক দক্ষতা।

ফলে দেখা যাচ্ছে, একদিকে বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত তরুণ চাকরির অপেক্ষায় রয়েছে, অন্যদিকে অনেক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী খুঁজে পাচ্ছে না। এই দক্ষতার সংকট বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাপনাকে আরও জটিল করে তুলছে। আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বেকার জীবন-যাপন করছে। এরাই দেশের মোট জনসংখ্যার বড় অংশ। অর্থনীতির ভাষায় এটি একটি বড় সম্ভাবনা, যাকে বলা হয় 'জনমিতিক সুবিধা'।

কিন্তু এই সুবিধা কাজে লাগাতে হলে তরুণদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা জরুরি। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী যদি দক্ষতা ও কাজের সুযোগ না পায়, তাহলে এই জনমিতিক সুবিধাই ভবিষ্যতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করতে পারে। একজন তরুণ যদি বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করার পর কয়েক বছর শুধু একটি চাকরির জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যয় করেন, তাহলে তাঁর উৎপাদনশীল সময়ের বড় অংশ নষ্ট হয়। এতে ব্যক্তি যেমন পিছিয়ে পড়েন, তেমনি দেশের অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে ২১ লাখের বেশি আবেদন গ্রহণ করা প্রশাসনিকভাবেও বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। এত প্রার্থীর পরীক্ষা আয়োজন, কেন্দ্র নির্ধারণ, প্রশ্নপত্র ব্যবস্থাপনা, খাতা মূল্যায়ন এবং ফল প্রকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই পরিস্থিতি স্পষ্ট করছে যে নিয়োগব্যবস্থাকেও আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রাথমিক পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয় বাছাইব্যবস্থা, দক্ষ পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং সময়মতো নিয়োগ সম্পন্ন করার উদ্যোগ প্রয়োজন।

তবে শুধু নিয়োগপ্রক্রিয়া সহজ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। মূল সমস্যা হলো পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়া। প্রথমত, বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করতে হবে। একটি দেশের কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস সাধারণত সরকারি খাত নয়; বরং বেসরকারি শিল্প, ব্যবসা ও উদ্যোক্তা খাত। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি, ব্যবসায়িক বাধা কমানো এবং নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শুধু চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা নয়, বরং কর্মজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা তৈরিতে গুরুত্ব দিতে হবে। কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা বিশ্লেষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ওপর জোর দিতে হবে।

তৃতীয়ত, তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। সব তরুণের ভবিষ্যৎ যে কেবল চাকরির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এই ধারণা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদের নতুন প্রজন্মকে। ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ, স্টার্টআপ, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসা এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের মতো ক্ষেত্রগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

সরকারি চাকরি অবশ্যই সম্মানজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ পেশা। কিন্তু একটি দেশের ভবিষ্যৎ কেবল সরকারি চাকরির সংখ্যার ওপর নির্ভর করতে পারে না। একটি শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে একজন তরুণ চাকরি পাওয়ার পাশাপাশি নিজেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেন। ২১ লাখ আবেদনকারীর এই ঘটনা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়, বাংলাদেশের তরুণরা কাজ করতে চায়, তারা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এখন দায়িত্ব হলো সেই সুযোগ তৈরি করা।

আমাদের উন্নয়নের পরবর্তী অধ্যায় হতে হবে কর্মসংস্থাননির্ভর উন্নয়ন। শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সংখ্যা নয়, সেই প্রবৃদ্ধি কত মানুষের জন্য মর্যাদাপূর্ণ কাজের সুযোগ তৈরি করছে, সেটিই হওয়া উচিত মূল বিবেচনা। কারণ, একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার তরুণ জনগোষ্ঠী। এই সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আরও দ্রুত। আর যদি এই শক্তিকে কাজে লাগানো না যায়, তাহলে হতাশা ও অনিশ্চয়তা বাড়বে। তাই এখন সময় এসেছে সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতার সংখ্যা গোনার পরিবর্তে কর্মসংস্থানের নতুন পথ তৈরি করা।

সহযোগী অধ্যাপক, কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

রোমান হলিডে-টাইবার থেকে টাইরেনিয়ান

শেলী জামান খান

এয়ারপোর্ট থেকে যখন আমাদের বাস সিভিটাভেচ্ছিও সমুদ্রবন্দরের দিকে যাত্রা শুরু করলো, জানালা দিয়ে বিশাল জলাশয় দেখা যাচ্ছিল। ড্রাইভার জানালেন, "লিউনার্দো এয়ারপোর্টটাটাইবার নদী এবং টাইরেনিয়ান সাগরের ঠিক সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।যদিও নদীতে বাঁধ দেয়ারকারনে নদীর মুখটা অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে।তবে টাইবারের স্রোতধারা রোম শহর থেকেটাইরেনিয়ান পযন্ত বয়ে যেতে কোনো বাঁধা পড়েনি।"

বাস যখন টাইবারের মোহনা পেরিয়ে, সমুদ্রের পাশ্ববর্তী হাইওয়ে ধরে এগুতে শুরু করলো, আমাদের গাইড হাসিমুখে সবাইকে সম্ভাষণ জানালেন। যাত্রা প্রস্তুতিকালে বাস ড্রাইভারের সাথে তিনিও সবার কাগজপত্র পরীক্ষার কাজে সহায়তা করছিলেন। মাইক হাতে দাঁড়ানোর পরে, এতক্ষণে, তার ভূমধ্যসাগরীয় লাবন্যমাখা মুখখানা আমার নজরে এলো।

"আচ্ছা মনে করে দেখুনতো, আপনারা রোমের এমন কোনো রাজার গল্প শুনেছেন কিনা, রাজ্যেযখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল, মানুষ, গবাদি পশু, ঘরবাড়ি, গাছপালা, পুড়ে ছাই হয়েযাচ্ছিল, কিন্তু রাজা তখন নির্বিকার মনে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন।" আমাদের গাইড খুব নাটকীয় ভঙ্গীতে তার গল্প শুরু করলেন।

"জানি, আপনারা বলবেন, এই গল্পতো আমরা সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। হ্যা, আমিও এভাবেই শুনেছি। বহুকাল ধরে গল্পটা এভাবেই চলে আসছে। আপনারা এসেছেন, সেইঅদ্ভুত রাজার দেশে।

আমি সোফিয়া। আমাদের রোম নিয়ে গল্পের শেষ নেই — পুরো শহরটাই গল্প দিয়ে তৈরি। আমার জন্ম এই গল্পের শহরেই। আপনাদের গাইড হিসেবে, এক ঘন্টার এই যাত্রাপথে, গল্পেগল্পে আমরা রোমের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করবো।

আসলে কী হয়েছিলো জানেন? সম্রাট নিরোর রাজত্বকালে, রোমে ভয়াবহ আগুন লাগে। সেইআগুনে প্রায় ৬ দিন ধরে শহর পুড়ছিল। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।কিন্তু আয়রনিহল, নিরো তখন রোমে ছিলেন না। খবর পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি রোমে ফিরে আসেন।আর বাঁশিবাজানো? তখন-তো বাঁশি আবিস্কারই হয়নি।

ফিরে এসে তিনি আগুন নেভানোর উদ্যোগ নেন।গৃহহীনদের আশ্রয় এবং খাবারের ব্যবস্থাকরেন। কিন্তু অহংকার, ক্ষমতারদম্ভ এবং পারিবারিক হত্যাকাণ্ডের কারনে নিরোর জনপ্রিয়তা খুব কম ছিল। একারনেই নিরোর বিরুদ্ধে এটা ছিল রোমানদের একটা রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা। যুগের পর যুগ ধরে চলা এই প্রোপাগান্ডাই কালক্রমে মিথে পরিনত হয়েছে।

সোফিয়া তার গল্প থামিয়ে, বোতল থেকে পানি পান করলো। বললো, "এই বাসে আপনারা প্রায়ষাট জন টুরিস্ট আছেন। আপনারা এসেছেন পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছেআপনাদের ভাইকিং শীপের ডকে পৌঁছে দেয়া। রোম নগরীর দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখানোরযেহেতু সুযোগ নেই, তাই আজ আমরা বাসের ভেতরেই রোমান হলিডে উদযাপন করবো।আপনারা কি আধুনিক রোমের গল্প শুনতে চান, নাকি প্রাচীন রোমের মিথোলজিক্যাল গল্পশুনতে চান? "

যাত্রীদের সবাই দেখলাম পৌরাণিক গল্পের প্রতিই আগ্রহী বেশী। আমি নিজেও পৌরাণিক গল্পভালোবাসি। তাই আমিও পৌরাণিক গল্পে আগ্রহ প্রকাশ করলাম।কিন্ত সোফিয়ার গল্প শুরু হল 'রোমান হলিডে' মুভি দিয়ে।

"এই সেই রোম নগরী, অড্রে হেপবার্ন এবং গ্রেগরি পেক যেখানে তাদের বিখ্যাত মুভি রোমানহলিডের শুটিং করেছিলেন। আমেরিকান সাংবাদিক জো ব্র্যাডলি এবং রাজকুমারী অ্যানেরমতোই রোম'ও এই সিনেমার একটা প্রধান চরিত্র।রাজকুমারী অ্যান তার দৈনন্দিন জীবনেররাজকীয়প্রথায় হাফিয়ে উঠেছিলেন। তাই সে পালিয়ে এসে রোমের সাধারণ মানুষের মতো একটাদিন কাটাতে চেয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে তার সাথে দেখা হয়ে যায় আমেরিকান সাংবাদিক জোব্র্যাডলির সাথে। তারা একত্রে আনন্দময় একটা দিন কাটান। যা একজন রাজকুমারির জীবনেসম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অসম্ভব।"

সোফিয়া এবার হাসতে হাসতে বললো, " রোমান হলিডে সিনেমা কোনো মিথ নয়, কিন্তু এইগল্পেও মিথ জড়িয়ে আছে। রোমান কিংবদন্তির কারনেই 'রোমান হলিডে' মুভির কিছু দৃশ্যও কিংবদন্তিতে পরিনত হয়েছে। 'বোক্কা দেল্লা ভেরিতা'র সান্তা মারিয়া গির্জায় একটি পাথরের মূর্তী আছে।এই মূর্তী নিয়ে পৌরাণিক বিশ্বাস হল— কোনো মিথ্যাবাদী যদি তার হাত পাথরেরমুখে প্রবেশ করায়, তাহলে পাথরের মুখ সেই হাতটি কামড়ে ধরে। তাহলে সে সমাজে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত হয়ে যায়। সিনেমায় গ্রেগরি পেক সেই পাথরের মুখের অভ্যন্তরে হাত ঢুকিয়েযন্ত্রনার ভান করেন। যেনো পাথরের মুখ তার হাতখানা কামড়ে ধরেছে। রোমান হলিডে সিনেমার জনপ্রিয়তার কারনেই হয়তো সেই গির্জার বাইরে টুরিস্টদের লম্বা লাইন লেগে থাকে।কারণ সবাই গ্রেগরি পেকের মতো মূর্তির মুখে হাত ঢুকিয়ে ছবি তুলতে চান। আপনারা আবারকখনো রোমে এলে, অবশ্যই কয়েকদিন থাকবেন। রোম ঘুরে দেখবেন এবং বোক্কা দেল্লাভেরিতা'র নামটা অবশ্যই বাকেট লিস্টে রাখবেন।"

রোমে'র নামকরনের গল্পটাও খুব অভিনব। রোম নগরীর নামকরণের পেছনে একটা জনপ্রিয় কিংবদন্তি আছে।ট্রয়যুদ্ধের পর রাজপুত্র ইনিয়াস রাজকন্যা রিয়া সিলভিয়াকে নিয়ে ইতালিতেআসেন। যুদ্ধদেবতা মার্সের সাথে রিয়া'র বিয়ে হয়।রিয়া'র দুই যমজ ছেলে জন্ম হলে তাদের নামরাখা হয়, রোমুলাস এবং রেমাস।

কিন্তু দৈবক্রমে শিশু অবস্থায় তাদেরকে টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। একটি মা নেকড়েভাসমান শিশুদের বাঁচায় এবং নিজের দুধ খাইয়ে বড় করে তোলে। কিন্তু বড় হয়ে দুই ভাইয়েরভেতরে মতান্তর ঘটলে, রোমুলাস তার ভাই রেমাসকে হত্যা করেন। রোমুলাস একটা শহর গড়েতোলেন এবং নিজের নাম অনুসারে শহরটির নাম রাখেন রোম। তাই রোমের প্রতীক আজওসেই নেকড়ে ও দুই শিশু।

শহর বানানোর পর রোমুলাস দেখলেন শহরে শুধু পুরুষ, কোনো নারী নেই। তিনিউদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই একটা উৎসবের আয়োজন করেন এবং পাশ্ববর্তী সাবিনগোষ্ঠির নারীদেরদাওয়াত করেন। তারপর সেই মেয়েদের জোর করে অবরুদ্ধ করে রাখেন।পরে এই দুই গোত্রেরনারীপুরুষের মাধ্যমেই রোমে পরিবারপ্রথা শুরু হয়। রোমান সাম্রাজ্যে হত্যা, ষরযন্ত্র এবংক্ষমতাদখলের মতো নৃশংসতা থাকলেও ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, রোমানরাই বিশ্ব সভ্যতারসূচনা করেছিল।

পথে যেতে যেতে ছোট ছোট কয়েকটা শহর পড়ল। একদিকে মানুষের বসতি, পাইন গাছ, আর বাঁদিকে বয়ে চলেছে টাইরেনিয়ান সাগর। ততক্ষণে সোফিয়ার বর্ননায় উঠে এসেছেন সম্রাটজুলিয়াস সিজার এবং সুন্দরী ক্লিউপেট্রা। সিজার ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের সর্বময় নেতা।সিজার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই রোমেই কাটিয়ে গেছেন।

জুলিয়াস সিজারের সাথে প্রেমের সম্পর্কের কারনেই মিশরের রানী ক্লিউপেট্রা রোমে বসবাসশুরু করেছিলেন। তিনি থাকতেন টাইবার নদীর ওপারে, ট্রাস্টেভেরে এলাকার। সিজারেরবাগানবাড়িতে। বিদেশী ক্লিউপেট্রার রোমে বসবাসকে রোমানরা পছন্দ করেনি। তাই সিজার খুনহওয়ার পরপরই তিনি রোম ছেড়ে মিশরে ফিরে যান।

জুলিয়াস সিজার খুন হওয়ার পর রোম দুই ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব অংশের শাসক হন মার্কঅ্যান্টনি। তিনি রোম পুনর্গঠনে ক্লিওপেট্রার কাছে সাহায্য চান। এভাবেই রোমের ইতিহাসেক্লিওপেট্রার দ্বিতীয় অভিষেক ঘটে। রোম এবং ক্লিওপেট্রা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে যান।

ক্লিওপেট্রার সাথে প্রথম দেখাতেই অ্যান্টনি তার প্রেমে পড়ে যান।কিন্তু এই প্রেমিক যুগলের জীবনের শেষঅংকটা ছিল সিজারের মতোই করুন। ক্লিওপেট্রার সাথে সম্পর্কের কারণেঅ্যান্টনির জনপ্রিয়তাও কমে যায়। অগাস্টাসের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এবং ক্লিওপেট্রারমৃত্যুর গুজবে অ্যান্টনি দিশাহারা হয়ে আত্মহত্যা করেন। ক্লিওপেট্রাও অ্যান্টনির মৃত্যুর খবরপেয়ে আত্মহত্যা করেন।

রোমিও-জুলিয়েট, লাইলি-মজনুর প্রেমের উপাখ্যানের মতোই আমার চোখের সামনেক্লিওপেট্রা-অ্যান্টনির ছবি ভাসতে লাগলো। মনে পড়ে গেলো, রাজকীয় পোশাক, সোনার মুকুটপরা, মিশরের রানী ক্লিওপেট্রারূপী এলিজাবেথ টেলর সিংহাসনে বসে আছেন। তার বুকের উপর কেউটে সাপটি ধরা। তারপর ধীরে ধীরে সিংহাসনে এলিয়ে পড়লেন রানী। রানীর মতোইরাজকীয় মৃত্যুবরণ।এভাবেই রোমের বিখ্যাত প্রেমের ইতি ঘটল।

কিছুক্ষণের জন্য আমরা যেনো রোমের পৌরাণিক আমলে হারিয়ে গিয়েছিলাম। ততক্ষণেআমাদের ট্যুরবাস সিভিটাভেচ্ছিও সমুদ্রবন্দরে এসে দাঁড়িয়েছে। ড্রাইভার বাস থামাতেই সোফিয়া বললো, "আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। সিভিটাভেচ্ছিও বন্দরের যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ১৯০০ বছর আগে ঠিক এখানেই রোমান জাহাজ ভিড়তো। তাকিয়ে দেখো, এখন তোমাদের ভাইকিং সি সেখানেই নোঙ্গর করে দাঁড়িয়ে আছে।"

আমরা একে একে বাস থেকে সবাই নামলাম। তাকিয়ে দেখি, একদিকে মাইকেলেঞ্জেলোর দূর্গ, আরেকদিকে ভাইকিং সি'র বিশাল সাদা জাহাজ।

সোফিয়া দূর্গটি দেখিয়ে বললো, "পাঁচশো বছর আগে জলদস্যুদের আক্রমণ ঠেকাতে এই দুর্গটিতৈরি করা হয়েছিল। বন্দরের পাহাড়ার জন্য বানানো হলেও এখানেও পড়েছিল কালজয়ী একশিল্পীর ছোঁয়া। এই দুর্গের ছাঁদের নকশার কাজ করেছিলেন মাইকেলেঞ্জেলো। মাইকেলেঞ্জেলো শুধু একজন ভাস্কর নন। তিনি একটা যুগের নাম। তিনি পাথর কেটে এমন মূর্তী তৈরি করতেন, যেনো পাথরের ভেতর, কেউ খুঁজে বের করার অপেক্ষায় মানুষটা এতদিন ঘুমিয়ে ছিলো। এইশিল্পী বিয়ে করেননি। একা থাকতেন। লিখতেন, ছবি আঁকতেন, পাথর খুঁড়ে মূর্তী গড়তেন।এভাবেই তার দীর্ঘজীবনের সমাপ্তি ঘটে। রোমেই তার জন্ম। রোমেই মারা যান।

কী ক্ষণস্থায়ী আমাদের এই জীবন। টাইরেনিয়ান সাগরের একই জল, একই পথ, একই বন্দর — সময়ের পরিক্রমায় শুধু যাত্রী বদলে গেছে।

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
বৃহস্পতিবার (Thursday), ৮ অক্টোবর ২০২৬

নজরুল সাহিত্যে রোমান্টিক বিদ্রোহ

মোস্তফা মুনীর

আমাদের আজ একটি প্রশ্ন নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে— কেন কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র সাহিত্যজীবনে 'বিদ্রোহী' শব্দটি এত ভারী... এত একমাত্রিক... এতটা প্রাধান্যশীল হয়ে উঠল?

কেন তাঁকে আমরা বারবার শুধু 'বিদ্রোহী কবি' বলেই চিনতে চাই?

তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভে রচিত মাত্র কয়েকটি তেজোদীপ্ত, উদ্দীপনাময় বিদ্রোহী কবিতার আলোয় আমরা তাঁর বিশাল সাহিত্যভুবনের অন্যান্য দিককে সম্পূর্ণ আড়াল করে ফেলেছি। যেখানে রয়েছে অসংখ্য প্রেমের কবিতা, অগণিত রোমান্টিক গান, সুরময় গজল, কবিতা, গদ্য ও নাটক। আমাদের জানা উচিত দ্রোহ রোমান্টিসিজমের একটি অংশ।

আমার বক্তব্য, কবি নজরুল আদ্যোপান্ত একজন রোমান্টিক কবি। রোমান্টিসিজমের সজ্ঞায় নজরুলকে বুঝতে হলে তাঁর বিদ্রোহকে তাঁর রোমান্টিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না।

নজরুলের রোমান্টিক কবিতাগুলোকে যদি তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা অনুসরণ করি, তাহলে সেখানে যেন দেখতে পাই— একটি সমুদ্র-তরঙ্গ।

কখনো তার উত্থান...

কখনো তার পতন...

কখনো প্রেম ও আবেগের উত্তাল তরঙ্গ...

আবার কখনো বেদনা ও বিষণ্ণতার গভীর অতল। এই ওঠা-নামার মধ্যেই তো জীবনের স্পন্দন। আর সেই জীবনস্পন্দনই নজরুলের রোমান্টিকতার প্রাণ।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগে যে রোমান্টিসিজম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে সেখানের শ্রমিক ও শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে , তার ফলশ্রুতিতে সাহিত্য, আর্ট ও সঙ্গীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। সেই সাথে ভঙ্গুর অর্থনীতির করাল গ্রাসে বিধ্বস্ত সমাজ আত্মসমর্পণ করে।

ঐ সময় ইংলিশ ও ফরাসি সাহিত্যেও বিপ্লবের জোয়ার উঠে। ইংরেজি সাহিত্যকে তখন ঢালাওভাবে সাজিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ দুজন কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং পার্সি বিশি শেলি। তাঁরা লিখেছিলেন সাধারণ মানুষের দুঃখ, সামাজিক বৈষম্য এবং নিপীড়নের কথা।

তাঁরা রাজতন্ত্রের অন্যায়, ধর্মীয় কর্তৃত্ব, সামাজিক অবিচার, নিপীড়ন এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদেরকে 'বিদ্রোহী কবি' বলে ইংলিশ, ফরাসি কিংবা বিশ্বসাহিত্য আখ্যায়িত করেনি এবং কখনও তাদেরকে বিদ্রোহী প্রেফিক্স দিয়ে ব্র্যাম্‌ডেড করা হয়নি।

তাঁরা আজও ইংরেজি সাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি হিসাবে পরিচিত এবং স্বীকৃত।

তাহলে নজরুলের ক্ষেত্রেই কেন তাঁর বিদ্রোহকে তাঁর রোমান্টিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু বিদ্রোহকে বড় করে দেখতে হবে?

নজরুলের বিদ্রোহ—মানবতার জন্য । তাঁর 'বিদ্রোহী', 'গাহি সাম্যের গান', 'মানুষ', 'কুলি-মজুর' এই কবিতাগুলোর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল—মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সাম্যের জয়গান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ঠিক যেমন শেলির Prometheus Unbound- নামক গীতি নাট্যে বিদ্রোহ কেবল বিদ্রোহের জন্য নয়—তার গভীরে ছিল মানবতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। গ্রিক পুরাণের প্রমিথিউস ছিলেন মানবতার প্রতীক। অত্যাচারিত হয়েছেন, শৃঙ্খলিত হয়েছেন, অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছেন জুপিটারের হাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জুপিটারের পতন ঘটেছে। প্রমিথিউস শৃঙ্খল মুক্ত হয়েছেন। অত্যাচারের অবসান ঘটেছে, মানবতার জয় হয়েছে। কবি শেলী তার এই গীতি নাট্যের প্রতিটি পংক্তিতে অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন, সাধারণ মানুষের জয়গান গেয়েছেন। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ অভিজাত শ্রেনীর জন্য সৃষ্ট রঙীন কবিতা এবং কবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন , কবিতা হবে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে। তার ভাষা হবে সাধারণ মানুষের কথিত ভাষা।

তাঁদের এই বিদ্রোহকে বিশ্বের পাঠকবর্গ এবং ইংরেজি সাহিত্য আলাদাভাবে বিদ্রোহী বলে তাঁদেরকে আখ্যায়িত করেনি। তাঁরা ইংরেজি সাহিত্যে ও বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

নজরুলের কাব্যবিপ্লব শুধু বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ভাষাকেও দিয়েছিলেন এক নতুন প্রাণ।

আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষার সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর কবিতা, গদ্য, নাটক এবং বিশেষত তাঁর সুমধুর গজল ও গীতিকবিতায়। এই শব্দগুলো তাঁর কবিতায় শুধু নতুন শব্দ যোগ করেনি, তারা তাঁর কাব্যভাষাকে দিয়েছে নতুন সুর, নতুন ব্যঞ্জনা, নতুন সৌন্দর্য।

তাঁর সাহিত্য যেন এক বিশাল কাব্যলোক। যেখানে পাশাপাশি অবস্থান করছে—প্রকৃতির সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিকতা, মানবতা, ন্যায়, আত্মত্যাগ, আত্মমর্যাদা, দারিদ্র্য, সাম্য, নিপীড়ন এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই ছিল নজরুলের নিজস্ব কাব্যজগৎ। একটি সুসমন্বিত জগৎ—যেখানে প্রেম এবং বিদ্রোহ, সৌন্দর্য এবং বেদনা, আধ্যাত্মিকতা এবং মানবতা—সবকিছু একসঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে।

দারিদ্র্যের কাছে কবির কৃতজ্ঞতা—"হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!" তুমি মোরে দিয়েছ খ্রীষ্টের সম্মান," কী অসাধারণ উচ্চারণ! যে দারিদ্র্য তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল— নজরুল সেই দারিদ্র্যের মধ্যেও খুঁজে পেয়েছেন মহত্ত্বের দীক্ষা।

নজরুলের রোমান্টিকতা একমুখী নয়। তার মধ্যে আছে কোমলতা, ক্রোধ, প্রেম, প্রতিবাদ, প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণা।

কবি নজরুলের হাতে বাঁশি যেমন প্রেমের সুর তোলে, তেমনি তাঁর তূর্যধ্বনি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানায়। একই কবির হাতে বাঁশি, আছে তূর্য। এই দ্বৈততাই তাঁর কাব্যপ্রতিভার অন্যতম বিস্ময়। আনন্দের পাশে বেদনা

'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবিতায় কবি একদিকে দেখেছেন—

একটি নবজাত শিশুকে, আর অন্যদিকে—একজন জরাগ্রস্ত মৃত বৃদ্ধকে। জীবনের এক প্রান্তে জন্মের আনন্দ...

অন্য প্রান্তে মৃত্যুর বেদনা।

"মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বাম পাশে"

আর এই দুই বিপরীত অনুভূতি একই সঙ্গে কবির হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এটাই নজরুলের রোমান্টিকতা—

জীবনকে তার সম্পূর্ণতা নিয়ে অনুভব করা। শুধু আনন্দ নয়। শুধু বেদনা নয়।

আনন্দের মধ্যে বেদনা,

বেদনার মধ্যে আনন্দ—

এই দ্বন্দ্বময় জীবনবোধই তাঁর কবিতাকে গভীর করেছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কবির একাত্মতা।

'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতায় কবির হৃদয় যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

তিনি সুপারি গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে শুধু তাদের সৌন্দর্য দেখেননি—

তিনি অনুভব করেছেন তাদের কষ্ট।

উপর থেকে প্রখর সূর্যের তাপ...

নিচে মাটির সঙ্গে বাঁধা তাদের পা...

আর কবির মনে হয়েছে—

এই গাছগুলো যেন এক প্রেমিকার সত্বা নিয়ে তারসাথে নীরবে কথা বলে যাচ্ছে। তার আছে জীবন, প্রেম..

আছে অনুভূতি...

আছে বিচ্ছেদের বেদনা।

রাত্রি শেষ হবে।

ভোর আসবে।

আর সেই ভোরের সঙ্গে যেন আসবে তাদের বিচ্ছেদের মুহূর্ত।

প্রকৃতির এই ক্ষুদ্র দৃশ্যকেও নজরুল তাঁর নিজের হৃদয়ের অনুভূতিতে রূপ দিয়েছেন।

এখানেই তাঁর রোমান্টিকতার সৌন্দর্য।

নজরুল—এক ঘূর্ণিবায়ু।

'পূজারিণী' কবিতায় কবি বলেছেন—

"জীবনের ফোটো-ফোটো রাঙা নিশি-ভোর,

বাধা বন্ধ-হারা

অহেতুক নেচে চলা ঘুর্ণিবায়ু-পারা,

দুরন্ত গানের বেগ, অফুরন্ত হাসি

নিয়ে এনু পথ-ভোলা আমি অতি দূর পরবাসী"।

কী অসাধারণ আত্মপ্রকাশ!

ঘূর্ণিবায়ুর মতো!

হ্যাঁ—

নজরুল ছিলেন যেন সেই ঘূর্ণিবায়ু—

যার প্রেমিক অসীম।

সসীম মানুষের হৃদয়...

আর অসীমের আকাঙ্ক্ষা...

এই দুইয়ের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান—

সেই ব্যবধান পেরিয়ে কবি যেন তাঁর নিঃস্বার্থ প্রেমিকের সন্ধানে এগিয়ে চলেছেন।

তিনি আকুল হয়ে প্রশ্ন করেছেন—

"তোমার নিঃস্বার্থ প্রদীপ এখনও জ্বলেনি

আমার আলোকহীন ঘরে!

হে অসীম!

তুমি কি আসবে না আমার সসীম প্রান্তে?"

তাহলে আমরা কী দেখতে পেলাম?

নজরুলের বিদ্রোহ কি রোমান্টিকতার বিপরীত?

না।

বরং বিদ্রোহ রোমান্টিকতারই একটি শক্তিশালী প্রকাশ।

রোমান্টিকতার অন্তরে রয়েছে—

প্রেম।

বেদনা।

আনন্দ।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

মানবতার প্রতি গভীর মমতা।

আর আছে—

প্রচলিত অন্যায় ও জীর্ণতার বিরুদ্ধে সাহসী প্রত্যাখ্যান।

তাঁর প্রকৃতি-প্রতীক, তাঁর চিত্রকল্প, তাঁর সুর, তাঁর প্রেম, তাঁর বেদনা, তাঁর আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর বিদ্রোহ—

সব মিলিয়ে সৃষ্টি করেছে এক অনন্য কাব্যবিশ্ব।

আর সেই কাব্যবিশ্ব আমাদের একটি সত্যের সামনে দাঁড় করায়। তিনি—

প্রেমের কবি।

সৌন্দর্যের কবি।

মানবতার কবি।

বেদনার কবি।

ভক্তির কবি।

এবং সর্বোপরি—

তিনি হৃদয়ে ও আত্মায় একজন রোমান্টিক কবি।

তাঁর প্রেম,

তাঁর ভক্তি,

তাঁর আবেগ,

তাঁর আকাঙ্ক্ষা,

এবং তাঁর বিদ্রোহ—

সবকিছুই রোমান্টিক সাহিত্যের অন্তঃস্থলে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত।

কবি নজরুলের হৃদয়ের অতল গভীরে রয়েছে প্রেমের আলো।

তার কণ্ঠে শুধু তূর্যের ধ্বনি নয়—

তার অন্তরে বেজে চলে বাঁশির সুর।

আর সেই সুর ও সেই ধ্বনির মিলনেই—

নজরুল হয়ে ওঠেন এক অনন্য রোমান্টিক কবি।

অপেক্ষা মরে না তবু

দীপংকর গৌতম

বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েও দাঁড়িয়ে থেকেছি, বজ্রাহত
বৃক্ষের মতো
জ্বলেছি কামারশালার হাপর। তবুও দাঁড়িয়ে থেকেছি
বৈদ্যুতিক বাল্বের আলোয় ভেজা টারবাইন।
নর্তকীর মুদ্রাবদলের মতো বদলে গেছো অনেক।
তোমাদের নদী, শহর সবখানে বদল বাতাস
দেখতে দেখতে ফিলিস্তিনের গোলাপ শিশুদের
আর্তচিৎকারে
কেঁদেছে মিডিয়ার পাখি। ইরানের বসরাই গোলাপ
নিহত হয়েছে কত
আগ্রাসন ও দেশপ্রেমকে পাশাপাশি বসিয়ে দেখেছি
বারবার।
মানবিকবোধ কয়লা হয়েছে পুঁজির আগ্রাসনে।
তবুও অপেক্ষা ছাড়িনি। ত্রিশ বছর পরে অনেক
অন্ধকারের খনিজে তোমাকে আবিষ্কার- আহা
ইলোরা - অজন্তা গুহাচিত্র!
পাথড়ের পাহার কেটে কেটে ভ্রু, চোখ, কপোল
সভ্যতার অপরূপ নিদর্শনে তোমার মুখ- চোখে
তোমার আলোর শহর।
অপেক্ষা মরে না তবু

মোজার্টে ডুবে গেছি

সুমন শামসুদ্দিন

অন্ধকারের নিচে রেখেছি আলোর আঁচল,
আঁধার এসে ঢেকে দিলো ঘর!
মোজার্টের নোডগুলো বের করে-
ছড়িয়ে দিলাম ঘরের অথিতু বাতাসে।
ওমনি বন্ধ হয়ে এলো চোখ!
চোখের সাথে মন, মনের ভেতর স্তব্ধ অভিলাষ!

তোমার ছায়া এসে ঘুরে বেরাচ্ছে ঘরময়,
আমি চোখ বন্ধ করেও দেখতে থাকি-
তুমি কেমন মোজার্টের নোডগুলো
ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছো!
নিরালোক রুদ্ধ ঘরেও
আমি কেমন মোজার্টে ডুবে গেছি!

তুমি কি করে জানলে-
আমি মোজার্ট ভালবাসি?

জীবন

আব্দুল কাদের

জীবন তো ঝলসানো রুটি নয় -
মাটিতে চুবিয়ে ফুরাবার।
জীবন তো অনন্ত যৌবনপোড়া মরাকাঠ,
একবার জ্বলে রেখে যায় জন্মের ইতিহাস -
নিজের কর্মের পূর্ণ দায় নিয়ে।
যারা জীবন গড়ার কারিগর নন,
তারা জীবনের অর্থ বোঝেন না।
জীবনে তীক্ষ্ণ, সরল ও দৃঢ় হতে হয় -
কখনো আগুনের তাপ সয়ে,
কখনো মোমবাতির মতো গলে,
কখনো প্রমিথিউসের অন্তহীন কষ্ট বুকে নিয়ে।
নতুবা যে জীবন ভিড়ের স্রোতে হারিয়ে যায়,

সে তো আর জীবন নয়!

মানুষ কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়

No Man Is An Island by John Donne

ভাষান্তর: খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

মানুষ কেউ কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়,
তার সমগ্র সত্তা ঠিক যেমন হয়;
প্রত্যেক মানুষ মহাদেশের একটি খণ্ড,
মূল ভূ-ভাগেরই সে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

যদি কোনো মৃত্তিকা-খণ্ড সমুদ্রে যায় ভেসে,
ইউরোপ আরো কম ক্ষতিগ্রস্ত তার চেয়ে;
যেমনটি কোনো শৈলান্তরীপ তাই হয়েছে,
তোমার বন্ধুর বা নিজের
তাই হয় সম্পত্তি হারালে।

কোনো মানুষের মৃত্যু আমায় সংকুচিত করে,
কারণ আমি মানবজাতির সাথে আছি জড়িয়ে ।
আর তাই কখনো খোঁজ নিতে কাউকে পাঠিয়ো না
ঘণ্টা বাজছে কার জন্য; এটি বাজছে তোমারই জন্য।

পরিত্যক্ত পান্থশালা

The Abandoned Hotel by Zachary Schomburg

ভাষান্তর: সাকিব জামাল

বনের গহীনে এক পরিত্যক্ত পান্থশালা।
লবিতে বেড়ে বেড়ে, সাজে
কক্ষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে, উপরে ওঠা বৃক্ষদল।
জানালা থেকে বের হয় লতাপাতা
ভেতর-বাহির সাদৃশ্য ছল।

বৃক্ষের বুক বেয়ে উঠতে উঠতে
অতিক্রম করেছি হাজার কক্ষ যার।

খুঁজেছি তোমায়
প্রতি কক্ষে তার।

তুমি, এক দীর্ঘ দীপ্তিরেখা।

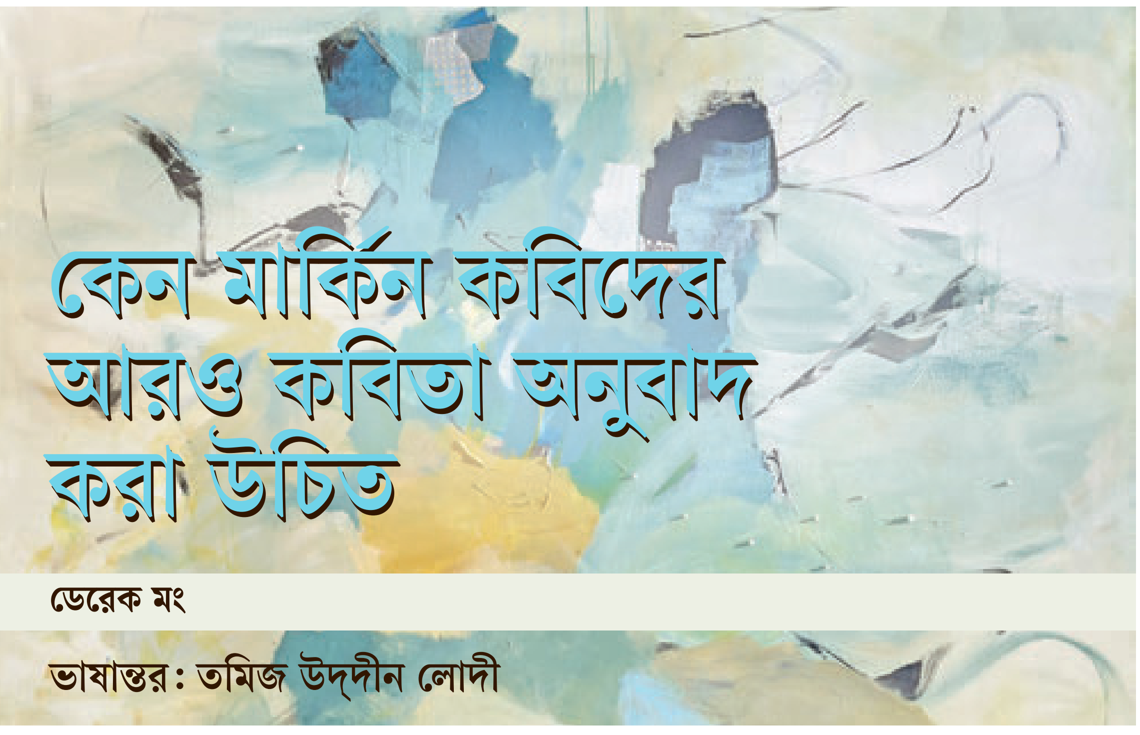

কেন মার্কিন কবিদের আরও কবিতা অনুবাদ করা উচিত

ডেরেক মং

ভাষান্তর: তমিজ উদ্‌দীন লোদী

সাহিত্যিক অনুবাদকদের কাতারে বিচার করলে আমি মূলত একজন জালিয়াত, আর তাই সব জালিয়াতি—টিভি জ্যোতিষী থেকে রিয়ালিটি টিভির প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত—যে ভয় বহন করে, তা আমাকেও বেঁধে ফেলে: যে লোকেরা সত্যিই তা করতে পারে, আমি যা করি বলে দাবি করি, বা আমাকে করতে বলা হয়, বা আমি করতে চাই বলে দেখাই, তাদের কাছে ধরা পড়ে যাওয়া। বলা হয়ে থাকে আমি কবিতা অনুবাদ করি। এসব অনুবাদের জন্য পুরস্কার পেয়েছি, অনুবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করেছি, চাকরির আবেদনপত্র ও লেখকের টীকায় নিজেকে অনুবাদক বলেছি। অথচ আমি যে দুই ভাষা নিয়ে কাজ করি—লাতিন ও রুশ—সে দুটিতেই শিরোনামটি অর্ধেক সত্য মাত্র।

লাতিন থেকে আমি "অভিযোজন" লিখেছি; তাতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছি, তা পাউন্ডের "হোমেজ টু সেক্সটাস প্রপার্শিয়াস" (১৯১৯) বা রবার্ট লাওয়েলের Imitations (১৯৬১)-এর কাছে বেশি ঋণী, ডেভিড ফেরির মতো ধ্রুপদী জগতের আমাদের ৯৫ বছরের ওস্তাদের কাজের কাছে নয়। মধ্যযুগীয়, জেসুইট ও নব্য-লাতিন কবিদের থেকে আমি খুঁজেছি "একটি কণ্ঠ [যা] অনেক ব্যক্তিত্ব, বৈপরীত্য ও পুনরাবৃত্তির ভেতর দিয়ে বয়ে চলে" (Imitations ix)। আমি যে কণ্ঠই তৈরি করি, তার অন্তত ৬০% আমার নিজের। The Ego and the Empiricist-এ, এমন কাজের আমার চ্যাপবুকে, আমি লিখি যে কবিতাগুলোকে "অনুবাদ হিসেবে পড়া উচিত নয়"। লাতিনে আমি traduttore-এর চেয়ে বেশি traditore—আমার মৃত লেখকদের প্রতি বিনয় দেখানোর চেয়ে তাদের বিকৃত করতে বেশি আগ্রহী।

রুশ ভাষায় আমি একচেটিয়াভাবে আমার স্ত্রী অ্যান ও. ফিশারের সঙ্গে কাজ করি, যিনি রুশ গদ্যের একজন প্রশংসিত অনুবাদক। অনুবাদকের কাজ আমরা দুজনে ভাগ করি—তিনি অর্থগত তাৎপর্য সামলান; আমি কবিতার রূপ ও ধ্বনি। কিন্তু আমি একা রুশ কবিতা অনুবাদ করতাম না, যেমন করতাম না কোনো মস্কোবাসীকে তার মাতৃভাষায় নৈশভোজে আমন্ত্রণ। দুটোই চেষ্টা করেছি; দুটোই অসফলভাবে শেষ হয়েছে। আমার ভদ্রতম রুশ ভাষায় "পরের বার তুমি যখন একজন আমেরিকান নারীর ভেতরে থাকবে", "পরের বার তুমি যখন আমেরিকায় থাকবে"-এর বদলে যা বলেছিলাম, তখনকার হাসি আজও আমি শুনতে পাই।

এসব বলার অর্থ, অনুবাদ সম্পর্কে আমি যা কিছু জানি, তা আমার কাছে এসেছে পরোক্ষভাবে বা সহযোগিতামূলকভাবে। অনুবাদ একটি পরার্থপর কাজ, অন্য লেখকের কাজের জন্য ঘণ্টা ও দক্ষতার প্রতিশ্রুতি। আমি ততটা পরার্থপর নই, এবং আমি এই শিল্পে ঢুকেছি র‍্যান্ডল জ্যারেলের মতো—এমন এক সময়ে যখন আমি আমার নিজের কবিতা দিয়ে আটকে গিয়েছিলাম। তবুও অনুবাদ আমাকে ওপরে তোলে, আর আমি প্রায়ই নিজেকে এর পক্ষে সওয়াল করতে বা এর বিস্তারের জন্য প্রচার করতে দেখি। নিচে আছে কীভাবে এটি আমার নিজের কবিতার উপকার করে এবং কীভাবে আমি দেখি যে, ব্যাপকভাবে চর্চা করা হলে এটি আমেরিকান কবিতাকে সমৃদ্ধ করবে।

প্রথমত, অনুবাদ মুখোশ পরার শিল্প। একটি কবিতা অনুবাদ করা মূলত একটি নাটকীয় এককথন লেখা। অনুবাদক একটি কণ্ঠ গড়ে তোলেন, নিজের প্রকল্পের দৈর্ঘ্য জুড়ে অন্য কেউ হয়ে যান। সফল হলে তাঁরা অনুষ্ঠানে অগোচরে ঢুকে পড়েন, মুখোশধারীরা অন্য যেকোনো অতিথি বলে ভুল হয়। যেকোনো সফল প্রতারণার কাজে আনন্দ আছে; এই প্রতারণা আপনাকে নিজের শর্তে তা আবার করার প্রলোভন দিতে পারে। জেসুইটদের কণ্ঠে কথা বলা শুরু করার কয়েক বছর পর আমি নিজেকে অন্য, কম ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্রদের কণ্ঠে কথা বলতে দেখলাম: একটি বিদ্যুৎচমক, একটি হিমবাহ, একজন পরিচয়-চোর যে তার শিকারকে উত্তর দেয়। অনুবাদ আমার অলংকারিক রূপের পরিধি বাড়াল। এটা একেবারেই ওয়ার্কশপের সেই পুরনো ক্লিশে ভাঙতে সাহায্য করল। "নিজের কণ্ঠ খুঁজুন"—এর বদলে এটা আমাকে অন্য কণ্ঠ চুরি করতে শেখাল।

অনুবাদ কমপোজিশন সম্পর্কে আমার ধারণাও বিস্তৃত করল। অনুবাদকেরা বন্ধুবৎসল মানুষ, আমাকে বলা হয়েছে—কবিদের চেয়ে বন্ধুবৎসল, যদিও সত্যি বলতে, সেটা খুব নিচু মাপকাঠি। তাঁদের কাজ সাহিত্যিক সম্পর্কের ভিত্তির উপর দাঁড়ানো। তাঁরা জীবিত লেখকদের সঙ্গে চিঠি লেখেন; স্বত্ব কেনেন; নিজেদের বদলে অন্যের ভালো কথা (ও শব্দ) ছড়ান। এভাবে তাঁরা কবিকে নিঃসঙ্গ প্রতিভা হিসেবে দেখার মিথের বিরুদ্ধে কাজ করেন, মাতৃভাষীদের সম্প্রদায়, বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও বিশ্বস্ত বন্ধুদের উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ করেন। অনুবাদ একটি সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে পূর্বধরে নেয়, কারণ এটি জোড়া (কবি ও পাঠক)-এর বদলে ত্রয়ী (কবি, অনুবাদক, পাঠক)-এর উপর নির্মিত।

এটি অনুবাদ আমাকে শেখানো দ্বিতীয় পাঠ: লেখার কাজকে সম্ভাব্য সহযোগিতামূলক হিসেবে পুনর্ভাবনা করা। এটি আমার নিজের অনুবাদগুলো সহযোগিতামূলক হওয়ার পর এসেছিল, কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকান লিটারারি ট্রান্সলেটরস অ্যাসোসিয়েশন-সম্মেলনে এটি আরও গভীর হলো, যেখানে আমি সহযোগিতামূলক অনুবাদের উপর উপস্থাপন করেছি নতুন (আমার কাছে) অনুবাদক-সমাবেশে: শিক্ষার্থী ও অধ্যাপক, লেখক ও লেখক, বন্ধু ও বন্ধু। একজন কবিকে অনুবাদ করতে নতুন ভাষা শিখতে হয় না, বা পুরনো ভাষা উদ্ধার করতে হয় না, অন্তত সহযোগিতামূলকভাবে নয়। তাঁকে শুধু এমন কাউকে বন্ধু বানাতে হয় যে তা পারে। আমি এক ধাপ আরও এগিয়ে সেই মানুষটিকেই বিয়ে করেছি। এত দূর যাওয়ার দরকার নেই, কিন্তু বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করুন, সহকর্মীদের পরামর্শ নিন: আমি বাজি ধরছি আপনি এমন কাউকে জানেন যে আপনার পড়তে না-পারা কবিতা পড়েন।

তৃতীয়ত, অনুবাদ কবির সমালোচনামূলক দক্ষতা বাড়ায়। অনুবাদ করতে কিছুটা সাহিত্যের ইতিহাস দরকার। ঘনিষ্ঠ পাঠ দরকার। এমন এক মুহূর্তে যখন তরুণ আমেরিকান কবিরা—ওয়ার্কশপে জন্মানো, টুইট-সমালোচনায় জড়ানো—দুটোরই অভাব বোধ করেন, অনুবাদ হারানো দক্ষতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। এটা 'তা করে' না বলে মনে রেখেই। এটা করে "লেখার মতো"—এটি রবার্ট পিনস্কির যথাযথ বাক্য; অনুবাদ "লেখার মতো"—আর তরুণ কবিরা ন্যায্যভাবেই লিখতে চান। আমি আরও বেশি কবিকে অনুবাদ করতে দেখতে চাই। এটি আমেরিকান সাহিত্য-সমালোচনা উন্নত করবে; এটি বিশ্বের প্রতি একটি সেবা হবে।

কেউ তর্ক করতে পারে, সাহিত্যের ইতিহাস পণ্ডিত ও সমালোচকদের জন্য, কবির জন্য নয়। কেউ বলতে পারে, আপনার মাতৃভাষা নয় এমন ভাষায় ঘনিষ্ঠ পাঠ করা ফাটা কাচের মধ্য দিয়ে সিনেমা দেখার মতো। নিউ ক্রিটিকস—ঘনিষ্ঠ পাঠের চর্চাকারী ও প্রচারকরা—বেশিরভাগ আমেরিকান ছিলেন, ইংরেজিতে লিখতেন, খুব কম অনুবাদ করতেন। (অ্যালেন টেট হাতে-কলমে চেষ্টা করেছিলেন, ভালোভাবে নয়।) তবুও তাঁদের যন্ত্রপাতি অনুবাদকদের জন্য অপরিহার্য: অনুরণন/লক্ষণার প্রতি মনোযোগ, ধ্বনির প্রতি কান, বিষয়বস্তু ও রূপের পারস্পরিক ক্রিয়া। রোমান ইয়াকোবসন, যিনি নিউ ক্রিটিক নন, বিখ্যাতভাবে লেখেন যে কবিতায় "ধ্বনিমূলক সাদৃশ্যকে অর্থগত সম্পর্ক হিসেবে অনুভব করা হয়"। একজন ভালো কবিতা-অনুবাদককে সেই বাক্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ খুঁজে বের করতে হবে। এর কম হলে ফল হবে একটি ক্রিব, একটি ট্রট, একটি খসড়া—কবিতা নয়।

আমি এখানে অনুবাদকে এমন এক অসুস্থতার চিকিৎসা হিসেবে সুপারিশ করছি যাকে কেউ কেউ অসুস্থতা মনে না-ও করতে পারেন। আমি কবিদের নিজেদের শিল্পের আরও ভালো ছাত্র হতে বলছি। আমার বন্ধু জেসন কু তাঁর দীর্ঘ কবিতা "নো লঙ্গার সি"-তে লেখেন, অনেক কবির কবিতা সম্পর্কে "প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীর জ্ঞান" থাকে। নতুন বইয়ের রিভিউতেও আমি একই ফাঁক দেখি, যেখানে গত ৫০—বা ১৫০—বছরের পদ্যের কথা না ভেবেই অতিশয়োক্তি উড়ে আসে। সোশ্যাল মিডিয়া এর জন্য আশ্চর্য কাজ করেছে; এটি কবিদের পার্শ্ববর্তীভাবে সংযুক্ত করে; প্রান্তিক কণ্ঠকে প্রচার করে। কিন্তু এটি কবিদের শুধু সমকালীনদের শোনার মধ্যে ছেড়ে দেয়, পূর্বসূরিদের অনেক কম। অনুবাদ একজনের পাঠকে গভীর করবে, বৈচিত্র্যময় করবে, এবং আরেক দল প্রান্তিক কণ্ঠকে আনবে—বিশ্বের ৬০০০+ ভাষার কণ্ঠ।

চতুর্থ উপকারটি সম্ভবত আমার প্রিয়: বিদেশি কবিতায় খাদ্য সংগ্রহ করা, এমন উপকরণের জন্য যা কবির নিজের কাজে লাগবে। মাঝে মাঝে সংগ্রহ করার দরকারই হয় না। প্রভাব আকস্মিক হতে পারে; এটি সচেতন অভিযানও হতে পারে। যাই হোক, এটি অনিবার্য, কিন্তু কেবল যদি কবি অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেন। তা করলে অনুবাদের দ্বিমুখী রেডিও চালু হয়; অনুবাদক ও অনূদিত—দুজনেই বদলাতে পারেন। পাঠকরা যুক্তিসঙ্গতভাবে ধরে নিতে পারেন যে কেনিয়নের আখমাতোভায় কিছু জেন কেনিয়ন আছে, কিন্তু জেন কেনিয়নে কতটা আখমাতোভা আছে? আর কেনিয়ন তাঁর নিজের কাজের জন্য যে কবিতাগুলো অনুবাদ করেছিলেন, সেগুলো কি খুঁজে দেখেছিলেন? তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি: কী আমি টেনে এনে বসাতে পারি, কী গ্রহণ করে সংশোধন করতে পারি?

ইংরেজিভাষী কবিতার ইতিহাসে এই প্রশ্নের উত্তর কখনো বিশাল, কখনো ক্ষুদ্র হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদকেরা আমাদের এনে দিয়েছেন সনেট (ইতালীয় দরবার থেকে, আনুমানিক ত্রয়োদশ শতক) এবং গজল (উর্দু, ফারসি ও তুর্কি কবিতা থেকে, আনুমানিক ১৯৯০-এর দশক)। অনুবাদ (বড় অংশে) ১৯৬০-এর দশকের 'ডিপ ইমেজিস্ট'দের এবং (কিছুটা কম) বিংশ শতকের গোড়ার ইমেজিস্টদের অনুপ্রাণিত করেছিল। বিষয়বস্তু থেকে ধ্বনি-খেলা, স্থির রূপ থেকে অলংকারিক ধারা—অনুবাদই সেই উপায় যার মাধ্যমে বিশ্বের কবিতাগুলো বিবর্তিত, অনুপ্রাণিত ও পরস্পরকে জানায়, আলাদাভাবে ও সমন্বয়ে বিকশিত হতে থাকে। অনুবাদকেরা পঙ্‌ক্তির সাংস্কৃতিক দূত।

এটা বিশাল দিক। এখন ক্ষুদ্র দিক, আমার নিজের কবিতা থেকে নেওয়া। সাম্প্রতিক এক দীর্ঘ কবিতা, "মিশরের সন্ত মেরির সঙ্গে কথোপকথন"-এ আমি ৩০০+ পঙ্‌ক্তি ধরে এক মরুভূমির সাধিকার সঙ্গে গল্প করি। মেরির সঙ্গে আমার পরিচয় ইয়াকব বলদে-র মাধ্যমে, সপ্তদশ শতকের একজন জেসুইট লাতিন কবি। বলদে-র সঙ্গে আমার পরিচয় অনুবাদের মাধ্যমে। অনুবাদ আমাকে আজ পর্যন্ত আমার সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের বিষয় দিয়েছে। এদিকে বলদে হয়ে লেখার সময় আমি নিজেকে—এক নাস্তিক—প্রার্থনার উল্লাসময় ভারসাম্যহীনতায় আচ্ছন্ন দেখলাম। ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগল, যদিও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু মিশরের মেরি, এক পতিতা থেকে অনুতপ্তা? তিনি সমানভাবে যোগ্য সম্বোধিত বলে মনে হলো, আর অনুবাদ ইতিমধ্যেই আমাকে একটি কণ্ঠ দিয়েছিল। আমি যে কণ্ঠ তৈরি করেছিলাম, তার সঙ্গে একটি রূপও এসেছিল: একটি সর্পিল, এনজ্যাম্বমেন্ট-সমৃদ্ধ অষ্টক। এটাও অনুবাদ আমাকে দিয়েছিল।

এসব আমাকে "স্তবক" (stanza) শব্দের ব্যুৎপত্তির কথা মনে করায়। শব্দটি ষোড়শ শতকে ইংরেজিতে ঢোকে, ইতালীয় "ঘর" থেকে ধার করা। আমরা অনুবাদকদের অপরিচিতদের বাড়িতে ঘুরে বেড়ানো কল্পনা করতে পারি। তাঁরা আংশিক প্রধান ঠিকাদার, আংশিক চোর। তাঁদের কাজ ভবনটি নতুন কাউন্টি বা শহরে সরিয়ে নেওয়া, আর পুরো সময় জানা যে কিছু ডাক্টওয়ার্ক নতুন করে ভেন্ট করতে হবে, কিছু জানালাকে দরজা বানাতে হবে। সেই প্রক্রিয়ায় তাঁরা আবিষ্কার করেন ঘরটিকে কী একসাথে ধরে রাখে, স্ট্রাটগুলো কোথায় চলে, আর কোন দেয়াল ছাদের ভার বহন করে। তাঁরা নকশাগুলো স্কেচবুকে নকল করতে পারেন। তাঁরা একটি ফুলদানি নিয়েও চলে যেতে পারেন।

আমি শেষ করতে চাই কবি-অনুবাদকের জন্য উপলব্ধ একটি চূড়ান্ত উপকার দিয়ে, যা আমাদের আবার প্রথম বিন্দুতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়: অলংকারিক রূপ। আমার সর্বশেষ বই The Identity Thief-এ দুটি কবিতা আছে যা মেটা-কাব্যিক জোড়া হিসেবে কাজ করে: "এই কবিতাটি যথাযথভাবে জোড়া দিতে" এবং "এই কবিতাটি যথাযথভাবে অনুবাদ করতে"। তারা রসিকতার ছলে নির্দেশিকা। তারা পরিচিত (ও কম পরিচিত) অলংকারিক রূপও। প্রথমটি আর্স পোয়েটিকা, কবিতা সম্পর্কে কবিতা। প্রায়ই পড়ানো একটি উদাহরণ আর্কিবল্ড ম্যাকলিশের "আর্স পোয়েটিকা" (১৯০৯)। দ্বিতীয় রূপ, একে আর্স ট্রান্সলেশিও বলা যাক, কম প্রচলিত: অনুবাদ-শিল্প সম্পর্কে কবিতা। আমার মনে আসা সেরা উদাহরণ? মার্ক স্ট্র্যান্ডের বই-দৈর্ঘ্যের কবিতা The Monument (১৯৭৮)।

আর্স ট্রান্সলেশিও-তে কবি একটি কাজ সম্পর্কে সৃজনশীলভাবে ভাবতে পারেন যা একই সঙ্গে রহস্যময়, আত্মসাৎকারী ও উদার। কেউ এটি গদ্যে করতে পারেন—যেমন আমি এখানে করেছি—বা কবিতায় চেষ্টা করতে পারেন। প্রথমটি যেকোনো সমালোচক-অনুবাদক করতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয়টি, অনুবাদ সম্পর্কে একটি মৌলিক কবিতা, কেবল কবি-অনুবাদকের জন্যই উপলব্ধ।

[ডেরেক মং একজন কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও পণ্ডিত। তিনি ওয়াবাশ কলেজে ইংরেজির বায়রন কে. ট্রিপেট সহকারী অধ্যাপক। তিনি লুইভিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতার অ্যাক্সটন ফেলোশিপ এবং উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জে সি. ও রুথ হলস কবিতা ফেলোশিপ পেয়েছেন। তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, এসইউএনওয়াই-অ্যালবানি, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, এডনা সেন্ট ভিনসেন্ট মিলে সোসাইটি এবং কেনিয়ন কলেজ ও তাঁর মাতৃশিক্ষায়তন ডেনিসন বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ লেখকদের কর্মশালাতেও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এফ.এ. এবং স্ট্যানফোর্ড থেকে আমেরিকান সাহিত্যে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর পুরস্কারের মধ্যে আছে দ্য মিসৌরি রিভিউ-এর এডিটরস চয়েস প্রাইজ, দুটি পুশকার্ট মনোনয়ন এবং আর্টস্মিথ পোয়েট্রি প্রাইজ।

তিনি ওরেগনের পোর্টল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্লিভল্যান্ডের বাইরে বড় হন। এখন তিনি তাঁর স্ত্রী অ্যান ও. ফিশারের সঙ্গে ইন্ডিয়ানার ক্রফোর্ডসভিলে থাকেন।]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
B4
সেলিম-আলী পরিষদের
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B16
মো: উজ্জল বিপুল
PLEASE VOTE FOR MD. UZZAL BIPUL EXECUTIVE MEMBER
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA

Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232   Email: info@cdaany.org

Karnafully Tax Service
এর আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
FULL CARE HOME CARE
(ফুল কেয়ার হোম কেয়ার)
PCA | HHA
Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)
Mohammed Hasem, EA, MBA
President & CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
WE ARE A LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
NYS Department of Health Licensed Home Care Services Agency (LHCSAs)
OUR SERVICES
PCA
(Personal Care Assistant)
HHA
(Home Health Aide)
WE SERVE
Queens
Nassau
Suffolk
Queens Office
37-20 74th Street, 2nd Floor
Jackson Heights, NY 11372
Long Island Office
189 Sunrise Hwy, Suite 205
Rockville Centre, NY 11570
347-621-6640
CALL US TODAY
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax:
347-338-6799

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 8 October 2026, 10th Year, Issue 499

বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর ২০২৬, ২৩ আশ্বিন ১৪৩৩, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯৯

দেশে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা আহসান এইচ মনসুরের

নিউইয়র্ক

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ‘ডাকছে বাংলাদেশ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে এ তহবিলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন তিনি।

নিজস্ব প্রতিবেদক

ড. আহসান এইচ মনসুর

এম ক্যাপিটালের মাধ্যমে প্রবাসীদের অর্থে দেশে ১ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ তহবিলের ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ‘ডাকছে বাংলাদেশ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে এ তহবিলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার পর একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানান তিনি।

ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, প্রবাসীদের যেসব সম্পদ দেশে আছে, বা তারা যেসব অর্থ দেশে আত্মীয় স্বজনদের কাছে পাঠাচ্ছে তার নিরাপদ বিনিয়োগ হচ্ছেনা। প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঞ্চিত মূলধনকে দেশের উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের বিশেষায়িত তহবিল গঠনের কাজ শুরু করেছি। যার নাম দেয়া হয়েছে এম ক্যাপিটাল। এম ক্যাপিটাল হলো ম্যাস বা গণমানুষের ক্যাপিটাল। তহবিলটির মাধ্যমে প্রবাসীদের অর্থকে দীর্ঘমেয়াদি ও উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হবে। তিনি আরও বলেন, অর্থ ছাড়াও বিভিন্ন খাতে স্কিলও বিনিয়োগ করা যেতে পারে। নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশী যারা আছেন তারা যে খাতে অভিজ্ঞ দেশে তারা সেসব খাত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে তাদের স্কিল শেয়ার করতে পারে।

তহবিলের কাঠামো তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রবাসীদের পাঠানো অর্থকে সরাসরি উৎপাদনশীল সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যেই ১০০ কোটি ডলারের কাঠামোর অধীনে তিনটি পৃথক তহবিল গঠন করা হবে। এগুলো হলো আর্থিক সেবা তহবিল, সংকটাপন্ন সম্পদ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রভাব তহবিল।

তিনি জানান, প্রতিটি তহবিল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন এবং নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করে পরিচালিত হবে। বিনিয়োগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে স্বাধীন উপদেষ্টাদের তদারকি থাকবে। বিনিয়োগকারীদের অর্থের জন্য দুই বছরের লকইন সময়ও নির্ধারণ করা হবে। তহবিলের ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ানের দায়িত্বে থাকবে ব্র্যাক ব্যাংক।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের এই বিনিয়োগ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রায় ১০০টি প্রধান শহরে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়েও কাজ করছে এম ক্যাপিটাল। প্রবাসীদের সঞ্চিত অর্থের পাশাপাশি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

মেডিকেয়ার খরচ

২ কোটি প্রবীণকে ৯০ ডলারের চেক দেবেন ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার ঘোষণা দিয়েছেন, মেডিকেয়ার পার্ট বি-র প্রিমিয়ামের খরচ কিছুটা লাঘব করতে তাঁর প্রশাসন দুই কোটির বেশি প্রবীণ নাগরিকের হাতে এককালীন ৯০ ডলারের চেক তুলে দেবে। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, এই কর্মসূচি শুরু হবে "অবিলম্বে"। তাঁর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী মোট ব্যয় দাঁড়াবে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার।

অর্থের উৎস নিয়ে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য ছিল বেশ ঝাঁঝালো। তিনি জানান, টাকাটা আসবে মেডিকেয়ার ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড থেকে। যাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন একটি "অর্থহীন তহবিল" হিসেবে। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটরা এত দিন এই তহবিল ব্যবহার করেছেন নিজেদের স্বার্থান্বেষী বন্ধুদের অপচয়, জালিয়াতি ও অনিয়মের খরচ মেটাতে। ফলে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয়ই বেড়েছে। পাশাপাশি তিনি আগের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দায়ী করেন মেডিকেয়ার ও সোশ্যাল সিকিউরিটিকে "ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে" ঠেলে দেওয়ার জন্য। তাঁর দাবি, বাইডেন অবৈধ অভিবাসীদের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

উদ্যোগ

মো. আলী আজম

ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য এআই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বাংলাদেশি গবেষক আলী আজম

আমেরিকা

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসাগুলোকে আরও কার্যকরভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারে সহায়তা করতে একটি নতুন গবেষণা উদ্যোগের প্রস্তাব দিয়েছেন বাংলাদেশি গবেষক মো. আলী আজম। ব্যবসার পরিচালনাগত মান বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং পরিমাপযোগ্য অর্থনৈতিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই তার এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য।

মো. আলী আজম বর্তমানে আমেরিকার 'ইউনিভার্সিটি অব দ্য কাম্বারল্যান্ডস'-এ বিজনেস অ্যানালিটিক্স বিষয়ে পিএইচডি (ডক্টরাল) করছেন। তার প্রস্তাবিত এই গবেষণায় বিশেষ করে খুচরা বিক্রয় (রিটেইল) এবং খাদ্য-সেবা (ফুড-সার্ভিস) খাতের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সাশ্রয়ী প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স টুল, ইনভেন্টরি পরিকল্পনা এবং চাহিদার পূর্বাভাস সংক্রান্ত প্রযুক্তি তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গবেষক আজমের প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে রয়েছে বিজনেস অ্যানালিটিক্স, ডিজিটাল রূপান্তর, আইটি গভর্নেন্স এবং ব্যাখ্যাযোগ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি একটি বিশেষ ড্যাশবোর্ড তৈরির পরিকল্পনা করছেন, যা ব্যবসার মালিকদের প্রযুক্তিগত সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানে ইনভেন্টরির অপচয় কমার পাশাপাশি পরিবর্তনশীল বাজার পরিস্থিতির সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ হবে।

উদ্যোগটির অংশ হিসেবে ডেটার মান নিশ্চিতকরণ, মানুষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান এবং এআই-এর কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকবে। পাশাপাশি এআই পদ্ধতির সুফল ও এর বাস্তবায়ন খরচ সাধারণ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com